আষাঢ়ে গল্প

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ প্রণীত

শ্রীশ্রীকান্ত রায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত
১৫ সরকারস লেন
কলিকাতা

১৩০৮।

মূল্য ১৲ এক টাকা।

হরসুন্দর মেসিন প্রেসে
শ্রীকুঞ্জবিহারী দে দ্বারা মুদ্রিত

ভূমিকা

দেশপ্রচলিত উপকথা ও গল্প হইতে অতীত ইতিহাসের বিচিত্র চিত্র ও জাতীয় চরিত্রের বিবিধ আভাষ পাওয়া যায়। তাহা ইতিহাসের উপকরণ। সকল দেশেই প্রচলিত উপকথা ও গল্প আছে। ছেলেরা সে সকল সাগ্রহে শুনিয়া থাকে। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, ভিন্ন ভিন্ন দেশে প্রচলিত গল্পের মধ্যে সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। ইহা হইতে মনে হয়, কালবশে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রক্ষিপ্ত ও ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় পতিত মানবজাতি অদ্যাপি শৈশবের উপকথা ও গল্প বিস্মৃত হইতে পারে নাই। ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় সেই সকল উপকথা ও গল্প রূপান্তরিত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাদের অস্তিত্ব লুপ্ত হয় নাই। ইহা হইতে আরও মনে হয়, সকল জাতির মধ্যেই বালক-হৃদয় একই প্রকৃতিতে গঠিত।

প্রত্যেক দেশের প্রচলিত উপকথায় ও গল্পে সেই দেশের অধিবাসীদিগের কতকগুলি বিশেষত্ব বিদ্যমান। কুহেলিকাচ্ছন্ন শীতপ্রধান দেশের উপকথায় ও রবিকরোজ্জ্বল গ্রীষ্ম-প্রধান দেশের উপকথায় কতকগুলি বিশিষ্ট প্রভেদ অবশ্যম্ভাবী। প্রান্তরবাসীদিগের উপ-কথায় ও পর্ব্বতনিবাসীদিগের উপকথায় প্রভেদ অনিবার্য্য।

সরল শিশুদিগের হৃদয় স্পর্শ করিবার জন্য কল্পিত উপকথা ও গল্প অনেক সময়েই কৃত্রিমতাবর্জ্জিত, অনায়াসজাত। সে সকলে জাতীয় চরিত্রের বিশেষত্বগুলি গোপন করিবার চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায় না; পক্ষান্তরে, সে সকলে জাতীয় চরিত্র, জাতীয় জীবন, জাতীয় ভাব, জাতীয় কুসংস্কার প্রতিবিম্বিত। তাহাদের আলোচনা জাতীয় চরিত্রের অধ্যয়নে বিশেষ সহায়। সে সকলের সংগ্রহ একান্ত আবশ্যক।

আমাদের দেশে উপকথা ও গল্পের অভাব নাই। দুঃখের বিষয়, এখন বিদেশাগত নূতন শিক্ষা ও সংস্কারের প্রভাবে দেশের অন্তঃপুরচারিণীরাও সে সকল বিস্মৃত হইতেছেন। ইহা যে কেবল বালক-বালিকাদিগেরই দুর্ভাগ্য, এমন নহে।

বর্ত্তমান সংগ্রহে নানাদেশীয় উপকথা ও গল্পের মধ্যে আমি দেশীয় কতকগুলি উপকথা ও গল্পেরও সংগ্রহ করিয়াছি। আশা করি, যোগ্যতর ব্যক্তির চেষ্টায় দেশের প্রচলিত সকল উপকথা ও গল্প সংগৃহীত হইয়া বালকবালিকাদিগের আনন্দবর্দ্ধন করিবে।

বর্ত্তমান সংগ্রহের কতকগুলি উপকথা ও গল্প ইতঃপূর্ব্বে 'মুকুল' নামক শিশুপাঠ্য মাসিকে প্রকাশিত হইয়াছিল।

যাহাদের মিষ্ট দৌরাত্ম্যে

গৃহের শান্তি যায়,

কিন্তু অশান্ত হৃদয়

শান্তি পায়,

তাহাদের

কর-কমলে

উপহার

দিলাম।

সূচী।



আষাঢ়ে গল্প।

পাথরভাঙ্গা কুলী।

জাপানে এক জন গরীব কুলী পথে বসিয়া পাথর ভাঙ্গিত। সকাল নাই, দ্বিপ্রহর নাই, সন্ধ্যা নাই, সে পাথর ভাঙ্গিত; তাহার হাতুড়ীর "টঙ্গাস্—টঙ্গাস্—টং" শব্দ সর্ব্বদাই শুনিতে পাওয়া যাইত। সে সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া যাহা পাইত, তাহাতে সুখে সংসার চলে না। কাযেই সে রাত্রি থাকিতে উঠিয়া পাথর ভাঙ্গিতে যাইত। একদিন পাথরভাঙ্গা কুলী ক্ষুধায়, তৃষ্ণায়, শ্রমে কাতর হইয়া পথের ধারে বসিয়া ভাবিতেছিল, "হায় রে! আমার যদি টাকা হয়, তাহা হইলে পেট ভরিয়া খাই, এবং অনেক বেলা পর্য্যন্ত ঘুমাই। শুনিতে পাই, পেট পুরিয়া খায়, এবং সর্ব্বদাই আমোদআহ্লাদে থাকে, এমন লোকও না কি জগতে আছে। বড়লোক হইতে পারিলে আমি আমার বাড়ীর দ্বারের সম্মুখে পুরু গদীর উপর আরামে শুইয়া থাকি; কোমল রেশমী কাপড়ে আমার গা ঢাকা থাকে; আর প্রতি পনর মিনিট অন্তর এক জন চাকর আসিয়া আমাকে জাগাইয়া জানাইয়া যায় যে, আমার কোনও কাযই নাই, আমি নিশ্চিন্তমনে ঘুমাইতে পারি।"

এক জন দেবদূত সেই সময় সেই স্থান দিয়া যাইতেছিল। সে কুলীর মনের ভাব জানিয়া হাসিয়া বলিল, "আচ্ছা, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।"

সহসা পাথরভাঙ্গা কুলী দেখিল, সে বড়লোক হইয়াছে, এবং কোমল রেশমী পোষাক পরিয়া আপনার প্রাসাদতুল্য বাড়ীর দ্বারে খুব পুরু গদীর উপর বসিয়া আছে। সে আর ক্ষুধিত, তৃষিত বা পরিশ্রান্ত নহে। সে বড়ই আহ্লাদিত হইল। কিন্তু আধ ঘণ্টা যাইতে না যাইতে সে দেখিল, তাহার গৃহের সম্মুখ দিয়া মিকাডো যাইতেছেন। মিকাডো জাপানের সম্রাট্। সে দেশে তাঁহার মত বড়-লোক কেহ নাই। মিকাডোর আগে আগে কত লোক ছুটিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে কত লোক আসিতেছে। জাঁক-জমক ধুমধামে সহর কাঁপিয়া উঠি-তেছে। পশ্চাতে অগণ্য সৈন্য। সঙ্গে সঙ্গে হস্তীর পৃষ্ঠে সোনার হাওদায় রাজপুত্রগণ যাইতেছেন। বাদ্যধ্বনিতে রাস্তায় কাণ পাতা যায় না।



কুলী বসিয়া আছে।

মিকাডোর তান্‌জাম সুবর্ণ-নির্ম্মিত; তাহাতে কত বহুমূল্য পাথর বসান; সেই তান্‌জামে পালকের কোমল গদীতে মিকাডো বসিয়া আছেন। মিকাডোর মন্ত্রী প্রভুর মাথার উপর ছাতি ধরিয়াছেন। সে ছাতির ধারে ছোট ছোট সোনার ঘণ্টা; নড়িতে চড়িতে অতি মিষ্ট বাজিতেছে।

পাথরভাঙ্গা কুলী এখন বড়লোক। মিকাডোকে দেখিয়া তাহার ঈর্ষ্যা হইল। সে মনে মনে বলিতে লাগিল,—"এখন আমার অবস্থার উন্নতি হইয়াছে বটে, কিন্তু এই সামান্য উন্নতিতে কি আমি সুখী হইতে পারি? হায়! আমি কেন মিকাডো হইলাম না? মিকাডো হইতে পারিলে আমি এইরূপ জাঁকজমক করিয়া সহরের রাস্তায় ভ্রমণ করিতে

পারিতাম। আমি সুবর্ণ-নির্ম্মিত, বহুমূল্য-প্রস্তর-শোভিত তান্‌জামে বেড়াইতাম। আর আমার প্রধান মন্ত্রী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘণ্টায় শোভিত ছত্র ধরিয়া আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিত। আমি সেই ছাতির ছায়ায় সুখে বসিয়া থাকিতাম। আমার আর এক জন মন্ত্রী ময়ূরপুচ্ছের পাখা লইয়া আমাকে বাতাস করিত। হায় রে,—কেন মিকাডো হইলাম না!"

দেবদূত বলিল,—"আচ্ছা, তাহাই হউক।"

মুহূর্ত্তমধ্যে সে দেখিল, সে সুবর্ণ-নির্ম্মিত, বহুমূল্য-প্রস্তর-খচিত তান্‌জামে কোমল পালকের গদীতে বসিয়া আছে। তাহার মন্ত্রী, সৈন্য ও ক্রীতদাসগণ তাহাকে ঘিরিয়া রহিয়াছে। তাহারা জাপানী ভাষায় তাহাকে বলিতেছে,—"হে মিকাডো! তুমি সূর্য্যের অপেক্ষাও প্রবলপ্রতাপ; তুমি অনন্তকালব্যাপী; তুমি অজেয়। হৃদয় যাহা কিছুর ধারণা করিতে পারে, তুমি তাহাই। ন্যায় তোমার ইচ্ছার অধীন; বিধাতা তোমার আজ্ঞা পালন করেন।"

পাথরভাঙ্গা কুলী মনে করিল, "ইহারাই আমাকে চিনিয়াছে।"

পদবৃদ্ধিতে নূতন মিকাডোর মাথা ঘুরিয়া গেল। সে ভাবিতে লাগিল, স্বর্গে মর্ত্ত্যে যে যেখানে আছে, সকলেই তাহার আজ্ঞা মানিয়া চলিবে। নূতন মিকাডো কেবল মানুষকে হুকুম করিয়া ক্ষান্ত হয় না; সে বায়ু, অগ্নি, চন্দ্র, সূর্য্য সকলেরই উপর হুকুম চালাইতে চাহে।

পাথরভাঙ্গা কুলী মিকাডো হইবার পর কয় দিন সূর্য্যের উত্তাপ বড়ই প্রখর বোধ হইল। রৌদ্রতাপে মিকাডোর সহর-ভ্রমণের বড় অসুবিধা হইতে লাগিল। ইহাতে মিকাডো সূর্য্যের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। একদিন সে ছত্রধারী মন্ত্রীকে বলিল,—"সূর্য্যকে জানাও যে, আমি তাহার ব্যবহারে বিরক্ত হইয়াছি। তাহার আবদারের বাড়াবাড়িতে আমি অসন্তুষ্ট। তাহাকে বল, জাপানের সম্রাট্ তাহাকে অস্ত যাইতে আদেশ করিতেছেন। যাও তাহাকে এ কথা জানাইয়া আইস।"

মন্ত্রী আর এক জনের হস্তে ছত্রটি দিয়া সূর্য্যকে মিকাডোর আদেশ জানাইতে গমন করিলেন।

অল্পক্ষণ পরেই মন্ত্রী ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার মুখ দেখিয়া বোধ হইল, তিনি বড় ভয় পাইয়াছেন। তিনি মিকাডোকে বলিলেন, "হে সম্রাট্, দেবের ও মানবগণের প্রভু!

বড় আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়াছে। সূর্য্য এমনই ভাব দেখাইতেছে, যেন সে আমার কথা শুনি-তেই পায় নাই। সে ভয়ানক রৌদ্র দিতেছে।"

সম্রাট বলিলেন, "তাহাকে উপযুক্ত শাস্তি দাও।"

মন্ত্রী বলিলেন, "প্রভু, অবাধ্যতার জন্য সূর্য্যের শাস্তিভোগ করা উচিত; কিন্তু শাস্তি দিবার জন্য আমি কেমন করিয়া তাহাকে ধরিব?"

মিকাডো বলিলেন, "কেন, আমি কি দেবতাদিগেরও সমান নহি?"

মন্ত্রী বলিলেন, "আপনি তাহাদের অপেক্ষা বড়।"

মিকাডো বলিলেন, "তোমরা আমাকে বলিয়াছ যে, আমার পক্ষে কিছুই অসম্ভব নহে। হয় তোমরা মিথ্যা কথা বলিয়াছ, নয় ত তুমি ভাল করিয়া আমার আজ্ঞা পালন কর নাই। তুমি যদি পাঁচ মিনিটের মধ্যে সূর্য্যকে নিবাইয়া আসিতে পার, ভাল; নহিলে তোমার মাথা কাটা যাইবে। যাও।"

মন্ত্রী সেই যে গেলেন, আর ফিরিলেন না।

পাথরভাঙ্গা কুলী ত চটিয়াই লাল! সে আপনা-আপনি বলিতে লাগিল, "যদি একটা সামান্য গ্রহের খেয়াল অনুসারেই চলিতে হয়, তবে আর রাজা হইয়া লাভ কি? দেখিতেছি, সূর্য্য আমার অপেক্ষা ক্ষমতাবান্! হায়, আমি কেন সূর্য্য হইলাম না?"

দেবদূত বলিল, "আচ্ছা, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।"

তাহার পরেই সেই পাথরভাঙ্গা কুলী সূর্য্য হইয়া আকাশ হইতে প্রখর কিরণ বর্ষণ করিতে লাগিল। গাছপালা শুকাইতে লাগিল; ঝরণার জল শুকাইয়া উঠিল; সম্রাট্ হইতে পাথরভাঙ্গা কুলী পর্য্যন্ত সকলেই ঘামের জ্বালায় ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল। কিন্তু এই সময় সূর্য্য ও পৃথিবীর মধ্যে একদিন একখানা মেঘ আসিয়া পড়িল। মেঘ সূর্য্যকে বলিল, "ওহে থাম—থাম! এ দিকে আর রৌদ্র ছড়াইতে পারিবে না।"

তখন নূতন সূর্য্যের বড় রাগ হইল। সে আপনা-আপনি বলিল, "এ কি! একটা সামান্য বাষ্পময়, দেহহীন মেঘ আমাকে এইরূপে সম্বোধন করে! হায়, হায়! দেখিতেছি, আমার অপেক্ষা মেঘেরও ক্ষমতা অধিক। যদি আমি মেঘ না হইতে পারি, তবে ঈর্ষ্যায় ফাটিয়া মরিব।"

দেবদূত তাহার কার্য্য লক্ষ্য করিতেছিল। সে বলিল, "সে কি! এত সামান্য কারণে ফাটিয়া মরিবে কেন? যখন ইচ্ছা হইয়াছে, তখন মেঘ হও।"

পাথরভাঙ্গা কুলী মেঘ হইয়া সূর্য্য ও পৃথিবীর মধ্যে রহিল। সে এত বৃষ্টি করিতে লাগিল যে, আর কখনও তেমন বৃষ্টি হয় নাই। পাথরভাঙ্গা কুলী ক্রমাগত জল ঢালিতে লাগিল; মাটী ভিজিয়া কাদা হইয়া গেল। কিছু ক্ষণ এইরূপ বৃষ্টি হইলে নদীতে বান ডাকিল; সাগরে সাগরে মিশিয়া গেল; আর জলস্তম্ভ উঠিয়া ভূমির উপর বাড়ীঘর, গাছপালা নষ্ট করিতে লাগিল।

কিন্তু এই ভীষণ ঝড়বৃষ্টিতেও একটা পাহাড়ের কিছু হইল না। সে অটল রহিল। ফেনময় জলরাশি বৃথা তাহার অঙ্গে আঘাত করিতে লাগিল; জলস্তম্ভ সকল তাহার পদতলে ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল; বজ্রাঘাতে তাহার একখানি পাথরও নড়িল না।

মেঘরূপী পাথরভাঙ্গা কুলী আপনা-আপনি বলিল, "আমার যথাসাধ্য বিক্রম প্রকাশ করিলাম, তথাপি এই পাহাড়টা আমাকে গ্রাহ্যই করিল না! হায়, অবশেষে পাহাড়কেও হিংসা করিতে হইল!"



সে ঠক্ ঠক্ শব্দ শুনিল।

তখন দেবদূত বলিল, "আচ্ছা, তুমি উহার স্থান অধিকার কর। দেখা যাউক, তাহাতে সন্তুষ্ট হও কি না।"

মেঘরূপী পাথরভাঙ্গা কুলী পাহাড়ে পরিণত হইল। অটল অচল হইয়া সে সূর্য্যের প্রখর কিরণ, বজ্রের আঘাত, ঝড়ের বেগ, সকলই সহ্য করিতে লাগিল। যেন সে পৃথিবীর রাজা। কিন্তু সহসা সে তাহার পাদদেশে কি একটা ঠক্ ঠক্ শব্দ শুনিতে পাইল। সে চাহিয়া দেখিল, পূর্ব্বে সে যেরূপ

কাপড় পরিত, সেইরূপ মলিনবস্ত্রধারী, টাক মাথায় একটা হতভাগা পাথরভাঙ্গা কুলী একটা হাতুড়ী দিয়া তাহার গাত্র হইতে পাথর ভাঙ্গিতেছে। সেই পাথরে রাস্তা মেরামত হইবে।

গর্ব্বিত পাহাড় উচ্চৈঃস্বরে বলিল,—"এ কি ব্যাপার? একটা হতভাগা, দরিদ্র মানুষ আমাকে খণ্ড খণ্ড করিতেছে, আর আমি আত্মরক্ষা করিতে পারিতেছি না! ইহার অপেক্ষা অপমান আর কি আছে? হায়, আমাকে কি না ইহাকেও হিংসা করিতে হইল!"

দেবদূত হাসিয়া বলিল, "তবে উহার স্থান অধিকার কর।"

তখন সেই অসন্তুষ্ট কুলী যাহা ছিল, আবার তাহাই হইল। আবার সে বৎসরের সকল ঋতুতে সকল সময়ে রাস্তায় বসিয়া কায করিতে লাগিল। ঝড়ই হউক, আর বৃষ্টিই হউক, আর কাঠ-ফাটা রৌদ্রই হউক, সে সমস্ত দিন কায করিত। হাতুড়ীর সেই "টঙ্গাস্,—টঙ্গাস্,—টং" শব্দ আবার চলিল। আবার সে ক্ষুধায় ও শ্রমে অবসন্ন হইতে লাগিল। কিন্তু এবার সে আপনার অবস্থায় সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট রহিল।



আবু করিমের চটিজুতা।

বোগদাদ সহরে আবু করিম নামে এক বণিক বাস করিত। সে অতিশয় কৃপণ ছিল। সে এমনই কৃপণ যে, তাহার শরীরের একখানি হাড় খুলিয়া লও, সে দিতে পারে, কিন্তু একটি পয়সা সহজে দিতে পারে না। অর্থ তাহার প্রাণের অপেক্ষা প্রিয়। লোকে বলিত, আবু করিমের অনেক টাকা আছে। কিন্তু বাহিরে তাহার এমনই হাল ছিল যে, দেখিয়া কেহ তাহা বুঝিতে পারিত না। তাহার মস্তকে তৈল নাই; বস্ত্র ছিন্ন। আবার যেমন তাহার পোষাক পরিচ্ছদ, তেমনই জুতাযোড়াটি। সে চটি জুতা যে আবু কবে কিনিয়াছে, তাহা কেহ বলিতে পারে না; তবে যে, লোকে দশ বৎসর তাহার পায়ে সেই জুতা যোড়াটি দেখিতেছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এই দশ বৎসরে জুতা যোড়াটি কতবার যে মুচীর বাড়ী গিয়াছে, তাহা বলা যায় না। তালির উপর তালি; জুতা যোড়াটার সর্ব্বাঙ্গেই তালি! শেষে এমনই দাঁড়াইয়াছে যে, কতটা জুতা আর কতটা তালি, তাহা আর সহজে স্থির করা যায় না। যত দিন সূতা দিয়া শেলাই চলে, মুচীরা ততদিন শেলাই করিয়াছে। শেষে আর শেলাই চলে না, বড় বড় গজাল দিয়া চামড়াগুলি জুড়িয়া রাখিতে হইয়াছে। এইরূপে সেই অপূর্ব্ব চটিজুতা যোড়াটি এক অদ্ভুত ব্যাপারে দাঁড়াইয়াছে। সে জুতা যোড়াটি ওজনে প্রায় আড়াই সের তিন সের হইবে। সেই অদ্ভুত জুতা বোগদাদ সহরে প্রসিদ্ধ। সহরের ছেলে বুড়া সকলেই জানে। পাঁচ জন একত্র হইলেই হাসি তামাসার সময় আবু করিমের চটিজুতার উল্লেখ হয়। লোকে কোন ভারি জিনিষ তুলিবার সময় বলে,—"বাপ রে! যেন আবু করিমের চটিজুতা!"

আবু করিমের অদৃষ্ট ভাল। তাহার ভাগ্যে বাণিজ্যে প্রায়ই বড় বড় দাঁও জুটিয়া

যাইত। একবার দাঁও পাইয়া আবু করিম অনেক টাকার স্ফটিক কিনিল। মুসলমানেরা স্ফটিক দিয়া মালা করে, এবং অন্যান্য কাযে স্ফটিকের ব্যবহার আছে। স্ফটিকের বাণিজ্যে অনেক লাভ হয়। সস্তা দরে স্ফটিক কিনিয়া আবু করিমের মহা আনন্দ। আবার কিছু দিন যাইতে না যাইতেই তাহার ভাগ্যে আর এক দাঁও জুটিয়া গেল। এক জন বণিক দায়ে পড়িয়া অর্দ্ধেক মূল্যে অনেক টাকার আতর বিক্রয় করিতেছে শুনিয়া আবু করিম সেই সমুদয় আতর কিনিয়া ফেলিল। সে হিসাব করিয়া দেখিল, তাহাতে তাহার অনেক টাকা লাভ হইবে। লোকে মনে করিতে পারে, আবু করিম কাহার জন্য এত টাকা উপার্জ্জন করে? সে নিজে ত ভাল করিয়া পেটে খায় না, তবে বুঝি তাহার অনেকগুলি ছেলেপিলে আছে; তাহাদের জন্য টাকা রাখিতেছে? তাহা নহে। আবু করিমের কেহই নাই। তবে আবু করিম এত কষ্ট করিয়া কেন টাকা জমায়? আমরা এ কথার উত্তর দিতে পারিলাম না। আবু করিম ত আর নাই যে, জিজ্ঞাসা করিয়া বলিব; তবে আবু করিমের মত নিঃসন্তান কৃপণ এ দেশে অনেক আছে, তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে।

সে যাহা হউক, বোগদাদ সহরে গুজব উঠিল, আবু করিম বড় দাঁও মারিয়াছে, স্ফটিক ও আতর বিক্রয় করিয়া অনেক হাজার টাকা লাভ করিবে। তখন পথে ঘাটে লোকে করিমকে ধরিতে লাগিল; বলে, "করিম মিঞা! এত বড় দাঁও পাইলে, বন্ধুদিগকে একদিন খাওয়াও।" করিম সে কথায় কাণ দেয় না; হাসিয়া উড়াইয়া দেয়। বলে, "কোথায় দাঁও? কিছুই নহে।" তবে করিম একটা কায করিল। সে অনেক দিন স্নান করে নাই, এই দাঁওটা পাইয়া ভাবিল, প্রকাশ্য স্নানাগারে যাইয়া এক আনা ব্যয় করিয়া স্নান করিয়া আসিবে। তুরস্ক দেশে সাধারণের জন্য অনেক স্নানাগার আছে, তাহাকে 'টার্কিশ বাথ' বলে। সেখানে কেহ স্নান করিতে গেলে ভাল করিয়া তাহার গা টিপিয়া গরম জলে স্নান করাইয়া দেয়। আবুকরিম চটি যোড়াটি পায়ে দিয়া খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া স্নানাগারে যাইতেছে, এমন সময় পথে এক বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ হইল। বন্ধু বলিলেন,—"করিম মিঞা! এ জুতা যোড়াটা আর পায়ে দেওয়া ভাল দেখায় না। জুতার গজালের জ্বালায় ত খোঁড়াইয়া চলিতেছেন। জুতার অপেক্ষা কি পা মূল্যবান্ নহে? এক যোড়া নূতন জুতা কিনুন।" করিম হাসিয়া বলিল, "অপব্যয় করা ভাল নহে। এ যোড়াটা এখনও অনেক দিন যাইবে।"

স্নানাগারে আসিয়া আবু করিম জুতাযোড়াটি দ্বারে রাখিয়া স্নানের ঘরে প্রবেশ করিল।

স্নানের পর বাহিরে আসিয়া করিম দেখিল, যে স্থানে তাহার জুতা যোড়াটি ছিল, সে স্থানে এক যোড়া সুন্দর নূতন জুতা রহিয়াছে। করিম মনে করিল, এ নিশ্চয়ই সেই বন্ধুর কায। সে ভাবিল, "ভালই। বিনা ব্যয়ে এক যোড়া নূতন জুতা পাওয়া গেল। বেশ ত!" সে নূতন জুতা যোড়াটি পায়ে দিয়া ঘরে গেল।

এ দিকে এক বিপদ উপস্থিত। সে জুতা যোড়াটি বোগদাদ সহরের এক জন ধনীর। তিনি স্নান করিতে আসিলে তাঁহার ভৃত্য আবু করিমের ছেঁড়া জুতা যোড়াটি ঘৃণায় দূরে ফেলিয়া দিয়া সেই স্থানে তাহার প্রভুর জুতা রাখিয়াছিল। বেচারা আবু করিম জুতা চুরির অপরাধে ধৃত হইল। সে আপনাকে নিরপরাধ প্রমাণিত করিবার জন্য অনেক কথা বলিল; কিন্তু কাজী (বিচারক) তাহার কোন কথাই বিশ্বাস করিলেন না। বিচারে তাহার জরিমানা হইল। কাজীর পেয়াদা তাহার নিকট হইতে সেই নূতন জুতাযোড়াটি কাড়িয়া লইল ও তাহার পুরাতন জুতা তাহাকে দিল।



তাহারা জাল তুলিয়া দেখে, আবু করিমের চটি জুতা!

জরিমানা দিয়া গৃহে ফিরিয়া আবু করিম মনে করিল, —"এই লক্ষ্মীছাড়া জুতা যোড়ার জন্য আমার জরিমানা হইল, অতএব এ জুতা আর রাখিব না।" এই ভাবিয়া আবু সেই জুতা যোড়াটা আপনার গৃহের নিম্নে প্রবাহিত টাইগ্রীস নদীর জলে নিক্ষেপ করিল। আবু করিমের চটিজুতা তিন সের ভারি। যেই জলে পড়া, অমনিই

পাথরের মত ডুবিয়া গেল। পরদিন জেলেরা মাছ ধরিতে আসিয়া সেই ঘাটে যেই জাল ফেলিল, অমনিই জালটা খুব ভারি বোধ হইল। একে আবু করিমের চটিজুতা, তাহাতে এক দিন এক রাত্রি জলে ভিজিয়াছে। জেলেরা মনে করিল, জালে বড় মাছ পড়িয়াছে। তাহারা জাল তুলিয়া দেখে, আবু করিমের চটিজুতা! যে জাল টানিতেছিল, সে বলিয়া উঠিল, "ওরে ভাই, এ যে আবু করিমের সেই চটিযোড়াটা! লক্ষ্মীছাড়ার জুতা ফেলিবার আর জায়গা ছিল না? দেখ্ দেখি, গজাল লাগিয়া জালটা কি রকম ছিঁড়িয়া গেল!" দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল, "দে, —জুতা যোড়াটা ওই হতভাগার বাড়ীতে ছুড়িয়া ফেলিয়া দে।" জেলেরা করিমের জানালা দিয়া সজোরে জুতা দুইখানা তাহার ঘরে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল। জুতা দুই পাটি ঘরে স্ফটিক ও আতরের বোতলের উপর পড়িল; অনেক টাকার স্ফটিক ও আতর নষ্ট হইয়া গেল।

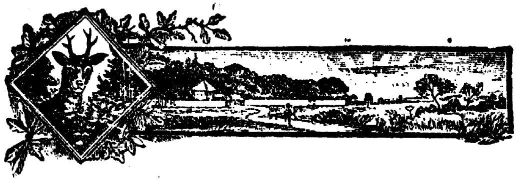
আবু করিম ঘরে আসিয়া দেখিল, সর্ব্বনাশ হইয়াছে। সে শিরে করাঘাত করিয়া বসিয়া পড়িল। সে ভাবিল, "অতঃপর এই জুতা যোড়াটাকে মাটীতে পুতিয়া ফেলিব, উপরে রাখিলে নিস্তার নাই।" সে এই ভাবিয়া গর্ত্ত খুঁড়িয়া জুতা পুতিতে গেল। এ দিকে এক জন প্রতিবেশী সহরের শাসনকর্ত্তাকে সংবাদ দিল, "আবু করিম নিশ্চয় গুপ্তধন পাই-য়াছে; মাটি খুঁড়িয়া পুতিয়া রাখিতেছে।" শাসনকর্ত্তা করিমকে ধরিয়া অনেক নিগ্রহ করিলেন। আবু ধন পায় নাই, বেচারা ধন দেখাইবে কোথা হইতে? সে জুতা যোড়া তুলিয়া দেখাইল। কিন্তু তাহার কথায় কাজীর বিশ্বাস হইল না; তিনি করিমের জরি-মানা করিয়া কিছু টাকা আদায় করিলেন।

করিম জুতা যোড়া হাতে করিয়া আদালতের বাহিরে আসিয়া বলিল, "এ জুতা আমি আর স্পর্শ করিব না; দেখিব না।" এই বলিয়া রাগ করিয়া সে জুতা যোড়া ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল। সে জোড়া কাজী সাহেবের চৌবাচ্চায় পড়িল। সেই চৌবাচ্চা হইতে কাজী সাহেবের বাড়ী জল যাইত। চৌবাচ্চার নল দিয়া পূর্ব্ব হইতেই ভালরূপ জল যাইত না; সামান্য যে একটু জল যাইত, তাহাও নলের মুখে জুতা পড়াতে বন্ধ হইয়া গেল। কাজীর বাড়ীতে আর জল যায় না। শেষে কারণ অনুসন্ধান করিয়া দেখা গেল, করিমের জুতাই যত অনর্থের মূল। এই কথা কাজীসাহেবের কর্ণগোচর হইলে তিনি ভাবিলেন, তাঁহার উপর রাগ করিয়াই আবু করিম এ কায করিয়াছে। আবার আবুর জরিমানা হইল ও তাহার চটিজুতা তাহাকে ফিরাইয়া দেওয়া হইল।

আবু করিম এবার স্থির করিল, জুতা যোড়াটা পুড়াইয়া ভস্ম করিয়া ফেলিবে। কিন্তু পুড়াইবার পূর্ব্বে শুকান আবশ্যক, নহিলে অধিক কাঠ লাগিবে। সে জুতা যোড়াটা আপনার গৃহের ছাদের উপর রৌদ্রে শুকাইতে দিল। এমনই ঘটনা, একটা কুকুরের ছানা সেই ছাদে আসিয়া সেই জুতা লইয়া খেলা করিতে করিতে ছাদ হইতে নিম্নে রাস্তায় ফেলিয়া দিল। সেই সময় সেই রাস্তা দিয়া একটি শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া এক জন স্ত্রীলোক যাইতেছিল। একখানা জুতা তাহার মাথায় পড়িল, মাথা ফাটিতে ফাটিতে রহিয়া গেল। বেচারা আবু করিম আবার মোকর্দ্দমায় পড়িল। কাজী তাহার চটিজুতার উপদ্রবে এমনই বিরক্ত হইয়াছিলেন যে, এবার তাহাকে কারাগারে পাঠাইলেন। দণ্ডাজ্ঞা শুনিয়া আবু করিম করজোড়ে বলিল, "হে ন্যায়নিষ্ঠ বিচারক, আমি কারাগারে যাইতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু আমার একটি প্রার্থনা আছে; এই চটিযোড়াটির জন্য আমার অনেক নিগ্রহ হইয়াছে। ভয় হইতেছে, এটা কাছে থাকিলে আরও কি বিপদ ঘটিবে। অতএব এই চটিযোড়াটার একটা গতি করুন।" কাজী হাসিয়া আদালতের এক জন পেয়াদাকে জুতা যোড়াটা ফেলিয়া দিতে আদেশ করিলেন। করিম প্রসন্নচিত্তে কারাগারে গেল।



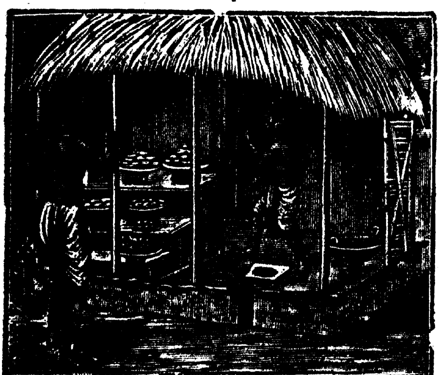
এই চটি যোড়াটার একটা গতি করুন।



দুষ্টবুদ্ধির সাজা।

কোন গ্রামে এক ব্রাহ্মণ ছিল। তাহার যেমন দুষ্টবুদ্ধি যোগাইত, সে গ্রামে আর কাহারও তেমন যোগাইত না। আপনার দুষ্টবুদ্ধির প্রভাবে ব্রাহ্মণ কিছু অর্থসঞ্চয় করিয়াছিল। কিন্তু সে বড়ই অলস। কাযেই কিছু দিন বাবুর মত খাইয়া পরিয়া যখন সঞ্চিত অর্থ ফুরাইয়া গেল, তখন অলস ব্রাহ্মণ বড়ই বিপদে পড়িল। দিনকতক কষ্টে সংসার চলিল; ক্রমে ছেলে মেয়েদের কষ্ট আর সহিতে না পারিয়া ব্রাহ্মণ মনে করিল, "আচ্ছা, আমার যে এত দুষ্টবুদ্ধি আছে, তাহারই বলে আবার কেন কিছু অর্থসঞ্চয় করিয়া লই না!"

এই ভাবিয়া পরদিন সকালে ব্রাহ্মণ গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। গ্রাম ছাড়াইয়া ব্রাহ্মণ এক মাঠে পড়িল। তখন রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে। ব্রাহ্মণ ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায় কাতর হইয়া পড়িল। ঘামিতে ঘামিতে পথশ্রান্ত কাতর ব্রাহ্মণ মাঠ ছাড়াইয়া একটা বাজারে উপস্থিত হইল। সেখানে সে একটা ময়রার দোকানে বসিয়া গল্প জমাইয়া তুলিল। বেলা হইল দেখিয়া ময়রা বলিল, "দাদাঠাকুর, আমি স্নান করিয়া আসি।" এই বলিয়া সে অদূরে নদীর ঘাটে স্নান করিতে গেল। তাহার এক অল্পবয়স্ক পুত্র দোকানে রহিল। ময়রা চলিয়া গেলে ব্রাহ্মণ থালা হইতে টপাটপ সন্দেশ খাইতে আরম্ভ করিল। ময়রার ছেলে বলিল, "কর কি ঠাকুর?" ব্রাহ্মণ বলিল, "তুই ছেলেমানুষ, জানিস না। তোর বাপকে জিজ্ঞাসা করিয়া আয়।" সে



ব্রাহ্মণ টপাটপ্ সন্দেশ খাইতে লাগিল।

জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার নাম কি ? বাবাকে কি বলিব ?" ব্রাহ্মণ বলিল, "আমার নাম কাক।" ময়রার ছেলে বাপকে বলিতে গেল, এই অবসরে ব্রাহ্মণ তাহার বাক্স হইতে একটা তোড়া তুলিয়া কোমরে গুঁজিয়া চলিয়া গেল। তোড়ায় ময়রার যথাসর্ব্বস্ব—এক শত টাকা ছিল। কাকে সন্দেশ খাইতেছে শুনিয়া ময়রা ছেলেকে বলিল, "এমন বোকা ত দেখিনি! যা, যাইয়া কাক তাড়াইয়া দিগে।" কাক তাড়াইতে আসিয়া ময়রার ছেলে দেখিল, ব্রাহ্মণ চলিয়া গিয়াছে!

এ দিকে ব্রাহ্মণ তোড়া হইতে টাকা ঢালিয়া কোঁচার কাপড়ে বাঁধিয়া চলিতে লাগিল। ক্রমে বাজার ছাড়াইয়া, গ্রাম ছাড়াইয়া সে একটা বনে উপস্থিত হইল। অন্ধকার বন; সে বনে জনমানব নাই। ব্রাহ্মণ বনের পথ দিয়া চলিতে লাগিল। সহসা একটা বন্য শূকর সেই পথে আসিল। ভীত ব্রাহ্মণ একটা বড় গাছের আড়ালে দাঁড়াইল। কিন্তু শূকরটা তাহাকে দেখিতে পাইয়া তাড়া করিয়া গেল। শূকরটা যেমন গাছ ঘুরিয়া আসিবে, ব্রাহ্মণ অমনই ঘুরিয়া আসিয়া তাহার লেজ ধরিল। ব্রাহ্মণ বুঝিল, লেজটা ছাড়িলেই তাহার নিশ্চিত মরণ; কাজেই সে শক্ত করিয়া শূকরের লেজ ধরিল। তখন সেই গাছটার চারি দিকে শূকরও ঘুরিতে লাগিল, ব্রাহ্মণও ঘুরিতে লাগিল।

শূকরের সঙ্গে ঘুরিতে ঘুরিতে ব্রাহ্মণের কাপড় হইতে কয়টা টাকা পড়িয়া গেল। কিছু ক্ষণ এইরূপে ঘুরিতে ঘুরিতে পথে ঘোড়ার পদশব্দ শুনিয়া ব্রাহ্মণ সেই দিকে ফিরিয়া চাহিল। এক জন সিপাহী ঘোড়ায় চড়িয়া সেই স্থান দিয়া যাইতেছিল। ব্যাপার দেখিয়া সে ঘোড়া থামাইয়া ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিল, "ঠাকুর, এ কি ?" ব্রাহ্মণ বলিল, "তাহা শুনিয়া তোমার কি হইবে ?" সিপাহী বলিল, "বলই না!" দুষ্টবুদ্ধি ব্রাহ্মণের মাথায় একটা ফন্দী আসিল, সে বলিল, "সিপাহী! এই শূকরটা প্রতি রাত্রে এই গাছতলায় শুইয়া থাকে। আমি সকালে আসিয়া এমনই করিয়া ইহার লেজ ধরিয়া ঘুরি, আর শূকরটা টাকা বমন করে। এইরূপে প্রতিদিন ১৫০৲ টাকা পাই। আজ ১০০৲ টাকা পাইয়াছি, সন্ধ্যার মধ্যে আরও ৫০৲ টাকা পাইব।" সিপাহী বিস্মিত হইয়া বলিল, "সত্য নাকি ?" যে কয়টা টাকা কাপড় হইতে পড়িয়া গিয়াছিল, সেই কয়টা দেখাইয়া ব্রাহ্মণ বলিল, "ঐ দেখ। আর টাকা আমি কুড়াইয়া কাপড়ে বাঁধিয়াছি।" সিপাহী বলিল, "তুমি আমার ঘোড়াটা লও; আমাকে শূকরটা দাও। এখন হইতে প্রত্যহ আমিই শূকরের লেজ ধরিয়া ঘুরিব।" ব্রাহ্মণ ভাবিল,

সে এক কথায় সম্মত হইলে সিপাহীর মনে অবিশ্বাস জন্মিতে পারে। সে কৃত্রিম অসম্মতি জানাইয়া বলিল, "দোহাই তোমার! তাহা আমি পারিব না। আমার শুভশূকর আমি ছাড়িব না।" সিপাহী বলিল, "তুমি যে এক শত টাকা পাইয়াছ, তাহা লইয়া যাও। আর আমার ঘোড়াটা লও।" ব্রাহ্মণ পুনরায় বলিল, "না, তাহা হইবে না।" তখন সিপাহী বলিল, "এ বনে তুমি ও আমি ছাড়া অন্য কেহ নাই। তুমি দুর্ব্বল; আমার সহিত জোরে পারিবে না। আমি যদি তোমাকে খুন করি, কে দেখিবে? এখনও সম্মত হও।" সিপাহী তাহার তীক্ষ্ণধার তরবারি বাহির করিল। ব্রাহ্মণ মনে মনে হাসিল। মুখে একান্ত দুঃখের ভাব দেখাইয়া সে বলিল, "কি করি বল! তোমার সহিত ত আর জোরে পারিব না! প্রাণ যাইবার অপেক্ষা শূকরটা যাওয়া ভাল। তুমি আসিয়া শক্ত করিয়া শূকরের লেজ ধর।" তখন একটা গাছের ডালে ঘোড়ার লাগামটা বাধাইয়া সিপাহী আসিয়া শূকরের লেজ ধরিয়া ঘুরিতে লাগিল। তাহার পশ্চাতে ঘুরিয়া ব্রাহ্মণ ক্ষিপ্রহস্তে মাটী হইতে টাকা কয়টা কুড়াইয়া কাপড়ে বাঁধিল; তাহার পর সিপাহীর ঘোড়ায় চড়িয়া চলিয়া গেল।

ঘোড়ায় চড়িয়া ব্রাহ্মণ যখন বন ছাড়াইয়া চলিয়া গেল, তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে। কিছু দূর যাইয়া ব্রাহ্মণ এক গ্রামে উপস্থিত হইল। রাত্রি হইল দেখিয়া ব্রাহ্মণ এক গৃহস্থের গৃহে অতিথি হইল। বাটীর কর্ত্তা ব্রাহ্মণ অতিথিকে খুব আদর যত্ন করিলেন। তাঁহার এক জন চাকর বাহিরের একখানা চালা ঘরে ঘোড়াটি বাঁধিয়া ঘাস দিয়া গেল। রাত্রিতে আহারের পর ব্রাহ্মণ বাহিরের একটা ঘরে শয়ন করিল।

বাটীর সকলে যখন ঘুমাইয়া পড়িল, তখন ব্রাহ্মণ ধীরে ধীরে শয্যাত্যাগ করিয়া বাহিরের চালা ঘরে—যেথায় ঘোড়া বাঁধা ছিল, তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। কাপড় হইতে টাকাগুলা খুলিয়া ব্রাহ্মণ সেই এক শত টাকা ঘোড়ার ঘাস চাপা দিয়া রাখিয়া গেল। টাকা রাখিয়া ঘরে ফিরিয়া ব্রাহ্মণ শয়ন করিল। সে সারা রাত্রি ঘুমাইল না। প্রভাতে যখন বুঝিতে পারিল, বাড়ীর সকলে উঠিয়াছে, তখন তাড়াতাড়ি সেই চালাঘরে গিয়া ঘোড়ার ঘাস বাছিতে আরম্ভ করিল। বাটীর কর্ত্তা সকালে বাহিরে আসিয়া অতিথিকে ঘরে দেখিতে না পাইয়া হুঁকা হাতে তামাক টানিতে টানিতে সেই চালাঘরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণকে ঘাস বাছিতে দেখিয়া তিনি বলিলেন, "এ কি ঠাকুর?" ব্রাহ্মণ উত্তর

করিল, "ঘরটা পরিষ্কার করিয়া দিতেছি।" কর্ত্তা বলিলেন, "আপনি ভদ্রলোক, অতিথি; আপনি কেন ঘর পরিষ্কার করিতেছেন? আমার চাকরেরা ঘর পরিষ্কার করিবে।" ব্রাহ্মণ তবুও শুনে না দেখিয়া তিনি তাহার কাছে গিয়া দেখিলেন, ব্রাহ্মণ ঘাসের মধ্য হইতে টাকা কুড়াইতেছে! তিনি আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, "এ কি ব্যাপার?" নিতান্ত ভীত ভাব দেখাইয়া ব্রাহ্মণ বলিল, "তা আপনি যখন দেখিয়া ফেলিয়াছেন, তখন আর লুকাইয়া ফল কি? প্রতি রাত্রে আমি ঘোড়াটাকে যে ঘাস খাইতে দিই, সকালে তাহার মধ্যে এক শত টাকা পাই।" গৃহস্থ জিজ্ঞাসা করিলেন, "সত্য নাকি?" টাকা দেখাইয়া ব্রাহ্মণ বলিল, "এই দেখুন।" তখন গৃহস্থ ধরিয়া বসিলেন, "ঘোড়াটা আমাকে দিতে হইবে।" অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া ব্রাহ্মণ বলিল, "তাও কি হয়? আমার শুভ ঘোড়া আমি ছাড়িব না।" গৃহস্থ বলিলেন, "আপনি ঐ এক শত টাকা লউন, আমি আরও দুই শত টাকা দিতেছি, ঘোড়াটা আমাকে দিন।" ব্রাহ্মণ বলিল, "তাহা হইবে না।" গৃহস্থ ভাবিলেন, "এ ঘোড়াটা থাকিলে আমি প্রভূত অর্থ লাভ করিতে পারিব। কিছু বেশী টাকা দিলেই বা ক্ষতি কি?" এই ভাবিয়া তিনি বলিলেন, "আমার জমাজমী বিক্রয় করিয়া ৫০০৲ টাকা দিতেছি, আপনি ঘোড়াটা দিন।" ব্রাহ্মণ বলিল, "তা, এ আপনার গ্রাম। এখানে আমি একক। আপনি জোর করিয়া ঘোড়াটা লইলেই বা আমি কি করিতে পারি? তবে টাকা দিন।" ব্রাহ্মণ ঘোড়াটা দিতে সম্মত হইয়াছে দেখিয়া গৃহস্থ মহা আনন্দে জমাজমী বিক্রয় করিয়া ৫০০৲ টাকা সংগ্রহ করিয়া আনিলেন। সেই ৫০০৲ টাকা ও পূর্ব্বের ১০০৲ টাকা লইয়া ব্রাহ্মণ গৃহে ফিরিয়া গেল।

এ দিকে ময়রা স্নান করিয়া আসিয়া দেখিল, ব্রাহ্মণ তাহার টাকা চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে। সে যাইয়া রাজার কাছে নালিশ করিল। সিপাহী সন্ধ্যা পর্য্যন্ত শূকর ঘুরাইয়া বুঝিল, ব্রাহ্মণ তাহাকে ঠকাইয়া গিয়াছে। সেও যাইয়া রাজার কাছে নালিশ করিল। গৃহস্থ পরদিন প্রভাতে দেখিলেন, ঘোড়ার ঘাসের মধ্যে এক পয়সাও নাই। তখন ব্রাহ্মণের জুয়াচুরী বুঝিতে পারিয়া তিনিও রাজার কাছে নালিশ করিলেন।

রাজার আদেশে কর্ম্মচারীরা ব্রাহ্মণকে ধরিয়া রাজার কাছে আনিল। রাজার বিচারে স্থির হইল, ব্রাহ্মণ ময়রাকে তাহার ১০০৲ টাকা ও গৃহস্থকে তাঁহার ৫০০৲ টাকা ফিরাইয়া

দিবে। গৃহস্থ সিপাহীকে তাহার ঘোড়াটি দিবেন। ব্রাহ্মণ যে সিপাহীকে শূকরের লেজ ধরিয়া গাছের চারি দিকে ঘুরাইয়াছিল, সেই সিপাহী তাহার কাণ ধরিয়া এক দিন সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সেই গাছের চারি দিকে ঘুরাইবে! তাহার পর তিন মাস কয়েদ থাকিয়া ব্রাহ্মণকে পথে বসিয়া খোয়া ভাঙ্গিতে হইবে।



সে পথে বসিয়া খোয়া ভাঙ্গিতে লাগিল।

অলস ব্রাহ্মণের কি বিপদই ঘটিল! সে পথে বসিয়া খোয়া ভাঙ্গে, আর ভাবে, "হায় রে, লোককে না ঠকাইয়া যদি খাটিয়া খাইতাম, তাহা হইলে আমাকে আর আজ এ যন্ত্রণা সহিতে হইত না। আমার দুষ্টবুদ্ধির উপযুক্ত সাজা হইল।"



করুণার জয়।

[১]

আমাদের দেশে বীরত্বের আদর্শ খুঁজিতে হইলে, রাজপুতানায় যাইতে হয়। দেশের জন্য, সম্মানের জন্য, স্বাধীনতার জন্য রাজপুতগণ যেমন যুদ্ধ করিয়াছিলেন, এ দেশে তেমন আর কেহ করে নাই। আবার রাজপুতদিগের ইতিহাসে চিতোরের মহারাণা প্রতাপসিংহের বীরত্বের তুলনা নাই।

দিল্লীর মুসলমান বাদশাহগণ রাজপুতদিগকে পরাজিত করিয়া তাঁহাদিগের দেশ দখল করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁহাদিগের চেষ্টা প্রথমে ব্যর্থ হইয়াছিল; শেষে সম্রাট আকবর ছলে, বলে, কৌশলে রাজপুতদিগকে অধীন করিয়া তাঁহাদিগের সহিত নানারূপ সম্বন্ধ স্থাপন করেন। কেবল চিতোরের মহারাণা প্রতাপসিংহকে তিনি জয় করিতে পারেন নাই; প্রতাপসিংহ রাজধানী ত্যাগ করিয়া অনাহারে অনিদ্রায় সপরিবারে বনে বনে পর্ব্বতে পর্ব্বতে বেড়াইয়াছিলেন, তথাপি আকবরের অধীনতা স্বীকার করেন নাই।

পর্ব্বতে পর্ব্বতে জঙ্গলে জঙ্গলে প্রতাপসিংহের সন্ধান করিয়া ও তাঁহার সেনাদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া সম্রাট আকবরের সেনাগণ যখন ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িতেছিল, তখন

আকবরের এক নূতন শত্রু জুটিল। রঘুপতি সিংহ নামক এক জন রাজপুত কতকগুলি লোক লইয়া একটি দল গঠন করিল। তাহারা সম্মুখসংগ্রামে মোগল সেনাদিগের সহিত পারিয়া উঠিত না বটে, কিন্তু সুবিধা পাইলেই তাহাদিগকে নানাপ্রকারে জ্বালাতন করিতে ছাড়িত না।

আকবর অনেক চেষ্টা করিয়াও রঘুপতিকে ধরিতে পারিলেন না। যে গ্রামে রঘুপতির গৃহ সে গ্রামে মোগল সেনার ঘাটি বসিল; এক জন সৈনিক সর্ব্বদাই রঘুপতির গৃহদ্বারে বসিয়া থাকিত,—যদি কোন দিন রঘুপতি গৃহে আসে, তবে তাহাকে গ্রেপ্তার করিবে।

রঘুপতি এ সংবাদ পাইল। সে আর গৃহে আসিত না। অন্যান্য লোকের নিকট বাড়ীর সকলের সংবাদ লইত ও তাহাদিগকে দিয়া আপনার সংবাদ পাঠাইত। সে পর্ব্বতে পর্ব্বতে, বনে বনে স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য মোগল সেনাদের যথাসম্ভব অনিষ্ট করিতে লাগিল।

এমনই ভাবে দুই তিন মাস গেল। এমন সময় রঘুপতির একমাত্র পুত্রের বড় পীড়া হইল।

[২]

লোকমুখে রঘুপতি পুত্রের পীড়ার সংবাদ পাইল; সামান্য পীড়া দু'দিনে সারিয়া যাইবে। কিন্তু রঘুপতি পুত্রকে বড় ভালবাসিত—তাহাকে দেখিতে বড় ইচ্ছা হইল। রঘুপতি মনের ইচ্ছা মনেই রাখিল।

এ দিকে রঘুপতির পুত্রের পীড়া সারিল না। সে সংবাদ পাইতে লাগিল,—পুত্র ক্রমেই দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে। এমনই অবস্থায় প্রায় এক মাস কাটিয়া গেল। শেষে রঘুপতি আর স্থির থাকিতে পারিল না—ভাবিল, "যাহা হয় হউক, আমি পুত্রকে দেখিতে যাইব।"

সেই দিন সন্ধ্যাকালে রঘুপতি ধীরে ধীরে আপনার গ্রামে প্রবেশ করিল। দূর হইতে আপনার গৃহের আলোক দেখিয়া তাহার হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠিল।

রঘুপতি আপনার গৃহদ্বারে উপনীত হইল। দ্বারেই প্রহরী বসিয়াছিল। রঘুপতিকে

দেখিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে?" রঘুপতি উত্তর দিল, "আমি রঘুপতি।" প্রহরী বলিল, "তোমাকে গ্রেপ্তার করিবার হুকুম আছে।" রঘুপতি বলিল, "আমি তাহা জানিয়াই আসিয়াছি। আমার পুত্রের বড় পীড়া; আমি একবার তাহাকে দেখিয়া আসিব। তুমি আমার কথায় বিশ্বাস কর, আমি আসিয়া ধরা দিব।"

কেন জানি না, প্রহরী তাহাকে যাইতে দিল।

রঘুপতি দ্রুতপদে গিয়া পুত্রের গৃহে প্রবেশ করিল। ঘরে মিট্ মিট্ করিয়া একটি দীপ জ্বলিতেছে, আর পীড়িত পুত্রের শিয়রে বসিয়া, তাহার মাতা তাহার মস্তকে হাত বুলাইতেছেন। সহসা পিতাকে দেখিয়া পুত্র উঠিয়া বসিল। রঘুপতি তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া তাহার মুখচুম্বন করিল।

তাহার পর পুত্রের চিকিৎসা সম্বন্ধে কয়টি কথা বলিয়া রঘুপতি আবার পুত্রের মুখ-চুম্বন করিয়া, যাইতে উদ্যত হইল।

রঘুপতির পত্নী জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন কোথায় যাইবে?"



রঘুপতি পুত্রের মুখচুম্বন করিল।

রঘুপতি বলিল, "প্রহরীকে বলিয়া আসিয়াছি যে, পুত্রকে দেখিয়া যাইয়া ধরা দিব। আমি ধরা দিতে যাইতেছি।"

রঘুপতির পত্নী বলিলেন, "তুমি পশ্চাতের দ্বার দিয়া চলিয়া যাও। বৃথা ধরা দিয়া কি হইবে? প্রহরীর নিকট ধরা দিলে, তোমাকে নিশ্চয়ই হত্যা করিবে।"

রঘুপতি স্থিরস্বরে উত্তর করিল,—"রাজপুত কখনও প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে না। মৃত্যুতে এত ভয় থাকিলে, দেশের স্বাধীনতার জন্য এত যুদ্ধ করিতে যাইতাম না। আমি প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিব।"

রঘুপতি চলিয়া গেল। রঘুপতির পত্নী অঞ্চলে চক্ষের জল মুছিলেন।

[৩]

রঘুপতি আসিয়া দেখিল, প্রহরী কাঁদিতেছে। রঘুপতি তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "আমি আসিয়াছি, আমাকে ধর।"

প্রহরী মুখ তুলিল—বলিল, "পলাও! পলাও! আমারও পুত্র আছে। আমিও গৃহে পীড়িত পুত্র রাখিয়া এই ছয় মাস এখানে আসিয়াছি। সন্তানের জন্য পিতার মন কিরূপ ব্যাকুল হয়, আমি তাহা জানি। আমি তোমাকে ধরিব না, পলাও।"

প্রহরীর কথা শুনিয়া রঘুপতির নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। কম্পিতকণ্ঠে সে বলিল, "তুমি আমাকে লৌহ-শৃঙ্খলে বন্দী করিলে না বটে, কিন্তু স্নেহে বন্দী করিলে। তোমার এ করুণার ঋণ কখনও ভুলিতে পারিব না। যদি কখনও আবশ্যক হয়, তবে এ রাজপুতকে স্মরণ করিও।"

সেই সন্ধ্যার অন্ধকারে রঘুপতি অদৃশ্য হইয়া গেল।

তখন পাহারা বদলের সময়। অপর প্রহরী আসিয়া নিকটেই দাঁড়াইয়াছিল, অন্ধকারে রঘুপতি বা প্রহরী কেহই তাহাকে লক্ষ্য করে নাই।

সে ঘাটিতে ফিরিয়া অধ্যক্ষকে সকল কথা বলিয়া দিল। কর্ত্তব্যে অবহেলার জন্য প্রহরী বন্দী হইল। সকলে আশঙ্কা করিতে লাগিল যে, প্রহরীর প্রাণদণ্ড হইবে।

[৪]

প্রহরী বন্দী হইয়াছে শুনিয়া রঘুপতি আপনি মোগল সেনার ঘাটিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। অধ্যক্ষের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সে বলিল, "আমি রঘুপতি সিংহ। আমাকে না ধরাতেই প্রহরী বন্দী হইয়াছে; আমি ধরা দিতে আসিয়াছি, আমাকে বন্দী করিয়া প্রহরীকে ক্ষমা করুন।"

তাহাকে বন্দী করিয়া অধ্যক্ষ বলিলেন, "প্রহরী নির্ব্বোধ, তাই সেদিন সে তোমাকে না ধরিয়া ছাড়িয়া দিয়াছিল; আর তুমি তাহার অপেক্ষাও নির্ব্বোধ, তাই তুমি আজ শত্রু-শিবিরে ধরা দিতে আসিয়াছ। তাহার অপরাধের জন্য প্রহরী ত শাস্তি পাইবেই, অধিকন্তু তুমিও দণ্ড পাইবে।"

রঘুপতি হাসিমুখে কারাগৃহে গেল।

ইহার পর রঘুপতি ও প্রহরীর বিচার হইল; বিচারে উভয়েরই প্রাণদণ্ডের আদেশ হইল।

[৫]

যে দিন তাহাদের প্রাণদণ্ডের কথা ছিল, সেই দিন প্রভাতে অধ্যক্ষের আদেশে দুই জন করিয়া প্রহরী রঘুপতিকে ও সেই প্রহরীকে শিবিরের সম্মুখে খোলা ময়দানে আনিয়া দাঁড় করাইল। সেনাগণ সেই বধ্যভূমি ঘিরিয়া দাঁড়াইল, তাহাদের কাহারও মুখে হাসি নাই। প্রহরীর মুখ বিবর্ণ, রঘুপতি স্থির।

সকলে নিয়মিত স্থানে দাঁড়াইলে, ভেরী বাজিয়া উঠিল ; তাহার পর রণবাদ্য বাজিল। জাঁকাল পোষাকে সজ্জিত হইয়া, সেনাধ্যক্ষ বধ্যভূমিতে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার সুদীর্ঘ পোষাক যাহাতে ভূমিতে না লুটায়, সেই জন্য ভৃত্য তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে পোষাক ধরিয়া আসিতেছিল। সৈনিকগণ তরবারি তুলিয়া অধ্যক্ষকে সেলাম করিল।

সেনাগণকে সম্বোধন করিয়া অধ্যক্ষ বলিলেন, "সেনাগণ, তোমরা বাদশাহের কার্য্য করিয়া থাক। যে তাঁহার নুণ খাইয়া নিমকহারামি করে, তাহার কি শাস্তি?"

পার্শ্বে কাজি দাঁড়াইয়া ছিলেন, তিনি বলিলেন, "প্রাণদণ্ড।"

অধ্যক্ষ বলিলেন, "প্রাণদণ্ডই তাহার উপযুক্ত দণ্ড। এই প্রহরী শত্রুকে হাতে পাইয়া ছাড়িয়া দিয়াছে। এখানে আমিই ভারতসম্রাট, দিল্লীশ্বর আকবর শাহের প্রতিনিধি। আমার আদেশে আজ প্রহরীর মাথা কাটা যাইবে। ইহার স্বপক্ষে তোমাদের কাহারও কিছু বলিবার আছে?"

কেহ কোন কথা কহিল না ; সকলে নতদৃষ্টি হইয়া রহিল। এক জন ঘাতুক যাইয়া প্রহরীর পশ্চাতে দাঁড়াইল। প্রহরী কাঁপিতে লাগিল।

তাহার পর অধ্যক্ষ বলিলেন, "এ দেশ ভারতসম্রাট আকবর শাহের ; যে তাঁহার অধিকার অস্বীকার করে, তাঁহার সেনাদিগের সহিত যুদ্ধ করে, তাঁহার দেশমধ্যে ডাকাইতি করে, সে অপরাধীর উপযুক্ত দণ্ড কি?"

কাজি কহিলেন, "প্রাণদণ্ড।"

অধ্যক্ষ কহিলেন, "প্রাণদণ্ডই তাহার উপযুক্ত দণ্ড। রঘুপতি সেই সকল অপরাধে অপরাধী। এখানে আমি ভারতসম্রাট, দিল্লীশ্বর আকবর শাহের প্রতিনিধি। আমার আদেশে আজ রঘুপতি সিংহের মাথা কাটা যাইবে। ইহার সপক্ষে তোমাদের কাহারও কিছু বলিবার আছে?"

কেহ কোন কথা কহিল না। এক জন ঘাতুক যাইয়া রঘুপতির পশ্চাতে দাঁড়াইল। রঘুপতি স্থির।

আবার রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল। অপরাধী দুই জনের মাথা কাটিবার জন্য ঘাতুকদ্বয় তরবারি তুলিল; নবোদিত সূর্য্যের আলোকে তাহাদের তরবারি ঝক্ ঝক্ করিতে লাগিল।

[৬]

এমন সময় দূরে অশ্বক্ষুরোত্থিত শব্দ শ্রুত হইল। সকলে সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল, এক জন অশ্বারোহী ঝড়বেগে অশ্ব ছুটাইয়া সেই দিকে আসিতেছে। দূরে অশ্বারোহীকে চেনা যাইতেছে না, কিন্তু দেখা যাইতেছে, তাহার উষ্ণীষে রত্নরাজি রবিকরে ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছে।

দেখিতে দেখিতে অশ্বারোহী সেইখানে আসিয়া উপনীত হইলেন। অশ্ব বধ্যভূমিতে প্রবেশ করিতে না করিতে, আরোহী লাফাইয়া পড়িলেন। সকলে দেখিল—আকবর শাহ। সেনাগণ জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। অশ্ব বহুদূর হইতে ঝড়বেগে আসিয়াছিল। ভূমিতলে পতিত হইয়া, দুইবার কাতরভাবে চীৎকার করিয়া অশ্ব প্রাণত্যাগ করিল।

আকবর শাহ ঘাতুকদ্বয়কে সরিয়া যাইতে আজ্ঞা করিলেন;—তাহারা সরিয়া গেল। তখন প্রহরীকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিলেন, "তোমার ভয় নাই, আমি মানুষ দেখিয়া সৈনিক করি! যাহার স্নেহ, মমতা, দয়া নাই, সে মানুষ নহে, রাক্ষস। যে মানুষ নহে, সে ভাল সৈনিক হইতে পারে না। দয়াই সৈনিকের প্রধান ধর্ম্ম। তোমার দলের সকলে তোমাকে ভালবাসে! তাহারাই আমার নিকট তোমার সকল কথা জানাইয়াছে। আমি তোমাকে ক্ষমা করিলাম। তোমার চাকরী বাহাল রহিল।"

আনন্দে প্রহরী আর কথা কহিতে পারিল না। সে ভূমিতলে পড়িয়া বাদশাহের মণি-মুক্তাখচিত পাদুকা চুম্বন করিল।

তখন রঘুপতিকে সম্বোধন করিয়া বাদশাহ বলিলেন, "রাজপুত, তুমি প্রকৃত বীর। আকবর শাহ বীরত্বের আদর করিতে জানেন। আমি তোমাকে ক্ষমা করিলাম। যদি আমার সহিত যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা থাকে, তবে দস্যুদল গঠিত না করিয়া প্রতাপসিংহের সেনাদলে প্রবেশ করিও।"

রঘুপতি ভূমিতলে জানু পাতিয়া বলিল, "বাদশাহ, আজ আপনারই জয় হইল। আপনার মত উদারহৃদয় শত্রুর বিরুদ্ধে আর আমি অস্ত্রধারণ করিব না। আপনার সেনাদল



প্রহরী বাদশাহের পাদুকা চুম্বন করিল।

আমাকে পরাভূত করিতে পারে নাই; আপনার করুণা আমাকে জয় করিল। আজ আপনার করুণারই জয় হইল!



বলবন্ত সিং।

[১]

বলবন্ত সিং বড় সাহসী লোক। সে অনেক দিন রাজার সেনাদলে কার্য্য করিয়াছিল। বলবন্ত সিং অনেক যুদ্ধে অত্যন্ত সাহস ও বীরত্ব দেখাইয়াছিল,—এমন কি, একবার একটা যুদ্ধে গুরুতর আঘাত পাইয়া তাহার প্রাণসংশয় হইয়াছিল; অনেক কষ্টে বলবন্ত সে যাত্রা রক্ষা পাইয়াছিল। তাহার সাহস ও বীরত্ব দেখিয়া রাজা তাহার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন ও তাহাকে অনেক পুরস্কার দিয়াছিলেন।

অনেক দিন কার্য্য করিয়া বৃদ্ধ বয়সে বলবন্ত কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করে। তাহার আর কেহই ছিল না। কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া বলবন্ত দেশভ্রমণে বাহির হইল। টাকাকড়ি বলবন্তের বড় ছিল না, যখন যাহা পাইত তাহাই দরিদ্রদিগকে দান করিত। কাহারও দুঃখ দেখিলে তাহার বড় কষ্ট হইত; আপনার সর্ব্বস্ব দিয়াও সে পরের দুঃখমোচন করিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত ছিল। সেই জন্য বলবন্ত অনেক দিন চাকরী করিয়াও কিছু জমাইতে পারে নাই।

একটা থলিতে খানকতক চাপাটী অর্থাৎ রুটী ও একটা বোতলে কিছু জল লইয়া বলবন্ত দেশভ্রমণে বাহির হইল।

ক্রমে ক্রমে বলবন্ত কত গ্রাম, কত নদী, কত মাঠ, পার হইয়া গেল। নানা দেশ দেখিয়া বলবন্ত কতই আনন্দিত হইল!

এক দিন অনেক দূর পথ ভ্রমণ করিয়া শ্রান্ত হইয়া বলবন্ত একটা ঝরণার কাছে আসিয়া

উপস্থিত হইল। বলবন্ত ভাবিল, সেখানে বসিয়া একখানা চাপাটী খাইয়া ঝরণার জল পান করিবে; কিন্তু বলবন্ত চাহিয়া দেখে, ঝরণার পার্শ্বেই একখানা পাথরের উপর এক জন শীর্ণ-কায় বৃদ্ধ বসিয়া আছে। বলবন্তকে দেখিয়া বৃদ্ধ বলিল, "আমি ক্ষুধায় বড় কষ্ট পাইতেছি; আমাকে কিছু খাইতে দাও।" আপনার থলি খুলিয়া বলবন্ত সব চাপাটীগুলি সেই বৃদ্ধকে দিয়া আপনি ঝরণার জল পান করিল। তাহার পর বলবন্ত আবার পথ চলিতে লাগিল।

কিছু দূর যাইয়া বলবন্ত একটা বড় মাঠের মধ্যে উপস্থিত হইল। তখন বেলা দ্বিপ্র-হর,—রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে। বলবন্ত ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায় কাতর হইয়া পড়িয়াছিল; মাঠের মধ্যে একটা বড় গাছ দেখিয়া বলবন্ত ভাবিল, সেই গাছতলায় যাইয়া বোতল হইতে জলপান করিবে। কিন্তু তত দূর যাইতে না যাইতেই বলবন্ত দেখিল, মাঠের মধ্যে এক জন বৃদ্ধ বসিয়া আছে। সে বলিল, "আমি জলতৃষ্ণায় মরিতেছি; আমাকে একটু জল দিতে পার?" বলবন্ত দ্বিরুক্তি না করিয়া থলি হইতে জলের বোতলটি বাহির করিয়া বৃদ্ধকে দিল।

বলবন্ত যখন সেই বৃক্ষের তলে গিয়া উপস্থিত হইল, তখন সে ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায় নিতান্তই কাতর। সে সেই বৃক্ষতলে শয়ন করিল; ভাবিল,—এখনই রাত্রি হইবে, আর ত পথ চলিতে পারি না, এখন আমি কি করি?

সেই গাছতলায় বসিয়া বলবন্ত এইরূপ ভাবিতেছে, এমন সময় সেই দুই জন বৃদ্ধ আসিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল। প্রথম বৃদ্ধ বলবন্তকে বলিল, "তুমি ক্ষুধিতকে আহার দিয়াছ, তুমি কি চাহ বল?"

বলবন্ত বলিল, "আমি কোন পুরস্কারের লোভে ক্ষুধিতকে আহার দিই নাই। আমি কোন পুরস্কার চাহি না।"

বৃদ্ধ বলিল, "তাহা হইবে না। তোমাকে কিছু লইতেই হইবে।"

বলবন্ত বলিল, "যদি নিতান্তই কিছু দিবে, তবে আমাকে একটা হুঁকা ও একটা কলিকা দাও। আমি আপনিই ধূমপান করি, বা আর কাহাকেও দিই, সে কলিকার সাজা তামাক যেন কখনও না ফুরায়।"

বৃদ্ধ বলবন্তকে একটা হুঁকা ও একটা কলিকা দিয়া চলিয়া গেল।

তখন দ্বিতীয় বৃদ্ধ বলিল, "তুমি তৃষ্ণার্ত্তকে জল দিয়াছ, তুমি কি চাহ বল?"

বলবন্ত বলিল, "আমি পুরস্কারের লোভে তৃষ্ণার্ত্তকে জল দিই নাই। আমি কোন পুরস্কার চাহি না।"

বৃদ্ধ বলিল, "তাহা হইবে না। তোমাকে কিছু লইতেই হইবে।"

বলবন্ত বলিল, "যদি নিতান্তই কিছু দিবে, তবে আমাকে এমন একটা থলি দাও, যাহাতে আমি দ্রব্যাদি পুরিয়া সহজে লইয়া যাইতে পারি।"

বৃদ্ধ বলবন্তকে একটা থলি দিয়া বলিল, "এই থলি লও। যখন এই থলিতে তোমার কিছু পুরিবার দরকার হইবে, তখন বলিও—

"খোল তবে থলি,
আমি যা বলি,—
যাক্ তোমার পেটে ;
মুখ যাক্ এঁটে।"

এই বলিয়া তুমি যে জিনিসের নাম করিবে, তাহাই থলিতে যাইবে। তাহার পর তুমি স্বচ্ছন্দে থলিটা স্কন্ধে ফেলিয়া লইয়া যাইতে পারিবে।" এই বলিয়া বৃদ্ধ চলিয়া গেল।

বলবন্ত উঠিয়া নিকটস্থ সহরে গেল। সেখানে এক পান্থশালায় রাত্রি কাটাইয়া, সকালে থলি ঘাড়ে লইয়া বলবন্ত সহর দেখিতে বাহির হইল। সে যখন বাজারে উপস্থিত হইল, তখন চারি দিক হইতে দোকানদারগণ তাহাকে খরিদ্দার ভাবিয়া, "আমার দোকানে আসুন," "এখানে ভাল জিনিস," "এ দোকানে ভাল জুতা," "এ দোকানে ভাল লাঠি," এমনই করিয়া চেঁচাইতে লাগিল। তাহাদের চীৎকারে বলবন্ত বড়ই বিরক্ত হইয়া উঠিল। সে বলিল,

"খোল তবে থলি,
আমি যা বলি,—
যাক তোমার পেটে ;
মুখ যাক্ এঁটে।
এই সব দোকানদার যাক্ তোমার পেটে।"

বলবন্ত এই কথা বলিতে না বলিতে দোকানদারগণ তাহার থলির মধ্যে গেল ; থলির মুখ বন্ধ হইয়া গেল। তখন বলবন্ত থলিটা লইয়া সহর দেখিতে চলিল।

এ দিকে থলির মধ্যে বদ্ধ হইয়া, দোকানদারেরা বড় কাঁদিতে লাগিল। তাহাদের কান্না শুনিয়া দয়ালু বলবন্ত থলি খুলিয়া তাহাদের বাহির করিয়া দিল। দেখিয়া সহরের সব লোক একেবারে আশ্চর্য্য হইয়া গেল।

ক্রমে ক্রমে এ কথা রাজার কাণে উঠিল।

২

সে স্থানের রাজার বাড়ীতে ভূতের বড়ই উপদ্রব হইয়াছিল। ক্রমে ভূতের উপদ্রব এমনই বাড়িয়া উঠিয়াছিল যে, রাজা সে রাজবাড়ী ছাড়িয়া আসিয়া নূতন একটা বাড়ী তৈয়ার করাইয়া, তাহাতে বাস করিতেছিলেন। এখন বলবন্তের কথা শুনিয়া রাজা ভাবিলেন,—এ লোকটা ত ক্ষমতাবান দেখিতেছি; এখন দেখা যাউক, এ যদি ভূত তাড়াইবার কোন উপায় করিতে পারে। রাজা এ কথা মন্ত্রীকে বলিলে, মন্ত্রী বলিলেন, "দেখা যাউক,—তাহাতে ক্ষতি কি!" রাজা বলবন্তকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। রাজার তলব পাইয়া বলবন্ত রাজবাড়ীতে যাইয়া উপস্থিত হইল।

সকল কথা শুনিয়া বলবন্ত বলিল, "আচ্ছা,—আমি চেষ্টা করিয়া দেখি যদি ভূত তাড়াইতে পারি।" মনে মনে বলবন্ত ভাবিল,—দেখাই যাউক না ব্যাপারখানা কি! অন্ততঃ ভূত দেখাও ত হইবে।

সন্ধ্যার পূর্ব্বেই সেই হুঁকা ও সেই থলিটা লইয়া বলবন্ত পুরাতন রাজবাড়ীতে প্রবেশ করিল। প্রকাণ্ড বাড়ী—কত দিন সে বাড়ীতে কেহ যায় নাই! এখন মেজেয় ধূলা জমিয়াছে; জানালায় মাকড়সা জাল পাতিয়াছে, কড়িতে ঝুল ঝুলিতেছে, ঘরের কার্ণিসে চড়াই পাখী বাসা বাঁধিয়াছে। পড়োবাড়ী যেমন হয়, সে বাড়ী তেমনই হইয়াছে।

এ ঘর ও ঘর ঘুরিয়া বলবন্ত একটা বড় ঘরে যাইয়া উপস্থিত হইল। সেখানে একখানা বড় খাট ছিল। ধূলা ঝাড়িয়া বলবন্ত সেই খাটে বসিল।

ক্রমে রাত্রি হইল। চারি দিকে অন্ধকার, কেবল সেই ঘরে বলবন্তের লণ্ঠনের আলো মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতে লাগিল। একাকী বসিয়া বসিয়া বলবন্তের ঘুম আসিতে লাগিল। এমন সময় সহসা ঘরের দ্বার খোলার শব্দে বলবন্ত চমকিয়া উঠিল।

একটা প্রকাণ্ড কদাকার ভূত আসিয়া, চেঁচাইয়া বলিল, "তুমি কে? এখানে আসিয়াছ কেন?"



ভূত বলিল, "দেখি, আমাকে একবার হুঁকাটা দাও।"

বলবন্ত স্থিরভাবে বলিল, "আমি এক জন সৈনিক; বেড়াইতে বেড়াইতে এখানে আসিয়াছি।"

ভূত বলিল, "এখানে কোনও মানুষ আসিলে, সে আর ফিরিয়া যাইতে পারে না; আমরা তাহাকে মারিয়া ফেলি। আজ তোমাকে মারিয়া ফেলিব।"

বলবন্ত বলিল, "যদি মারিতেই হয়, মার; কিন্তু আমার একটা কথা আছে;—আমি এই এক ছিলিম তামাক খাইয়া লই, তাহার পর আমাকে মারিও।"

ভূত বলিল, "আচ্ছা।"

বলবন্ত হুঁকা টানিতে লাগিল।

ভূত দেখে, বলবন্ত যতই হুঁকা টানে, ছিলিম আর শেষ হয় না! ভূত আশ্চর্য্য হইল; বলিল, "অত দেরী করিলে চলিবে না।"

বলবন্ত বলিল, "বাঃ! এই তুমি বলিলে, আমাকে তামাক ছিলিম শেষ করা পর্য্যন্ত সময় দিবে, আবার এখন এই কথা বলিতেছ?"

ভূত লজ্জিত হইল।

বলবন্ত আবার তামাক টানিতে লাগিল।

বসিয়া বসিয়া বিরক্ত হইয়া ভূত বলিল, "দেখি, আমাকে একবার হুঁকাটা দাও।"

হুঁকা লইয়া ভূত টানিতে লাগিল। ধূমে ধূমে ঘর পূর্ণ হইয়া গেল; কিন্তু ছিলিম আর শেষ হয় না! শেষকালে ভূত আর সকল ভূতকে ডাকিল। দেখিতে দেখিতে এক পাল ভূত আসিয়া উপস্থিত হইল!

প্রথম ভূত আর সকল ভূতকে সব কথা বলিল। তখন বলবন্তের হুঁকা লইয়া সকলেই টানিতে লাগিল। ধূমে ঘর অন্ধকার হইয়া গেল; কিন্তু তামাকের ছিলিম পুড়িয়া শেষ হইল না!

শেষকালে একটা ভূত বলিল, "আচ্ছা যাও, তোমাকে ছাড়িয়া দিলাম; কিন্তু আর কখনও এখানে আসিও না।"

বলবন্ত বলিল, "আচ্ছা, তোমরা এ বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া যাও না কেন?"

ভূত বলিল, "না, তাহা হইবে না। এই রাজার পিতা বড় অত্যাচারী ছিলেন, তিনি লোকের উপর অত্যাচার করিয়া অনেক অর্থ জমাইয়াছিলেন; সেই অর্থ এই বাড়ীর একটা ঘরে পোতা আছে। রাজার প্রেতাত্মা প্রতিদিন সেই অর্থ দেখিতে আসে, আমরা তাহার সঙ্গে আসি। সে অর্থ এখানে থাকিতে আমরা যাইব না।"

বলবন্ত বলিল,—

"খোল তবে থলি,
আমি যা বলি,—
যাক্ তোমার পেটে;
মুখ যাক্ এঁটে।
এই সব ভূতগুলো যাক্ তোমার পেটে।"

বলিতে না বলিতে যত ভূত সেই থলির মধ্যে গেল; থলির মুখ বন্ধ হইয়া গেল।

থলির মধ্যে যাইয়া ভূতগুলা কাঁদিতে লাগিল; এত গোলমাল হইল যে, সহরে ডাকাইত পড়িয়াছে ভাবিয়া রাজার সৈন্যগণ আসিয়া উপস্থিত হইল।

বলবন্ত ভূতদিগকে বলিল, "যদি তোমরা সেই সব অর্থ এখানে আনিয়া দাও, এবং

এ বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া যাও, তবে আমি তোমাদের ছাড়িয়া দিব ;—নহিলে কথনও ছাড়িব না।"

ভূতেরা স্বীকৃত হইল।



চামচিকার ন্যায় আকার এক পাল ভূত পলাইয়া গেল।

তখন বলবন্ত একটা সূচ লইয়া থলিতে একটা ছিদ্র করিয়া বলিল, "এক জন বাহির হইয়া আগে সেই অর্থ আন।"

ছিদ্র দিয়া একটা ভূত বাহির হইয়া গেল ও রাশি রাশি অর্থ আনিল।

তাহার পর বলবন্ত থলির মুখ খুলিয়া থলিটা ঝাড়িল ; আর চামচিকার ন্যায় আকার একপাল ভূত পলাইয়া গেল।

বলবন্ত ঘুমাইতে লাগিল।

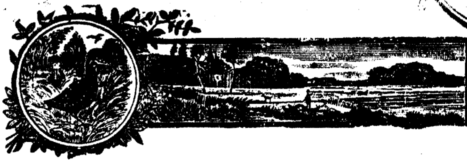
* * *

সকালে উঠিয়া বলবন্ত রাজার কাছে গেল ও সব কথা বলিল।

রাজা বলবন্তকে সেই সকল অর্থ লইয়া সেই সহরে বাস বরিতে অনুরোধ করিলেন। বলবন্ত সে অর্থ লইল না। সে রাজাকে বলিল, "আপনি এ অর্থ দরিদ্রদিগকে দান করুন।

রাজা তাহাই করিলেন।

ইহার পর বলবন্ত আবার পূর্ব্বের মত দেশ ভ্রমণে বাহির হইল।



উল্টা রাজার দেশ।

এক দেশে এক সওদাগর ছিলেন। সওদাগর বাণিজ্য করিয়া অনেক ধন সম্পত্তি করিয়াছিলেন। সওদাগরের পুত্র বাণিজ্যের কিছু জানিতেন না। মরিবার সময় সওদাগর পুত্রকে ব্যবসায় সম্বন্ধে নানা উপদেশ দিয়া গেলেন,—আর বলিয়া গেলেন—"যে দেশেই বাণিজ্য করিতে যাও, উল্টা রাজার দেশে যাইও না; সেখানে বিচারাদি সকলই উল্টা।"

পিতার মৃত্যুর পর সওদাগর-পুত্র মনে ভাবিলেন,—"এত দেশ থাকিতে পিতা উল্টা রাজার দেশেই যাইতে বারণ করিলেন কেন? উল্টা রাজার দেশ! নামটাও বেশ মজার! আমি সেখানে যাইব।"

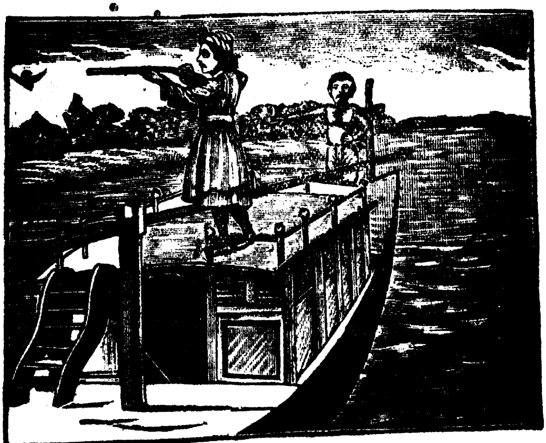
চারখানি তরণীতে পণ্যদ্রব্য সাজাইয়া সওদাগর-পুত্র উল্টা রাজার দেশের উদ্দেশে যাত্রা করিলেন।

কত দেশের মধ্য দিয়া, কত বড় নদী, কত ছোট নদী ছাড়াইয়া, সওদাগর-পুত্রের জাহাজ উল্টা রাজার দেশে প্রবেশ করিল। নদীতীরে একটা বক আহার খুঁজিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। সওদাগর-পুত্র আপনার বন্দুকটি লইয়া বককে লক্ষ্য করিয়া বন্দুক ছাড়িলেন; বক পড়িয়া গেল। অদূরে এক জন ধোপা পাটের উপর কাপড় আছড়াইতেছিল। সে কাপড় ফেলিয়া ছুটিয়া গেল।

ধোপা যাইয়া রাজার কাছে নালিশ করিল যে, তাহার পিতা বক-রূপ ধরিয়া তাহাকে কাপড়-কাচা শিখাইতেছিলেন, সওদাগর-পুত্র তাঁহাকে বধ করিয়াছে। রাজার আদেশে সওদাগর-পুত্রকে দরবারে উপস্থিত হইতে হইল। সওদাগর-পুত্র ধোপার নালিশের কোন

সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারিলেন না। উল্টা রাজার দেশের উল্টা বিচারে তাঁহার একখানি জাহাজ আটক থাকিল।

অবশিষ্ট তিনখানি জাহাজ লইয়া সওদাগর-পুত্র সে গ্রাম হইতে অন্য গ্রামে চলিলেন। একটা বড় সহরের ঘাটে যাইয়া জাহাজ লাগিল। অনেক লোক জাহাজে উঠিল;—কেহ জিনিস কিনিতে আসিল, কেহ জিনিস দেখিতে আসিল, কেহ বা কেবল জাহাজ দেখিতে আসিল। এক জন নাপিতও জাহাজে আসিল। সওদাগর-পুত্র দাড়ী কামাইবেন বলিয়া



সওদাগর-পুত্র বন্দুক ছাড়িলেন।

নাপিতকে ডাকিলেন। নাপিত আসিয়া প্রণাম করিয়া বলিল, "আপনার দাড়ী কামাইয়া দিব, আমাকে খুসী করিয়া দিবেন ত?" সওদাগর-পুত্র মনে ভাবিলেন যে, এক পয়সার স্থলে দুই পয়সা দিলেই নাপিত খুসী হইবে। তিনি বলিলেন, "আচ্ছা, তোমায় খুসী করিয়া দিব।"

কামান শেষ হইলে সওদাগর-পুত্র নাপিতকে দুইটি পয়সা দিতে গেলেন। নাপিত তাহা লইল না। সওদাগর-পুত্র একটি টাকা দিতে গেলেন। নাপিত তাহাও লইল না। সওদাগর-পুত্র পাঁচটি টাকা দিতে চাহিলেন। নাপিত তাহাও লইতে চাহিল না। ক্রমে

ক্রমে সওদাগর-পুত্র এক শত টাকা দিতে চাহিলেন। কিন্তু নাপিত তাহাতেও খুসী হইল না।

নাপিত রাজদ্বারে নালিশ করিল। আবার সওদাগর-পুত্রকে রাজদরবারে হাজির হইতে হইল। নাপিতকে খুসী করিয়া দিতে চাহিয়া, খুসী করিয়া না দেওয়াতে, উল্টা রাজার দেশের উল্টা বিচারে সওদাগর-পুত্রের আর একখানি জাহাজ আটক থাকিল।

সওদাগর-পুত্র মনে মনে ভাবিলেন,—"এখন বুঝিতেছি, পিতা কেন আমাকে এ দেশে আসিতে বারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার কথা না শুনিয়াই এই বিপদ ঘটিল। আর এ দেশে থাকা উচিত নহে।"

অবশিষ্ট দুইখানি জাহাজ লইয়া সওদাগর-পুত্র ফিরিয়া চলিলেন। কিন্তু তিনি অধিক দূর যাইতে না যাইতেই দেখিতে পাইলেন, তীর হইতে এক জন স্ত্রীলোক ও দুইটি বালক তাঁহাকে ডাকিতেছে। ব্যাপার কি জানিবার জন্য সওদাগর-পুত্র জাহাজ তীরে লাগাইতে বলিলেন।

জাহাজ তীরে ভিড়িল। স্ত্রীলোকটি বলিল, "তোমার পিতা আমাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। আমি তোমার মাতা, আর এই দুইটি বালক তোমার ভ্রাতা। ইহারা পিতার সম্পত্তির অর্দ্ধেক ভাগ পাইবে। এই দুইখানা জাহাজের মধ্যে একখানা ইহাদের প্রাপ্য—ইহাদিগকে দিয়া যাও।"

সওদাগর-পুত্র বুঝিলেন, স্ত্রীলোকটি মিথ্যা কথা কহিতেছে। তিনি তাহাকে একখানি জাহাজ দিতে অস্বীকার করিলেন। স্ত্রীলোকটি রাজদ্বারে গিয়া নালিশ করিল।

সওদাগর-পুত্রকে আবার রাজদ্বারে উপস্থিত হইতে হইল।

তাঁহার পিতা যে এই স্ত্রীলোকটিকে বিবাহ করেন নাই, সওদাগর-পুত্র তাহা সপ্রমাণ করিতে পারিলেন না। কাজেই উল্টা রাজার দেশের উল্টা বিচারে তাঁহার আর একখানি জাহাজ আটক রহিল।

তখন সওদাগর-পুত্রের আর একখানিমাত্র জাহাজ অবশিষ্ট রহিল। তিনি ভাবিলেন, "এ দেশের যেরূপ বিচার দেখিতেছি, তাহাতে আর এখানে থাকিলে এ জাহাজখানিও যাইবে। কুক্ষণে বাটী হইতে আসিয়াছিলাম! আমার সব গেল!"

সওদাগর-পুত্র জাহাজের লোকদিগকে শীঘ্র শীঘ্র দেশে ফিরিয়া যাইতে আদেশ করিলেন।

সন্ধ্যাকালে একখানা বড় গ্রামের ঘাটে আসিয়া জাহাজ লাগিল। জাহাজের লোকেরা রন্ধনের আয়োজনে প্রবৃত্ত হইল। সওদাগর-পুত্র বসিয়া আপনার দুর্ভাগ্যের কথা ভাবিতে লাগিলেন।

সওদাগর-পুত্র বসিয়া ভাবিতেছেন, এমন সময় এক কাণা আসিয়া জাহাজে উঠিল। সে সওদাগর-পুত্রের নিকটে যাইয়া বলিল, "আমি একটি চক্ষু বাঁধা রাখিয়া আপনার পিতার নিকট হইতে পাঁচ শত টাকা কর্জ্জ লইয়াছিলাম। আমি টাকা দিতেছি, আমার চক্ষু ফিরাইয়া দিন।"

কাণার কথা শুনিয়া সওদাগর-পুত্র বিস্মিত হইলেন। তিনি বলিলেন, "লোকে চক্ষু বাঁধা রাখে, এমন কথা আমি কখনও শুনি নাই। তুমি মিথ্যা কথা কহিতেছ।"

কাণা জাহাজ হইতে নামিয়া গেল। সে যাইয়া রাজদ্বারে নালিশ করিল।

সওদাগর-পুত্রকে আবার রাজদ্বারে উপস্থিত হইতে হইল।

তাঁহার পিতা যে এই কাণার চক্ষু বাঁধা রাখিয়া তাহাকে পাঁচ শত টাকা দেন নাই, সওদাগর-পুত্র তাহা প্রমাণিত করিতে পারিলেন না। উল্টা রাজার দেশের উল্টা বিচারে সওদাগর-পুত্রের শেষ জাহাজখানিও আটক রহিল।

জাহাজ কয়খানি হারাইয়া সওদাগর-পুত্র বিষণ্নমনে হাঁটিয়া দেশে চলিলেন। একে সওদাগর-পুত্রের পথ চলা অভ্যাস নাই, তাহাতে আবার মন দুশ্চিন্তায় পূর্ণ। অল্প পথ চলিয়াই সওদাগর-পুত্র শ্রান্ত হইয়া পড়িলেন। পথের ধারে এক গাছের তলায় বসিয়া সওদাগর-পুত্র আপনার দুর্দ্দশার কথা ভাবিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

সেই সময় পথ দিয়া এক জন বৃদ্ধ যাইতেছিল। সে উল্টা রাজার দেশের জুয়াচোরের সর্দ্দার। কয় দিন পূর্ব্বে বুড়ার একটি পুত্র মরিয়া গিয়াছিল। তাহার চেহারার সহিত সওদাগর-পুত্রের চেহারার অনেকটা মিল ছিল। সওদাগর-পুত্রকে দেখিয়া বুড়ার ছেলের কথা মনে পড়িল;—তাঁহাকে কাঁদিতে দেখিয়া বুড়ার দয়া হইল।

বুড়া সওদাগর-পুত্রের কাছে যাইয়া তাঁহার দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করিল।

সওদাগর-পুত্র কাঁদিতে কাঁদিতে সকল কথা বলিলেন। শুনিয়া বুড়া বলিল, "ইহার জন্য তোমাকে আর দুঃখ করিতে হইবে না। আমি তোমার সব জাহাজ উদ্ধার করিয়া দিব। এখন তুমি আমার বাড়ী চল।"

বুড়া যত্ন করিয়া সওদাগর-পুত্রকে আপনার বাড়ী লইয়া গেল। সে সওদাগর-পুত্রকে রাজ-দরবারে যাইয়া কি বলিতে হইবে, কাহার নালিশের কি উত্তর দিতে হইবে, সব শিখাইয়া রাখিল।

দিন গেল; রাত্রি আসিল। সওদাগর-পুত্র বুড়ার গৃহে রাত্রি কাটাইলেন।

* * * * *

পরদিন সকালে বুড়া সওদাগর-পুত্রকে রাজদরবারে লইয়া গেল। দরবারে উপস্থিত হইয়া সওদাগর-পুত্র বলিলেন, "আমি দূরদেশ হইতে ব্যবসায় করিতে আসিয়াছিলাম। এখানে অবিচারে আমার সর্ব্বস্ব গিয়াছে। আমি বিচারের প্রার্থনা করি। আমার প্রতি সুবিচার করুন।"

রাজা সকল কথা শুনিয়া পরদিন বিচার করিবেন বলিয়া সওদাগর-পুত্রকে বিদায় দিলেন। এ দিকে যাহারা সওদাগর-পুত্রের নামে নালিশ করিয়াছিল, তাহাদের আনিতে লোক গেল।

পর দিবস প্রভাতে সেই বুড়া সওদাগর-পুত্রকে লইয়া রাজদরবারে উপস্থিত হইল।

রাজা উচ্চ আসনে বসিয়া বিচারকার্য্য আরম্ভ করিলেন। রাজদ্বারে ডঙ্কা বাজিয়া উঠিল। সকলে জানিল,—বিচারকার্য্যের আরম্ভ হইল।

প্রথমে ধোপাকে ডাকা হইল। ধোপা আসিয়া রাজার সম্মুখে দাঁড়াইল। তাহাকে নালিশের কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, "আমার পিতা বক হইয়া আমাকে কাপড়কাচা শিখাইতেছিলেন; এই সওদাগর-পুত্র তাঁহাকে মারিয়া ফেলিয়াছে।"

সওদাগর-পুত্র রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার রাজ্যে কেহ যদি আমার পিতার প্রাণনাশ করে, তবে আমি তাহার প্রাণনাশ করিতে পারি কি?"

রাজা বলিলেন, "পার।"

সওদাগর-পুত্র বলিলেন, "আমার পিতা চিংড়ি মাছ হইয়া আমাকে পথ দেখাইয়া এখানে আনিতেছিলেন। বক তাঁহাকে ভক্ষণ করাতে আমি বককে বধ করিয়াছি।"

রাজা বলিলেন, "এ ন্যায্য কথা।"

সওদাগর-পুত্রের একখানি জাহাজ তাঁহাকে ফেরত দিবার হুকুম হইল।

তাহার পর নাপিত আসিয়া বলিল যে, "সওদাগর-পুত্র তাহাকে খুসী করিয়া দিবেন বলিয়াছিলেন; কিন্তু প্রতিজ্ঞা পালন করেন নাই।"

নাপিতের কথা শেষ হইতে না হইতে সেই বুড়া ও সওদাগর-পুত্র উভয়ে মিলিয়া নাপিতকে বিষম প্রহার করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিলেন, "বল্ খুসী হইয়াছিস্!" সহসা প্রহারে নাপিত বেচারা হতভম্বা হইয়া গিয়াছিল। মারের চোটে সে বলিল, "খুসী হইয়াছি।"

সওদাগর-পুত্র রাজাকে বলিলেন, "শুনিলেন, নাপিত স্বীকার করিয়াছে যে, সে খুসী হইয়াছে।"

সওদাগর-পুত্রের আর একখানি জাহাজ ফেরত দিবার হুকুম হইল।

ইহার পর সেই স্ত্রীলোকটি তাহার দুইটি পুত্র লইয়া আসিয়া বলিল, "এই সওদাগর-পুত্রের পিতা আমাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। এই দুইটি বালক উঁহার ভ্রাতা। ইহারা জাহাজের অর্দ্ধেক ভাগ পাইবে।"

সওদাগর-পুত্র বলিলেন, "উহাঁদের দেশে লইয়া যাইতেই আমি এখানে আসিয়াছি। আমি দেশে সুখে থাকিব, আর আমার মাতা ও ভ্রাতারা এখানে ভিক্ষা করিয়া খাইবেন, ইহা আমার সহ্য হয় না। দেশে আমার পিতা অনেক ধনসম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। এখানে কেবল দুইখানা জাহাজ ভাগ করিলে হইবে কেন? ইঁহারা দেশে চলুন; সেখানে যাইয়া সকল সম্পত্তির ভাগ লইবেন।"

রাজা বলিলেন, "ইহা ন্যায্য কথা। তোমরা ইহার সহিত সওদাগরের দেশে যাও।"

স্ত্রীলোকটি সওদাগর-পুত্রের দেশে যাইতে স্বীকৃতা হইল না। সওদাগর-পুত্রের আর একখানি জাহাজ তাঁহাকে ফেরত দিবার হুকুম হইল।

তাহার পর সেই কাণা আসিয়া বলিল, "আমি সওদাগর-পুত্রের পিতার নিকট একটা চক্ষু রাখিয়া পাঁচ শত টাকা ধার লইয়াছিলাম। এখন আমি টাকা দিতে প্রস্তুত; কিন্তু সওদাগর-পুত্র আমার চক্ষু দিতেছেন না।"

সওদাগর-পুত্র বলিলেন, "আমার পিতা চক্ষু রাখিয়া অনেককে টাকা ধার দিয়াছিলেন। এখন আমার কাছে পনরটি চক্ষু রহিয়াছে; তাহার মধ্যে কোন্‌টি এই ব্যক্তির, তাহা বুঝিতে

পারিতেছি না। এই লোকটি যদি ইহার অপর চক্ষুটি খুলিয়া দেয়, তবে মিলাইয়া ইহার চক্ষু ইহাকে দিতে পারি।”

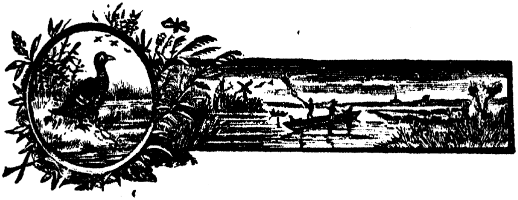
রাজা বলিলেন, “এ ত ভাল কথা।”

বলা বাহুল্য, কাণা তাহার অবশিষ্ট চক্ষুটি খুলিয়া দিতে স্বীকৃত হইল না!

সওদাগর-পুত্রকে তাহার অবশিষ্ট জাহাজখানি ফেরত দিবার হুকুম হইল।

উল্টা রাজার দেশের উল্টা বিচারে সওদাগর-পুত্র আবার সব জাহাজ ফিরিয়া পাইলেন। বৃদ্ধকে যথেষ্ট পুরস্কার দিয়া সওদাগর-পুত্র স্বদেশে গেলেন।

ইহার পর সওদাগর-পুত্র আর কখনও উল্টা রাজার দেশে যান নাই।



বাঘের ভয়।

এক দেশে একটা বড় রাজ্য ছিল। রাজার বড় বাড়ী লোক জনে ভরা;—তোষাখানায় বড় বড় সিন্ধুকে মণি মুক্তা জহরৎ আর ধরে না; হাতীর ঘরে বড় বড় দাঁতওয়ালা হাতী; আস্তাবলে ভাল ভাল ঘোড়া; আর রাজার দেশ জুড়িয়া যশ। রাজার একটিমাত্র ছেলে—তিনিই রাজার মৃত্যুর পর রাজ্য পাইবেন। রাজপুত্র দেখিতে সুন্দর, সুপণ্ডিত, কিন্তু বড় ভীরু। বিশেষতঃ, তাঁহার বাঘের ভয়টা কিছু অতিরিক্ত। বাঘের নাম করিলে, রাজপুত্রের হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। আবার সে দেশের এমনই নিয়ম যে, যিনি যখন রাজা হইতেন, তাঁহাকে তখন রাজবাড়ীতে পিঁজরায় আবদ্ধ একটা বাঘের সহিত যুদ্ধ করিয়া, তাহাকে পরাজিত করিয়া, তবে সিংহাসনে বসিতে হইত।

রাজ্যের ভাবনা রাজার; রাজপুত্র নিশ্চিন্ত হইয়া আছেন। এমন সময় এক দিন বৃদ্ধ রাজার মৃত্যু হইল। মন্ত্রী আসিয়া রাজপুত্রকে জানাইলেন যে, পরদিন বাঘের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে সিংহাসনে বসিতে হইবে। শুনিয়া রাজপুত্র ত ভয়ে আড়ষ্ট! রাজপুত্র ভাবিলেন, প্রাণের অপেক্ষা রাজ্য বড় নহে; তাই তিনি স্থির করিলেন, রাজ্য ছাড়িয়া পলায়ন করিবেন!

সেই রাত্রে যখন বাড়ীর সব লোক ঘুমাইয়াছে, তখন রাজপুত্র শয্যাত্যাগ করিয়া বাহিরে চলিলেন। গৃহ তখন নিস্তব্ধ। দ্বারে আসিয়া তিনি দেখিলেন, লণ্ঠনের বাতির আলোকে দ্বার আলোকিত—সেখানে বসিয়া তরবারি পার্শ্বে রাখিয়া প্রহরী

ঢুলিতেছে। রাজপুত্র ধীরে ধীরে দ্বার পার হইলেন। আস্তাবল হইতে আপনার বড় ঘোড়াটি লইয়া, তাহার উপর চড়িয়া, রাজপুত্র রাজ্য ছাড়িয়া পলাইলেন! জ্যোৎস্নার আলোতে পথ দেখিতে কষ্ট হইল না; রাজপুত্রের ঘোড়া চাবুক খাইয়া তীরবেগে ছুটিয়া চলিল।

সকালে যাইয়া মন্ত্রী রাজপুত্রকে দেখিতে পাইলেন না। চারি দিকে "খোঁজ, খোঁজ" রব উঠিল; কিন্তু রাজপুত্রকে আর পাওয়া গেল না। রাজ্যে হাহাকার রব উঠিল।

এ দিকে সমস্ত রাত্রি ঘোড়া চালাইয়া, কত গ্রাম, কত বন, কত মাঠ ছাড়াইয়া সকালে রাজপুত্র এক কৃষকের কুটীরে উপস্থিত হইলেন। সারা রাত্রি তাঁহার ঘুম হয় নাই, তাহার উপর মনের উদ্বেগ। তাঁহাকে দেখিয়া কৃষকের দয়া হইল; সে তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। রাজপুত্র বলিলেন, "আমি এক রাজপুত্র; বিপদে পড়িয়া দেশ ছাড়িয়া পলাইয়াছি। তোমার গৃহে আশ্রয় চাহি।" কৃষক তাঁহাকে আশ্রয় দিল। কৃষকের কুটীরে মোটা চালের ভাত খাইয়া রাজপুত্র ক্ষুধার নিবারণ করিলেন। কৃষকের এক পাল গরু ছিল—তাহার এক জন চাকর সেগুলিকে চরাইতে যাইতেছিল; রাজপুত্র তাহার সহিত বেড়াইতে বাহির হইলেন। কৃষকের বাড়ীর কাছেই একটা বন—আর বনের মধ্যে একটি ছোট নদী, ছোট ছোট ঢেউ তুলিয়া যেন আনন্দে নাচিতে নাচিতে বহিয়া যাইতেছে। গরুগুলি সেই নদীর তীরে ঘাস খাইতে লাগিল। কৃষকের ভৃত্য আর রাজপুত্র সেই নদীর তীরে বসিলেন। ভৃত্য একটা বাঁশী আনিয়াছিল; সে বাঁশী বাজাইতে লাগিল; সে স্বর এত মিষ্ট যে, শুনিলে মুগ্ধ হইতে হয়। রাজপুত্র পূর্ব্বে কখনও তেমন মিষ্ট স্বর শুনেন নাই; সেই নিস্তব্ধ বনে, নদীর তীরে ঘাসের উপর বসিয়া সেই বাঁশীর স্বর শুনিয়া তিনি আপনার সব দুঃখ ভুলিলেন।

বিকাল হইতে না হইতেই ভৃত্য উঠিয়া রাজপুত্রকে বলিল, "চলুন, বাড়ী যাই।" রাজপুত্র বলিলেন, "এখনও অনেক বেলা আছে, তুমি বাঁশী বাজাও; সন্ধ্যার সময় বাড়ী ফিরিব।" শুনিয়া ভৃত্য বলিল, "তাও কি হয়! এই বনে বাঘ আছে, সন্ধ্যা হইতে না হইতে তাহারা বাহির হইবে। আমাকে এক দিন একটা বাঘে তাড়া করিয়াছিল,—আমাকে একটা থাবা মারিয়াছিল, এমন সময় আমার চীৎকার শুনিয়া

লোক জন আসিয়া পড়ায় বাঘ পলাইয়াছিল; এই দেখুন।” এই বলিয়া সে তাহার পৃষ্ঠে একটা ক্ষত দেখাইল; ক্ষত তখনও শুকায় নাই।



রাজপুত্র ও রাখাল-বালক।

সেই দিন গৃহে ফিরিয়া রাজপুত্র ভাবিতে লাগিলেন,—“যে বাঘের ভয়ে দেশ ছাড়িয়া পলাইয়াছি, এখানেও সেই বাঘের ভয়! তবে এখানে থাকি কোন সাহসে?” শেষকালে রাজপুত্র ভাবিলেন,—“দূর হউক ছাই, এ দেশ ছাড়িয়া যাইব।”

পরদিন সকালে কাহাকেও কিছু না বলিয়া আপনার ঘোড়াটি লইয়া রাজপুত্র কৃষকের কুটীর পরিত্যাগ করিলেন। আবার কত মাঠ, কত বন, কত গ্রাম ছাড়াইয়া প্রভাতে রাজপুত্র এক পাহাড়ে উপস্থিত হইলেন। পাহাড়ের উপর এক দল বেদের

বাস। রাজপুত্র সেখানে উপস্থিত হইলে, বেদেরা তাঁহাকে তাহাদের বৃদ্ধ সর্দ্দারের কাছে লইয়া গেল। রাজপুত্রের মলিন মুখ দেখিয়া বুড়া সর্দ্দারের বড় দয়া হইল। সে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে?" রাজপুত্র বলিলেন, "আমি এক রাজপুত্র; বিপদে পড়িয়া দেশ ছাড়িয়া পলাইয়া আসিয়াছি। তোমার কাছে আশ্রয় চাহি।" সর্দ্দার তাঁহাকে আশ্রয় দিল; চড়িবার জন্য একটি সুন্দর ঘোড়া দিল; আর খুব যত্ন করিল। রাজপুত্র আধপোড়া মাংস আর ফলমূল খাইয়া সেখানে বাস করিতে লাগিলেন।

কিন্তু সর্দ্দার তাঁহাকে অধিক যত্ন করিতে লাগিল দেখিয়া দলের আর আর লোকেরা বড় রাগ করিল। তাহারা সর্দ্দারকে বলিল, "ও কে? কোথা হইতে উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিল? উহার এত আদর যত্ন কেন? ও কি আমাদের মত সব কায করিতে পারে? হয় ত ও ভীরু কাপুরুষ!" তাহা শুনিয়া সর্দ্দার রাজপুত্রকে ডাকিয়া বলিল, "দেখ বাপু, দলের সব লোক বলিতেছে "হয় ত তুমি কাপুরুষ। আমি তোমাকে ছেলের মত স্নেহ করি। দূরে যে পাহাড় দেখিতেছ, ও পাহাড়ে অনেক বাঘ আছে। কাল সকালে তুমি ঐ পাহাড়ে গিয়া একটা বাঘ মারিয়া আনিও—আমার বর্শা ও তরবারি লইয়া যাইও। তুমি বাঘ মারিয়া আনিলে আর কেহ তোমাকে কাপুরুষ অথবা ভীরু বলিতে পারিবে না। আমি তোমাকে দলের সর্দ্দার করিব।"

শুনিয়া রাজপুত্রের ত চক্ষুঃস্থির! তিনি ভাবিলেন—"এ কি, আমি যেখানে যাইব, সেই-খানেই কি বাঘ যাইবে? যে জন্য রাজ্য ছাড়িলাম, কৃষকের কুটীর ছাড়িলাম, এখানেও সেই বাঘ! আমি পলাইব।" তাহার পর কাহাকেও কিছু না বলিয়া, রাজপুত্র আপনার ঘোড়ায় চড়িয়া পলায়ন করিলেন।

সারা দিন চলিয়া বিকালে রাজপুত্র প্রকাণ্ড মাঠের মধ্যে উপস্থিত হইলেন। মাঠের ও ধারে রাজপুত্র দেখিলেন, একখানা বড় বাড়ী; বাড়ীর চারি দিকে বাগান—বাগানে ঝাউগাছ, কত পাতাবাহারের গাছ, কত ফুলের গাছ! রাজপুত্র সেই বাড়ীর দিকে চলি-লেন। তখন গোধূলি আলো বাড়ীর উপর পড়িয়াছে, বাড়ীখানি ছবিখানির মত দেখাই-তেছে। সে বাড়ীতে থাকিতেন, এক জন আমীর, আর আমীরের এক কন্যা; মেয়েটি যেমন বুদ্ধিমতী, তেমনই সুন্দরী—যেন পরীরাণী। রাজপুত্রকে দেখিয়া আমীর পাত্র-মিত্র সহ ঘোড়ায় চড়িয়া আসিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন, এবং পরিচয় জিজ্ঞাসা

করিলেন। রাজপুত্র বলিলেন, "আমি এক রাজপুত্র; বিপদে পড়িয়া দেশ ছাড়িয়া পলাইয়াছি। আপনার কাছে আশ্রয় চাহি।" আমীর তাঁহাকে আশ্রয় দিলেন।

পরদিন মধ্যাহ্নে আহারান্তে রাজপুত্র যখন বসিয়া আমীরের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে-ছিলেন, তখন বাহিরে যেন বাঘের ডাক শুনিতে পাইলেন। রাজপুত্র চমকিয়া উঠিলেন; বলিলেন, "ও কি?" আমীর বলিলেন, "ও ভেলো ডাকিতেছে।" তিনি আবার কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন; রাজপুত্র ভাবিলেন, "ভেলো" বুঝি বড় কুকুর।

রাত্রে আহারান্তে রাজপুত্র আর আমীর বাগানে বেড়াইতে লাগিলেন। তখন আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে; বাগানে বাতাসে নানা ফুলের সৌরভ; প্রকৃতি যেন হাসিতেছে। বাগানে বেড়াইয়া বাড়ী ঢুকিবার সময় রাজপুত্র দেখিলেন, সিঁড়ির উপর একটা বাঘ শুইয়া আছে! দেখিয়া তিনি ত ভয়ে আড়ষ্ট! আমীর অনেক করিয়া বুঝাইলেন যে, "ভেলো" কাহাকেও কিছু বলে না, সে পোষা কুকুরের মত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু রাজপুত্রের কিছুতেই সাহস হইল না! তিনি সেই সিঁড়ি দিয়া কিছুতেই উঠিতে চাহিলেন না। শেষে আমীর বাড়ী যাইয়া চাকরদিগকে বাগানের আর একটা দ্বার খুলিতে বলিলেন। রাজপুত্র সেই পথে বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন।

রাত্রে শুইয়া শুইয়া রাজপুত্র ভাবিতে লাগিলেন,—"এ কি? আমি যেখানে যাই, সেইখানেই বাঘ! যে জন্য প্রথমে রাজ্য, তাহার পর কৃষকের কুটীর, তাহার পর বেদের আশ্রয় ছাড়িলাম,—এখানেও সেই বাঘের ভয়! যেখানে যাইব, সেইখানেই যদি বাঘের ভয়—তবে কেন দেশে ফিরিয়া যাই না? মরিতে হয় দেশে গিয়াই মরিব।"

রাজপুত্র প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করিলেন; কাহাকেও কিছু না বলিয়া ধীরে ধীরে আস্তা-বলে গিয়া আপনার ঘোড়াটি লইয়া, দেশে ফিরিয়া চলিলেন।

* * * * * * * * *

রাজপুত্র আপনার দেশে উপস্থিত হইলে, দেশের লোক বড় আনন্দিত হইল।

মন্ত্রী আসিয়া রাজপুত্রকে বাঘের সহিত লড়াই করিয়া সিংহাসনে বসিতে বলিলেন। রাজপুত্র সম্মত হইলেন।

পরদিন রাজপুত্র একটা বর্শা লইয়া সেই বাঘের খাঁচায় প্রবেশ করিলেন। বাঘ দুই চারিবার গর্জ্জন করিল—গোটাকতক লাফ দিল, তাহার পর রাজপুত্রের পদতলে লুটাইয়া পড়িল। লোকে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল!



রাজপুত্র বর্শা লইয়া বাঘের খাচায় প্রবেশ করিল।

তাহার পর মন্ত্রী যখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—তিনি এত দিন কোথায় ছিলেন, তখন রাজপুত্র তাঁহাকে সব কথা বলিলেন। শুনিয়া মন্ত্রী বলিলেন, "আপনি বৃথা ভয় পাইয়াছিলেন। ও বাঘ শিক্ষিত, খাঁচায় কেহ প্রবেশ করিলে বাঘ দুই চারিবার তর্জ্জন গর্জ্জন করে, তাহার পর পদতলে লুটাইয়া পড়ে। নূতন রাজা হইবার সময় দেশে বাঘের সহিত লড়াই করিবার প্রথা থাকায়, বাঘকে শিখাইয়া রাখা হয়।" মন্ত্রীর কথা

শুনিয়া রাজপুত্র বলিলেন, "আমার মত যাহারা সব কথা না জানিয়া শুনিয়া আগেই ভয় পায়, তাহাদের আমার মত শাস্তি হওয়াই উচিত।" মন্ত্রী বলিলেন, "তবে এখন শিখিলেন যে, কোনও কার্য্য করিবার পূর্ব্বে ভাল করিয়া জানিয়া শুনিয়া না করিলে শেষে পস্তাইতে হয়।"

ইহার পর রাজপুত্র রাজা হইয়া সিংহাসনে বসিলেন। তখন রাজ্যে আনন্দোৎসব পড়িয়া গেল। রাজ্যের দরিদ্রগণ বস্ত্র ও অর্থ পাইয়া দুই হাত তুলিয়া নূতন রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল,—রাজ্যের প্রজারা নানা উৎসবে যোগ দিতে লাগিল। আর সেই উৎসবানন্দ দেখিবার জন্য দেশবিদেশ হইতে কত লোক আসিল। রাজপুত্র যে কৃষকের গৃহে আশ্রয় লইয়াছিলেন, সে আসিল। তাহার যে চাকরটি বাঁশী বাজাইতে পারিত, কৃষক রাজপুত্রকে সেই চাকরটি উপহার দিল;—রাজা তাহাকে অনেক অর্থ দিলেন। রাজপুত্র যে বেদের কাছে গিয়াছিলেন, সেই বেদের বুড়া সর্দ্দার আসিল। সর্দ্দার রাজপুত্রকে যে ঘোড়াটি ব্যবহার করিতে দিয়াছিল, সেইটি তাঁহাকে এখন উপহার দিল;—রাজা তাহাকেও বহু অর্থ দিলেন। আর আসিলেন সেই আমীর। তিনি রাজার সহিত তাঁহার সেই সুন্দরী মেয়ের বিবাহ দিলেন।

দেশে আনন্দধ্বনি উঠিল। রাজাকে প্রজারা ভক্তি করিতে ও ভালবাসিতে লাগিল।





আত্মদান।

১

সিপাহী-বিদ্রোহ শেষ হইয়া গিয়াছে। নানাসাহেবের উত্তেজনায় সিপাহীগণ বহু ইংরাজ নরনারীকে হত্যা করিয়াছিল,—অবশিষ্ট কয় জন পলাইয়া জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন। এখন ইংরাজ সেনাদল আবার কাণপুর অধিকার করিয়া বসিয়াছে;—সিপাহীরা পরাজিত হইয়া কেহ বা বন্দী হইয়াছে, কেহ বা পলায়ন করিয়াছে।

বিদ্রোহের সময় সিপাহীরা যে সকল ইংরাজকে বন্দী করিয়াছিল, তাহাদিগের মধ্যে এক জন বৃদ্ধ ইংরাজ ও তাঁহার অল্পবয়স্ক পুত্র কাণপুরের কেল্লা হইতে অনতিদূরে গঙ্গার অপর পারে একখানি গ্রামে নদীকূলে এক মুসলমানের বাটীতে বন্দী ছিলেন। তাঁহারা সেখান হইতে কেল্লায় ইংরাজের কামানের আওয়াজ শুনিতে পাইতেন; শুনিতেন, গ্রামের লোক জন ইংরাজের জয়ের কথা বলাবলি করিতেছে। বৃদ্ধকে তাহারা এক ঘরে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, বালক বাটীর উঠানে খেলা করিতে পাইত। বুঝি সেই সুন্দর বালকের ঢল ঢল মুখখানি, তাহার সেই কোঁকড়ান সোনার রঙ্গের চুল, সেই নীল নয়ন—এই সব দেখিয়া বালকের উপর তাহাদের একটু দয়া হইয়াছিল।

বৃদ্ধ কেবলই ভাবিতেন, কেমন করিয়া উদ্ধার পাইবেন। তিনি জানিতেন, যদি ইংরাজ সেনাদল জানিতে পারে যে, তাঁহারা এখানে বন্দী হইয়াছেন, তবেই উদ্ধারের উপায় হইবে,—নহিলে নহে। ইংরাজদের নিকট সংবাদ পাঠাইবার নানা উপায় ভাবিতে ভাবিতে এক দিন তিনি ঘরের ক্ষুদ্র জানালা দিয়া চাহিয়া দেখিলেন, কাণপুরের কেল্লার দিকেই গঙ্গার স্রোত।

সেই দিন একখানা কাগজে আপনাদিগের অবস্থা লিখিয়া তিনি সেইখানি পুত্রকে দিয়া বলিলেন, "যদি নদীতীরে শোলা বা সেইরূপ কোনও হাল্‌কা দ্রব্য পাও, তবে তাহাতে এই কাগজখানা বাঁধিয়া নদীতে ভাসাইয়া দিও।"

নীল নয়ন তুলিয়া পিতার মুখপানে চাহিয়া বালক জিজ্ঞাসা করিল, "কেন ?"

পিতা বলিলেন, "যদি কেল্লার কাছে ইংরাজগণ এখানা পায়, তবে আমাদের অবস্থা জানিয়া তাহারা আসিয়া আমাদের উদ্ধার করিবে।"

কালীর অভাবে আপনার হাত চিরিয়া, একটা কাটি দিয়া সেই রক্তে পিতা আপনাদিগের বৃত্তান্ত লিখিয়াছিলেন।

২

দুই তিন দিন গেল। বালক নদীতীরে কোনও লঘু দ্রব্য দেখিতে পাইল না। তাহার পর এক দিন বালক দেখিল, নদীর অপর তীরের নিকট দিয়া একটা মহিষের মৃত দেহ ভাসিয়া যাইতেছে। বালক ভাবিল,—দেহটা যদি এই পারের নিকট দিয়া যাইত, তবে উহাতে কাগজখানা বাঁধিয়া দিতাম!

সেই দিন—যে ঘরে বালকের পিতা বন্দী ছিলেন, সেই ঘরের দাওয়ায় বসিয়া গ্রামের বৃদ্ধগণ পরামর্শ করিতেছিল যে, যখন ইংরাজ জিতিয়াছে, তখন এই পিতাপুত্রকে আর রাখা উচিত নহে; জানিলে ইংরাজেরা গ্রাম উৎসন্ন দিবে; সুতরাং ইহাদিগকে খুন করিয়া ফেলাই সঙ্গত। বালকের পিতা সে কথা শুনিতে পাইয়াছিলেন।

সেই দিন সন্ধ্যার সময় খেলা করিয়া ঘরে আসিয়া বালক দেখিল, তাহার পিতা বসিয়া কাঁদিতেছেন। সে যাইয়া পিতার গলা জড়াইয়া ধরিল,—বলিল, "বাবা, তুমি কাঁদিতেছ কেন ?"

পুত্রের এই কথা শুনিয়া পিতার চক্ষের জল আরও বেগে বহিতে লাগিল। সস্নেহে পুত্রের মুখচুম্বন করিয়া তিনি বলিলেন, "গ্রামের লোকগণ পরামর্শ করিতেছে যে, আমাদিগকে মারিয়া ফেলিবে। আমি আপনি মরি, তাহাতে দুঃখ নাই; কিন্তু তোর কথা ভাবিয়া আমার মনে আর যন্ত্রণার অবধি নাই।" এই বলিয়া তিনি পুত্রকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া আরও কাঁদিতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে পুত্রও কাঁদিতে লাগিল।

কিছু ক্ষণের জন্য পুত্রের মুখ গম্ভীর হইল। সে ভাবিতে লাগিল, কেমন করিয়া

পিতাকে উদ্ধার করিবে। তাহার পর সেই মরা মহিষটার কথা তাহার মনে পড়িল। তাহার গম্ভীর মুখে হাসি ফুটিল ;—সে পিতাকে উদ্ধার করিবার উপায় স্থির করিল।

৩

সে দিন রাত্রে বালক ঘুমাইল না। কিছু ক্ষণ পরেই কাঁদিতে কাঁদিতে বালকের পিতা ঘুমাইয়া পড়িলেন। তখন বালক পিতার সেই কাগজখানি লইয়া, যাহাতে লেখা সহজে মুছিয়া না যায়, এমন করিয়া ভাঁজ করিয়া, একটা পিন দিয়া জামার বুকে আঁটিল। তাহার পর নিঃশব্দে ঘরের দ্বার খুলিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু রাত্রে পাছে তাহারা পলায়ন করে, সেই ভয়ে বাহির হইতে দ্বার বন্ধ থাকিত। দ্বার খুলিতে না পারিয়া, বালক নদীর দিকের জানালা খুলিল। জানালাটি ছোট,কিন্তু বালক একটু চেষ্টা করিতেই, তাহার ক্ষুদ্র শরীর তাহার মধ্য দিয়া গলিয়া গেল। বালক নদীতীরে উপস্থিত হইল।

বালক ভাবিতে লাগিল,—"আমি মরিলেও যদি বাবা বাঁচেন, তবে তাহার অধিক আনন্দ আর কি আছে! এখানে থাকিলে দু' জনেই মরিব। তাহার অপেক্ষা আপনি মরিয়া পিতাকে বাঁচাইব।"

তখন আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে। নদীর চঞ্চল ঢেউগুলির উপর চন্দ্রের উজ্জ্বল আলো খেলা করিতেছে।

বালক নদীর জলে লাফাইয়া পড়িল।

মহিষের মৃতদেহের কথা মনে করিয়া বালক ভাবিয়াছিল, "যদি মৃতদেহ ভাসিয়া যায়, তবে শোলায় কাগজখানা বাঁধিয়া দিলে যে ফল হইত, আমার দেহে কাগজখানা বাঁধিয়া আমি নদীতে পড়িলেও ত তাহাই হইবে!"

৪

কাণপুরে যেখানে নদীতীরে ইংরাজ সেনাগণ ছাউনি করিয়াছিল, সেখানে নদীর একটা ছোট বাঁক ছিল। কাজেই নদীতে যে সকল জিনিস ভাসিয়া যাইত, তাহা প্রায়ই সেখানে আসিয়া লাগিত। বালকের মৃতদেহও সেখানে আসিয়া লাগিয়াছিল।

প্রভাতে দুই জন সৈনিক নদীতীরে আসিয়া দেখিল, নদীর জলে একটি সুন্দর ছেলের মৃতদেহ ভাসিতেছে। তাহার ওষ্ঠাধরে মৃদু হাসি লাগিয়া আছে ; তাহার কোঁকড়া চুলগুলি নদীর জলের উপর ভাসিতেছে ; ঢেউয়ে ঢেউয়ে তাহার দেহখানি দুলিতেছে ; যেন শিশু

দোল্‌নায় ঘুমাইতেছে! সৈনিক দুই জন তাড়াতাড়ি যাইয়া সেনাপতিকে এ সংবাদ দিল। শুনিয়া সেনাপতি নদীতীরে আসিলেন।—তখন বালকের মৃতদেহের উপর সূর্য্যকর পড়িয়াছে। সেনাপতির একটি অল্পবয়স্ক পুত্র বিদ্রোহের সময় নিহত হইয়াছিল। বালকের মৃতদেহ দেখিয়া তাহারই কথা তাঁহার মনে পড়িল,—তাঁহার চক্ষু জলে পূর্ণ হইয়া আসিল।

সেনাগণ শিশুর মৃতদেহ তীরে তুলিল। তুলিয়াই তাহারা দেখিল,—বালকের



মৃতদেহ তীরে তুলিল।

জামায় কি আঁটা রহিয়াছে। তাহারা তাড়াতাড়ি সেখানা খুলিল।

জলে ভিজিয়া রক্তের লেখা অনেকটা ধুইয়া গিয়াছিল। কোনরূপে সেই অস্পষ্ট লেখা পাঠ করিয়া সকলে বৃদ্ধ ও তাঁহার পুত্রের কথা জানিতে পারিল।

* * * * *

ইংরাজ সেনাগণ সেই দিনই যাইয়া বৃদ্ধকে উদ্ধার করিল। কিন্তু পুত্রকে হারাইয়া আপনি উদ্ধার পাইয়াও পিতার মুখে আর হাসি ফুটিল না।



পণ্ডিত-মূর্খ।

সেকালে কোনও পল্লীগ্রামে চারি জন গৃহস্থের চারিটি পুত্র ছিল। সকলেরই ইচ্ছা, ছেলে পণ্ডিত হয়; অগাধ লেখাপড়া শিখিয়া লোকসমাজে সম্মান পায়। কিন্তু ইচ্ছা হইলে কি হইবে—তখন ত আর এখনকার মত গ্রামে গ্রামে স্কুল ছিল না! কোথাও কোথাও দুই এক জন অধ্যাপক ছিলেন মাত্র। আবার তখন পথ ঘাটও ভাল ছিল না; রেলগাড়ী ত হয়ই নাই। কাযেই সকলের পক্ষে ইচ্ছা হইলে লেখা পড়া শেখা—পণ্ডিত হওয়া সহজ ছিল না। আবার শিষ্যকে কয় বৎসর গৃহত্যাগ করিয়া গুরুগৃহে বাস করিতে হইত। গুরু পিতার মত শিষ্যকে খাইতে দিতেন, পরিতে দিতেন, বিদ্যা শিখাইতেন। শিষ্য গুরুর সকল কাজ করিত; আবশ্যক হইলে গুরুর গরু চরাইত, গুরুর ভাত রাঁধিত, গুরুর জন্য ভিক্ষা করিয়া চাউল আনিত। এখন যেমন মাষ্টারের সহিত ছাত্রের যে কিছু সম্বন্ধ স্কুলঘরে—তখন তেমন ছিল না।

অনেক সন্ধানে ভিন্ন জেলায় এক জন অধ্যাপক পাওয়া গেল! তিনি সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, বৃদ্ধ, স্নেহশীল। তিনি যুবকগণকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন। ভাল দিন দেখিয়া যুবকগণ আত্মীয় স্বজনের নিকট হইতে গুরুগৃহে যাত্রা করিল।

গুরু সস্নেহে শিষ্যদিগকে গ্রহণ করিলেন, এবং সযত্নে তাহাদিগকে বিদ্যাশিক্ষা দিতে লাগিলেন। চারি জন শিষ্যের মধ্যে তিন জন শীঘ্রই বিদ্বান হইয়া উঠিল। তাহাদের লেখাপড়া শিখিবার ইচ্ছাও যেমন প্রবল, মেধাও তেমনই তীক্ষ্ণ। এরূপ শিষ্য পাইয়া গুরু বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন। ভাবিলেন, শিষ্যদিগের বিদ্যা দেখিয়া লোকে তাঁহাকে ধন্য ধন্য করিবে। চতুর্থ ছাত্রটি প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও বিদ্যাশিক্ষা করিতে পারিল না। গুরুর

কথা তাহার এক কানে ঢুকিত, অন্য কান দিয়া বাহির হইয়া যাইত। সে আজ সমস্ত রাত্রি জাগিয়া যাহা মুখস্থ করিত, কাল তাহা সব ভুলিয়া যাইত। কিন্তু তাহার খুব বিষয়বুদ্ধি ছিল; অপর তিন জন ছাত্রের তাহা আদৌ ছিল না। সেই জন্য গুরু, সে মূর্খ হইলেও, তাহাকে বিশেষ ভালবাসিতেন। তাহার বিষয়বুদ্ধির গুণে সে সরলহৃদয় গুরুর সংসারের শ্রী ফিরাইয়াছিল। বাস্তবিক, গুরু তাহাকে বিশেষ ভাল না বাসিলে, তাহার পক্ষে গুরুগৃহে বাস অসম্ভব হইয়া উঠিত। তাহার সঙ্গীরা মূর্খ বলিয়া সর্ব্বদাই তাহাকে বিদ্রূপ করিত, এবং তাহার নিকট আপনাদের বিদ্যার গর্ব্ব করিত। গুরু জানিতে পারিলেই তাহাদিগকে তিরস্কার করিয়া নিরস্ত করিতেন। কিন্তু গুরুর অসাক্ষাতে সুযোগ পাইলেই তাহারা তাহাদের মূর্খ সঙ্গীকে ঠাট্টা করিত।

ক্রমে চারি বৎসর কাটিয়া গেল। মেধাবী ছাত্র তিন জনের শিক্ষা সমাপ্ত হইল। তাহারা বিশেষ গর্ব্বিত হইল। গুরুকে জিজ্ঞাসা করিল, "আমাদের শিক্ষা শেষ হইয়াছে। আমরা কি গৃহে যাইব?" গুরু তাহাদিগকে যাইবার অনুমতি প্রদান করিলেন। মূর্খও যাইতে চাহিল। গুরু দেখিলেন, তাহাকে রাখিয়া ফল নাই, সে কিছুতেই বিদ্বান হইতে পারিবে না। তিনি তাহাকেও দেশে ফিরিবার অনুমতি প্রদান করিলেন।

একদিন গুরুকে প্রণাম করিয়া শিষ্যগণ স্বদেশে যাত্রা করিল।

পথে যাইতে যাইতে তাহারা আপনাদের বিদ্যার গর্ব্ব করিতে লাগিল। এখন আর গুরুর তিরস্কারের ভয় নাই; তাহারা মূর্খ সঙ্গীকে বিদ্রূপ করিয়া উত্যক্ত করিয়া তুলিল। তাহারা তাহাকে ন্যায় বা স্মৃতির কথা জিজ্ঞাসা করে; সে উত্তর দিতে পারে না, আর তাহারা উচ্চহাস্য করিয়া তাহাকে ধিক্কার দেয়! তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি দেশে যাইয়া কি বলিবে? এত দিন কি করিতে বিদেশে ছিলে?" সে নিরুত্তর রহিল। এক জন বলিল, "তোমার মত মূর্খ হইলে আমরা লজ্জায় লোকসমাজে মুখ দেখাইতে পারিতাম না।" মূর্খ নীরবে সব শুনিল; মাটীর দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার চক্ষু ছল-ছল করিতে লাগিল।

চলিতে চলিতে যুবকগণ একটা নিবিড় বনের মধ্যে উপস্থিত হইল। বনের স্থানে স্থানে এমনই অন্ধকার যে, দিবাভাগেও রৌদ্র প্রবেশ করে না। চারি দিকে বহু দূর পর্য্যন্ত কোন গ্রাম নাই। বনমধ্যে হিংস্রজন্তুর বাস; মধ্যে মধ্যে তাহাদের গর্জ্জন শুনা যাইতেছে।

এই ভয়ঙ্কর স্থানে আসিয়া আর কাহারও পরিহাসপ্রবৃত্তি রহিল না; সকলেই ভীত হইয়া পড়িল। পথে চলিতে চলিতে তাহারা দেখিতে পাইল, বনমধ্যে এক স্থানে কোন জন্তুর হাড় ও মাথার খুলি ছড়াইয়া পড়িয়া আছে। জন্তুটি কি, জানিবার জন্য তাহাদের কৌতূহল হইল। তাহারা হাড়, নখ ও খুলি ভাল করিয়া দেখিতে লাগিল।

সহসা পণ্ডিত তিন জনের মধ্যে এক জন বলিল, "দেখ, আমি মন্ত্রবলে এই সব হাড়, নখ ও খুলি জুড়িয়া দিতে পারি। মন্ত্র উচ্চারিত করিলেই যে হাড়খানি যেখানকার, সেখানি সেই স্থানে আসিয়া জোড়া লাগিবে, সম্পূর্ণ কঙ্কালখানি দেখিতে পাইবে।"

পণ্ডিত তিন জনের মধ্যে আর এক জন বলিল, "তুমি যদি তাহা করিতে পার, তবে আমি মন্ত্রবলে কঙ্কালের উপর রক্ত, মাংস, চর্ম্ম, কেশ সব উৎপাদিত করিয়া দিব। আমি সে মন্ত্র জানি।"

পণ্ডিত তিন জনের মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তি তখন সগর্ব্বে বলিল,"তোমরা যদি তাহা করিতে পার, তবে আমি জন্তুটির জীবনদান করিব। আমি জীবনদান করিবার মন্ত্র জানি।"

তিন জনই বিদ্যার গর্ব্বে বড় গর্ব্বিত! তাহারা পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল, "আইস আমরা এই কার্য্য করি। আমাদের মূর্খ সহচর আমাদের বিদ্যার প্রভাব বুঝুক। দেখুক, আমরা তাহার অপেক্ষা কত বড়।"

তখন তাহাই স্থির হইল। সকলেই বিদ্যা দেখাইতে ব্যগ্র। প্রথম যুবক আপনার মন্ত্র উচ্চারিত করিল। ঘাসের উপর ছড়ান হাড়, নখ, খুলি সব নড়িয়া উঠিল; যেটি যে স্থানের, ঠক্ঠক্ খট্খট্ করিয়া সেটি সেই স্থানে জুড়িয়া গেল। সকলে সবিস্ময়ে দেখিল, একটা জন্তুর সম্পূর্ণ কঙ্কাল দাঁড়াইয়া আছে। যে মন্ত্র পড়িয়াছিল, তাহার আর আনন্দ ধরে না!

তাহার পর দ্বিতীয় যুবক সেই কঙ্কাল লক্ষ্য করিয়া উচ্চকণ্ঠে মন্ত্র পড়িল। মুহূর্ত্তমধ্যে সেই কঙ্কাল রক্ত, মাংস, চর্ম্ম ও লোমে আবৃত হইয়া গেল। সকলে দেখিল, সম্মুখে একটি সুবৃহৎ সিংহের দেহ! কেবল দেহে প্রাণ নাই।

তখন তৃতীয় যুবক মন্ত্রবলে সেই দেহে প্রাণসঞ্চার করিতে উদ্যত হইল। তাহা দেখিয়া মূর্খ বলিল, "কর কি? এ যে সিংহ। ইহাকে প্রাণ দিলে আমাদের সকলকেই মারিয়া ফেলিবে; কদাচ এমন কাজ করিও না।"

তাহার কথা শুনিয়া পণ্ডিত তিন জন হাসিয়া উঠিল; বলিল, "মূর্খের উপযুক্ত কথাই বটে! আমরা বিদ্যা পরীক্ষা করিতেছি, আর তুমি ভয় করিতেছ! চুপ কর,—আমাদের বিরক্ত করিও না।"

মূর্খ আবার তাহাদিগকে নিবারণ করিতে চেষ্টা করিল। তাহারা তখন বিদ্যার গর্ব্বে অন্ধ, বিপদ দেখিতে পাইল না;—মূর্খ সঙ্গীর কথায় কর্ণপাত করা আবশ্যক বিবেচনা করিল না।

তখন মূর্খ বলিল, "তোমরা যদি একান্তই এ কাজ কর, তবে একটু বিলম্বে করিও! আমি একটা গাছে উঠিয়া লই।" এই বলিয়া সে তাড়াতাড়ি নিকটবর্ত্তী একটা গাছে উঠিল।

সে গাছে উঠিতে না উঠিতে সেই তৃতীয় যুবক আপনার বিদ্যা দেখাইতে ব্যগ্র হইয়া তাহার মন্ত্র উচ্চারিত করিল। চক্ষের নিমিষে সিংহের দেহে প্রাণের সঞ্চার হইল।



সিংহ তাহাদিগকে মারিয়া ফেলিল।

তাহারা দেখিল, তাহাদের সম্মুখে—একটি সুবৃহৎ সিংহ! তাহার চক্ষু জ্বলিতেছে, কেশর কাঁপিতেছে। সে তাহাদেরই দিকে চাহিয়া আছে। তাহারা যে কি: সর্ব্বনাশ

করিয়াছে, তখন তাহা বুঝিতে পারিল। এখন তাহারা বুঝিল, তাহাদের মূর্খ সঙ্গীই বাস্তবিক পণ্ডিত, আর তাহারাই মূর্খ।

বিষম গর্জ্জন করিয়া সিংহ এক লম্ফে তাহাদের উপর পড়িল; নখ ও দন্তের আঘাতে তাহাদিগকে মারিয়া ফেলিল। সিংহ তাহাদিগের রক্ত পান করিল, মাংস আহার করিল। পূর্ব্বে যে স্থানে সিংহের অস্থি পড়িয়াছিল, ঐক্ষণে সেই স্থানে সেই বিদ্যাগর্ব্বিত তিন জন পণ্ডিত-মূর্খের অস্থি পড়িয়া রহিল! সিংহ চলিয়া গেল।

সিংহ চলিয়া গেলে চতুর্থ যুবক গাছ হইতে নামিয়া আসিল। সে তাহার পণ্ডিত-মূর্খ সঙ্গীদিগের জন্য যথেষ্ট বিলাপ করিল; শেষে একাকী গৃহে ফিরিয়া গেল। তাহার সঙ্গীরা বিদ্যাগৌরবে দেশে প্রসিদ্ধ না হইয়া পণ্ডিত-মূর্খের দুর্দ্দশার দৃষ্টান্ত হইয়া রহিল।



সহরের চোর ও গ্রামের চোর।

১

সব লোক যদি সাবধান হয়, তবে যত চোর খায় কি করিয়া? যেবার এ দেশে প্রথম সস্তা তালার আমদানী হয়, সেবার চোরের দুঃখের আর সীমা রহিল না। সহরের যত লোক ত তালা কিনিয়া বসিল; অথচ চোরেরা তখনও তালা খুলিবার যন্ত্র প্রভৃতির যোগাড় করিতে পারে নাই। তাহারা কি করিয়া খাইবে, দুষ্ট লোকেরা একবারও তাহা বিবেচনা করিল না!

এ দিকে চোরদের ব্যবসায় বন্ধ! সব বাক্সে তালা, সব দ্বারে চাবি। চোরের সর্দ্দারগণ পঞ্চায়েত বসাইয়া ভাবিতে লাগিল। শেষে স্থির হইল, ব্যবসায় যখন মন্দা, তখন অধিক লোক রাখিয়া অংশী বাড়ান উচিত নহে। তাহারা নূতন চোরদের বিদায় দিল। নূতন চোরেরা বড় রাগ করিল; বলিল, "এ কেমন বিচার! সুসময়ে আমাদের চোরাই মালের বড় ভাগ তোমাদের দিয়া আমরা অল্প লইয়াছি, আর আজ দুঃসময় বলিয়া আমাদের বিদায় দিবে? 'সুসময়ে অনেকেই বন্ধু বটে হয়, অসময়ে হায় হায় কেহ কার নয়।' এ বড় অন্যায়।"

ন্যায়ই হউক, আর অন্যায়ই হউক, যখন চুরী হয় না, তখন আর চোর থাকিয়া লাভ কি? অগত্যা অনেক চোরই ব্যবসায় ছাড়িল। কেহ ফিরিওয়ালা হইল, কেহ চাকর হইল। কেহ কেহ দেশে ফিরিয়া গেল। যাহাদের কিছু পয়সা ছিল, তাহারা দোকান খুলিল।

যাহারা খুব কাজের লোক, তাহারা পুলিশে চাকরী পাইল। কেবল এক জন কিছুতেই ব্যবসায় ছাড়িল না। সে ভাবিল, আপন ব্যবসায়ে মরণও ভাল, পরের ব্যবসায়ে রাজা হওয়াও কিছু নহে। সে চোরই রহিল।

এ দিকে সেবার বড় দুর্ভিক্ষ। দেশে অন্ন নাই। লোকে হাহাকার করিতেছে। কত লোক না খাইয়া পথের ধারে, মাঠের উপর, বাড়ীর দ্বারে মরিয়া রহিয়াছে। লোকে যখন খাইতে পায় না, তখন চোর আর কি চুরী করিবে? লোকের বাক্সে পয়সা নাই; গোলায় ধান নাই। কাজেই গ্রামের চোরদেরও দুর্দ্দশার সীমা রহিল না। কেহ কেহ না খাইয়াই মরিল। যাহারা রহিল, তাহারা প্রায় সকলেই চোরের ব্যবসায় ছাড়িল। কেহ অন্যত্র গিয়া চাষ করিতে লাগিল; কেহ মজুরের কাজ করিয়া দিন গুজরাণের চেষ্টা করিতে লাগিল। কেবল এক জন কিছুতেই ব্যবসায় ছাড়িল না। সে চোরই রহিল। কিন্তু গ্রামে ত চুরী করিবার কিছু নাই। সে ভাবিল, সহরে ত সুভিক্ষই হউক আর দুর্ভিক্ষই হউক, যেন ভূতে আনিয়া মাল জোগায়; সে স্থানে উৎসবেরও অন্ত নাই, আমোদেরও শেষ নাই। সহরে লোকের অবস্থা ভাল। সহরে যাওয়াই ভাল।

সে সহরে আসিল। সে সহরে তালার জ্বালার কথা জানিত না। আসিয়া দেখিল, সর্ব্বনাশ! সহরে চুরী অসম্ভব। ভাবিয়া ভাবিয়া সে শেষে একদিন একটা ভাঁড় ও খানিকটা গুড় কিনিল। ভাঁড়ে মাটী পুরিয়া তাহার উপরে সেই গুড় দিয়া রাস্তায় ফিরি করিতে বাহির হইল;—"চাই ভাল গুড়? ভাল এক ভাঁড় গুড় চাই?"

এ দিকে সহরের চোরও সেইদিন একটা ফন্দী করিল। সে একটা হাঁড়িতে মাটি পুরিয়া উপরে খানিকটা মাখম দিয়া রাস্তায় ফিরি করিতে বাহির হইল;—"চাই ভাল মাখম? ভাল এক হাঁড়ি মাখম চাই? সস্তায় ভাল মাখম চাই?"

সমস্ত দিনে রাস্তায় দুই চোরে বহুবার সাক্ষাৎ হইল। এমনই কপাল, কেহই জিনিস বিক্রয় করিতে পারিল না। লোকে অল্প জিনিস লইতে চাহে—কেহই এক ভাঁড় গুড় বা এক হাঁড়ি মাখম কিনিতে চাহে না। সন্ধ্যার সময় শ্রান্ত হইয়া দুই জনেই এক স্থানে বসিল। তখন গ্রামের চোর ভাবিল, ইহাকে ঠকাই, মাটী দিয়া মাখম লই। সহরের চোর ভাবিল, ইহাকে ঠকাই, মাটী দিয়া গুড় লই। গ্রামের চোর সহরের চোরকে বলিল, ভাই, দু' জনের কেহই ত কিছু বিক্রয় করিতে পারিলাম না। বোধ হয়, আমরা যাহার

যে জিনিস লইবার নহে, সে সেই জিনিস লইয়াছি। আইস, আমরা জিনিস বদল করি।" সহরের চোর বলিল, "ভাই, সেই ভাল।"

তখন তাহারা জিনিস বদল করিল। দু' জনেরই বড় আনন্দ! এ ভাবিতেছে, উহাকে ঠকাইয়াছি; ও ভাবিতেছে, ইহাকে ঠকাইয়াছি!

বাড়ী যাইয়া দুই জনেই ব্যস্ত হইয়া আনীত দ্রব্য পরীক্ষা করিল। উভয়েই দেখিল,—মাটী দিয়া মাটী আনিয়াছে। দুই জনেই বুঝিল, তাহারা একই দলের! পরদিন উভয়ে সাক্ষাৎ হইল, পরিচয় হইল, বন্ধুত্ব হইল। দুই জনেই একই দলের কি না!

গ্রামের চোর বলিল, বন্ধু! সহরে ত দেখিতেছি, তালার জ্বালায় অস্থির। গ্রামেও দুর্দ্দশার শেষ নাই। তবুও সে মন্দের ভাল। চল, দুই বন্ধুতে গ্রামেই যাই।"

সহরের চোর বলিল, "সেই ভাল।"

২

দুই জনে গ্রামে গেল। গ্রামের কি দুর্দ্দশা! যে সব সবুজ শস্যের ক্ষেত্রে সোনার ফসল ফলিবার কথা, সে সব মাঠ শূন্য। মাঠের ঘাসও সূর্য্যের তাপে শুকাইয়া গিয়াছে। জমী ফাটিয়া ফুটিফাটা হইয়াছে। দেশে অন্ন নাই; কে তাহাদের চাকরী দিবে? শেষে তাহারা এক জন মহাজনের বাড়ী গেল। লোকের দুঃখে মহাজনের সুখ। তাহার গোলার শস্য খুব দামে বিকাইতেছে। কত লোক তাহার দ্বারে পড়িয়া আছে; কাঁদিয়া বলিতেছে, "বাবা, এক মুঠা খাইতে দাও।" কিন্তু সে এমনই নিষ্ঠুর যে, তাহাদের দান করা দূরে থাকুক,—শস্যের দর বাড়াইতেছে।

চোর দুই জন মহাজনের কাছে যাইয়া বলিল, "হুজুর! এবার বড় কষ্ট। আমরা চাকরী পাইতেছি না। আমদের চাকর রাখুন। কেবল খাইতে দিবেন। যাহা বলিবেন, তাহাই করিব।

মহাজন বলিল, "খাইবার লোকের অভাব নাই। দূর হও। আমি চাকর রাখিব না।"

"আমাদের পেটভাতায় চাকর রাখুন। আমরা খুব খাটিতে পারি।"

শেষে মহাজন বলিল, "আচ্ছা, তোমাদের কাজ দেখিয়া তবে রাখা না রাখা স্থির করিব। কাল প্রভাতে এক জন আমার উঠানের কোণের ঐ আমগাছটার গোড়ায় জল দিবে। মাটী বেশ ভিজিয়া যাওয়া চাহি। আর এক জন গরুটাকে মাঠে লইয়া

লইবে, চরাইয়া সন্ধ্যায় বাড়ি আনিবে। যদি পার, তোমাদের খাইতে দিব। কেমন, পারিবে ?"

"যে আজ্ঞা হুজুর!"—বলিয়া চোরেরা স্বীকার করিল। সে রাত্রে তাহারা অনাহারে পড়িয়া রহিল। তাহারা স্থির করিল, সহরের চোর গরু চরাইবে; গ্রামের চোর গাছে জল দিবে।

৩

সহরের চোর ভাবিল, তাহার ভাগ্য ভাল। কেন না, গরু মাঠে চরিবে, সে ত বসিয়া থাকিবে। শেষে সন্ধ্যায় বাড়ী আসিবে। তাহার সঙ্গীকে জল টানিয়া সারা হইতে হইবে। তাহারই শ্রম।

প্রভাতে সহরের চোর গরু লইয়া বাহির হইয়া দেখিল, সর্ব্বনাশ! গোয়াল-ঘরের বাহির হইয়াই গরুটা ছুটিল। বেচারা চোর প্রাণপণশক্তিতে দড়ি ধরিয়া রহিল। গরু তাহাকে হেঁচড়াইয়া টানিয়া লইয়া চলিল। কাঁটায় সহুরে চোরের গাত্র ক্ষতবিক্ষত হইতে লাগিল। জলার ভিতর দিয়া, কাঁটাঝোপের উপর দিয়া, পূতিগন্ধময় আবর্জ্জনার স্থান দিয়া গরুটা তাহাকে লইয়া চলিল। কি দুর্দ্দশা! সন্ধ্যায় সে যখন বহুকষ্টে গরুটিকে লইয়া ফিরিল, তখন তাহার সর্ব্বাঙ্গ রক্তাক্ত, সে মৃতপ্রায়।

এ দিকে গ্রামের চোর ভাবিল, একটা আমগাছের গোড়ার মাটী এক কলসী জলেই ভিজিয়া কাদা হইয়া যাইবে। সে বাঁকও লইল না। কিন্তু সে যত জল আনে, মুহূর্ত্তে মাটীতে অদৃশ্য হইয়া যায়! শেষে সে বাঁক আনিল। সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত পুষ্করিণী হইতে বাঁকে জল টানিয়াও বৃক্ষমূলের মৃত্তিকা ভাল করিয়া ভিজাইতে পারিল না। সন্ধ্যার সময় আর না পারিয়া শ্রান্তদেহে বারান্দায় আসিয়া শুইয়া পড়িল।

সহরের চোর গরুটিকে গোয়াল-ঘরে বাঁধিয়া পুষ্করিণীর জলে রক্তচিহ্ন ধৌত করিয়া আসিল। আসিয়া দেখিল, গ্রামের চোর বারান্দায় শয়ন করিয়া আছে। তাহাকে আসিতে দেখিয়া গ্রামের চোর উঠিয়া বসিল; জিজ্ঞাসা করিল, "ভাই! তোমার দিন কেমন কাটিল ?" সহরের চোর আনন্দের ভান করিয়া বলিল, "ভাই! বড় আরামে দিন কাটিয়াছে। গরুটিকে মাঠে লইয়া গিয়া ছাড়িয়া দিলাম। সে চরিতে লাগিল। আমি একটি বৃক্ষতলে ছায়ায় পাগড়ীটা বিছাইয়া ঘুমাইয়া পড়িলাম। সূর্য্যাস্তকালে ঘুম ভাঙ্গিল। দেখি, গরুটি

নিকটেই চরিতেছে। ডাকিতেই সে আমার কাছে আসিল। এখন তাহাকে গোয়াল-ঘরে বাঁধিয়া রাখিয়া আসিতেছি। এমন শান্ত গরু আর দেখি নাই। তোমার দিন কেমন কাটিল?" গ্রামের চোর বলিল, "এক ঘড়া জল আনিয়া গাছের গোড়ায় দিতেই মাটী ভিজিয়া কাদা হইয়া গেল। সেই হইতে আমি পড়িয়া ঘুমাইতেছি। শুইয়া শুইয়া গায়ে ব্যথা বোধ হইতেছে।"

উভয়েই নীরব হইল।

কিছু ক্ষণ পরে গ্রামের চোর বলিল, "দেখ ভাই! তুমি সহরের লোক; মাঠে ঘোরা তোমার পক্ষে কষ্টকর। আমি তাহাতে অভ্যস্ত। সুতরাং কল্য হইতে তুমি গাছে জল-সেচন করিও, আমি গরু চরাইতে যাইব।"

সহরের চোর বলিল, "সেই ভাল। ভাই! তুমি আমার জন্য কষ্টস্বীকার করিতে চাহিতেছ। তোমার এই দয়ার জন্য আমি তোমার কেনা হইয়া রহিলাম। সুখের বিষয়, গরু চরাইতে তোমাকেও পরিশ্রম করিতে হইবে না। বরং আগামী কল্য হইতে মাঠে গরু লইয়া যাইবার সময় একখানা খাটিয়া লইয়া যাইও। গাছতলায় খাটিয়া পাতিয়া ঘুমাইও; মাটী বড় শক্ত।"

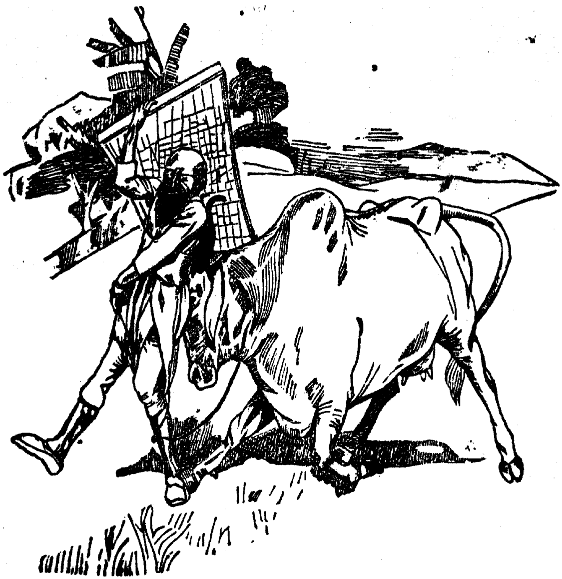
গ্রামের চোর বলিল, "তাহাই হইবে।"

সহরের চোর ভাবিল, সে বড় জিতিল! গ্রামের চোর ভাবিল, সে বড় জিতিল! দুই জনই বড় শ্রান্ত হইয়াছিল। রাত্রিতে উভয়েই গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইল।

পরদিন প্রভাতে গ্রামের চোর গরু লইয়া মাঠে চলিল। সে বন্ধুর কথা মত মাথায় করিয়া একখানা খাটিয়া লইল। গরু সেই খাটিয়া দেখিয়া যেন ক্ষেপিয়া উঠিল। সে ছুটিয়া চলে, বেচারা চোরকে গুঁতায়, আর লাফায়! বেচারা চোর মরার মত হইল। শেষে আর না পারিয়া সে খাটিয়ায় গরুর দড়ি বাঁধিয়া তাহার উপর বসিল;—ভাবিল, গরুটা খাটিয়া সমেত তাহাকে টানিয়া লইয়া যাইবে। চক্ষের নিমেষে গরুটা ছুটিয়া একটা খালের জলে পড়িল। বেচারা চোর বহুকষ্টে হাবুডুবু খাইয়া কূলে উঠিল। সমস্ত দিনই এইরূপ যন্ত্রণায় কাটিল।

এ দিকে সহরের চোর জীবনে কখনও বাঁকে জল বহে নাই। সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত জল বহিয়া সেও মরার মত হইয়া পড়িল।

সন্ধ্যায় উভয়ের সাক্ষাৎ হইল। উভয়ে উভয়ের বুদ্ধির প্রশংসা করিল। শেষে গ্রামের চোর বলিল, "ভাই! আমগাছটার গোড়ায় কিছু আছে; আজ খুঁড়িয়া দেখিতে হইবে।"



গরুটা যেন ক্ষেপিয়া উঠিল!

সহরের চোর বলিল, "বেশ কথা বলিয়াছ।"

সেই দিন গভীর রাত্রে—বাড়ীর আর সব লোক ঘুমাইয়া পড়িলে, তাহারা কোদালী, ঝুড়ি ও বাঁক লইয়া আমগাছের তলায় উপস্থিত হইল। উভয়ে পালা করিয়া খুঁড়িতে লাগিল। এক জন খোঁড়ে, আর অপর জন ঝুড়িতে করিয়া মাটী তুলিয়া ফেলে। ক্রমে গর্ত্ত গভীর হইতে লাগিল। তখন গর্ত্তের উপরের চোর বাঁক নামাইয়া দিতে লাগিল; গর্ত্তের মধ্য হইতে বাঁকের দুই দিকে ঝুড়িতে মাটী বোঝাই হইলে টানিয়া তুলিয়া ফেলিয়া দিয়া আসিতে লাগিল।

এই ভাবে সারা রাত্রি যায়। উষার সময় সময় গ্রামের চোর উপরে দাঁড়াইয়া শুনিল, মধ্যে যেন কোদালী কোন ধাতুপাত্রে আহত হইল। সে সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, "ভাই ! ও কি ?"



পশ্চাৎদিকে আমি।

গর্ত্তের মধ্য হইতে সহরের চোর উত্তর করিল, "চুপ কর। দুই ঘড়া মোহর। বাঁক নামাইয়া দাও।

গ্রামের চোর তাড়াতাড়ি বাঁক নামাইয়া দিল। সে টানিয়া দেখিল, বাঁকের দুই দিকই ভারী; ভাবিল, দুই দিকে দুই ঘড়া টাকা দিয়াছে। সে বাঁক তুলিয়া স্কন্ধে ফেলিয়া গৃহের দিকে ছুটিল।

পথে যাইতে যাইতে গ্রামের চোর আপনা-আপনি বলিল, "বোকাটাকে কেমন ঠকাইয়াছি! সে রহিল গর্ত্তের মধ্যে; আর আমি টাকা লইয়া পলাইলাম। আমার কি বুদ্ধি!"

বাঁকের পশ্চাৎ দিক হইতে সহরের চোর বলিল, "ভাই, অত খুসী হইও না। এক ঘড়া মোহর ছিল। সে ঘড়া তোমার সম্মুখের দিকে। পশ্চাৎ দিকে আমি!"

গ্রামের চোর ভয়ে বাঁক ফেলিয়া দিল। সে নির্ব্বোধ! সে এত পথ সহরের চোরটাকে বহিয়া মরিয়াছে! কিন্তু এখন আর ঝগড়া করিয়া কি হইবে? উভয়ে আপোষে মিল করিয়া লইল। দুই চোর একত্র গ্রামের চোরের বাড়ী গেল, এবং মোহরের ঘড়া লুকাইয়া রাখিল।

৪

রাত্রিকালে তাহারা মোহরের ঘড়া বাহির করিল। তাহারা এত চুরী করিয়াছে, কিন্তু জীবনে কখনও এক স্থানে এত মোহর দেখে নাই। কি খাঁটি সোনা! প্রদীপের আলোকে মোহরগুলা ঝক্ ঝক্ করিতে লাগিল! এই দুর্ভিক্ষের দিনে, এত দিন কষ্টভোগের পর প্রচুর অর্থ পাইয়া তাহাদের কি আনন্দ! তাহা কি ভাষায় প্রকাশ করা যায়? দুই জনেই বুঝিল, জীবনে আর চুরী না করিলেও চলিবে—সুখে দিন কাটিবে।

তাহারা গণিয়া গণিয়া ভাগ করিতে লাগিল। শেষে একটি মোহর অধিক হইল। সেটি কে লইবে? সহরের চোর বলে, "আমি প্রথমে পাইয়াছি; ওটি আমার।" গ্রামের চোর বলে, "আমি প্রথম দখল করিয়াছি; ওটি আমার।" কিছুতেই আর মীমাংসা হয় না। শেষে গ্রামের চোর বলিল, "আচ্ছা, ওটি আজ লুকাইয়া রাখি। কল্য প্রভাতে বাজারে পোদ্দারের দোকানে ভাঙ্গাইয়া দুই জনে টাকা ভাগ করিয়া লইব।"

সহরের চোর বলিল, "সেই ভাল।"

নেকড়ায় জড়াইয়া মোহরটি লুকাইয়া রাখিয়া উভয়ে ঘুমাইতে গেল; কিন্তু দুই জনেরই মনে সন্দেহ রহিল, পাছে সে ঠকে।

অল্প ক্ষণ পরেই সহরের চোরের নিদ্রাভঙ্গ হইল। গ্রামের চোর মোহরটি সরাইয়াছে

কি না দেখিবার জন্য সে উঠিল; যে স্থানে মোহরটি রাখা হইয়াছিল, সেই স্থানে সন্ধান করিয়া দেখিল, মোহর নাই। সে বুঝিল, এ তাহার সঙ্গীর কাজ। সে ধীরে ধীরে যে স্থানে তাহার সঙ্গী ঘুমাইতেছিল, সেই স্থানে গমন করিয়া দেখিল, তাহার দক্ষিণ হস্ত কুনুই পর্য্যন্ত সাদা। সে মনে মনে বলিল, আমার সঙ্গে চালাকী! এ ময়দার ছালায় মোহর লুকাইয়া রাখিয়াছে।

সে ময়দার ছালা সন্ধান করিয়া মোহরটি বাহির করিল। তাহার পর সেটিকে লুকাইয়া আসিয়া দীপ নিভাইয়া ঘুমাইল।

কিছু ক্ষণ পরে গ্রামের চোর নিদ্রান্তে উঠিয়া ভাবিল, "দেখিয়া আসি, মোহরটা ময়দার ছালায় আছে কি না।" চোরের মনে সদাই সন্দেহ।

সে সন্ধান করিয়া বুঝিল, তাহার সঙ্গী সেটিকে সরাইয়াছে। তাহার সঙ্গীর ঘর অন্ধকার দেখিয়া গ্রামের চোর দীপ জ্বালিয়া তাহার নিকটে গেল। সহরের চোর ঘুমাইতেছে; সে বড় খুসী—বন্ধুকে ফাঁকি দিয়াছে! তাহার মুখে প্রফুল্লভাব। গ্রামের চোর স্পর্শ করিয়া বুঝিল—সঙ্গীর দুই পদ হাঁটু পর্য্যন্ত ও দক্ষিণ হস্ত কুনুই পর্য্যন্ত শীতল। সে বুঝিল, সঙ্গী পুষ্করিণীতে মোহর লুকাইয়া রাখিয়া আসিয়াছে।

সে পুষ্করিণীর ধারে উপনীত হইল। সে পূর্ব্ব পাহাড়ে গেল—ভেকগুলা শব্দ শুনিয়া জলে লাফাইয়া পড়িল। পশ্চিম ও উত্তর তীরেও তাহাই হইল। কেবল দক্ষিণ দিকের তীরে ভেক ছিল না। চোর মনে মনে বলিল, "বুঝিয়াছি; হতভাগা চোর এই দিকে জলে নামিয়াছে।" সে জলে নামিয়া পাঁকে সন্ধান করিতে লাগিল; মোহর-বাঁধা নেকড়াখানা পাইল, কিন্তু মোহর নাই। সে বুঝিল, তাহার সঙ্গী তাহাকে ঠকাইবার জন্য অন্যত্র মোহর রাখিয়া নেকড়াখানা আনিয়া পাঁকে রাখিয়াছে।

প্রতিশোধ লইবার সঙ্কল্প করিয়া গ্রামের চোর গৃহে আসিয়া স্ত্রীকে জাগাইল ও সব কথা বলিল। তাহার পর স্ত্রী পুরুষে নিদ্রিত সহরের চোরের মুখ বাঁধিয়া তাহাকে পাটি দিয়া জড়াইয়া দড়ী দিয়া বাঁধিল। যেন মড়া বাঁধা হইল। গ্রামের চোর তাহাকে উঠাইয়া শ্মশানের দিকে লইয়া গেল; তাহার স্ত্রী বাড়ীর দাওয়ায় পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল, "ও গো! আমার কি হলো গো! আমার দাদা আমায় দেখ্‌তে এসে সাপের কামড়ে মলো গো!" গ্রামের লোকে তাহাই বিশ্বাস করিল।

শ্মশানে আসিয়া গ্রামের চোর একটা বড় বটগাছের ডালে দড়ী বাধাইয়া সঙ্গীকে টানিয়া তুলিল ও ডালে ঝুলাইয়া বাঁধিল।

ঠিক সেই সময় এক দল ডাকাত সেই স্থান দিয়া যাইতেছিল। গ্রামের চোর ভয়ে সেই গাছে উঠিয়া আড়ালে লুকাইয়া রহিল।

সেই গাছতলা দিয়া যাইবার সময় এক জন ডাকাইত উপরের দিকে চাহিল। সে সঙ্গীদের বলিল, "দেখ, ডালে একটা মড়া ঝুলিতেছে। আজ ত মড়া দেখিয়া চলিলাম, দেখি অদৃষ্টে কি ঘটে।" গ্রামের চোর সেই ডালে লুকাইয়া রহিল। কিছু ক্ষণ পরেই ডাকাইতের দল গ্রামের জমীদারের বাড়ী লুট করিয়া ফিরিল। তাহারা বহু স্বর্ণালঙ্কার, রৌপ্যপাত্র ও অর্থ লইয়া সানন্দে ফিরিতেছিল। তাহারা সেই গাছতলায় পঁহুছিলে সর্দ্দার বলিল, "আমরা এই মড়াটা দেখিয়া গিয়াছিলাম। আজ যেমন মাল পাইয়াছি, এমন সচরাচর জুটে না। চল, মড়াটাকে লইয়া যাই, মাথাটা কাটিয়া রাখিয়া দিব। ডাকাতি করিতে যাইবার সময় মুণ্ডটা দেখিয়া যাত্রা করিব।"

দলের সকলে বলিল, "সেই ভাল।"

দলের দুই জন গাছে উঠিয়া মড়াকে নামাইয়া আনিল। সর্দ্দার তরবারী দিয়া পাটি-বাঁধা দড়িগুলি কাটিয়া ফেলিতেই সহরের চোর লাফাইয়া উঠিল। "ভূত! ভূত!" বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে দস্যুরা ভয়ে দ্রব্যাদি ফেলিয়া পলাইয়া গেল।

তখন সহরের চোর গ্রামের চোরকে বলিল, "কেমন! তুমি আমাকে ঠকাইবে ভাবিয়া-ছিলে। এখন দেখ, আমার জন্য কত জিনিস পাওয়া গেল।"

গ্রামের চোর গাছ হইতে নামিয়া আসিল; বলিল, "ভাই! মোহরটা তোমারই প্রাপ্য। চল, বাটী যাইয়া এ সব দ্রব্য ভাগ করিয়া লই।"

* * * * * *

তাহার পর দুই চোর সব সমান ভাগ করিয়া লইল। কেবল সহরের চোর সেই মোহরটা অধিক পাইল। সহরের চোর আপনার বাড়ী চলিয়া গেল।

ইহার পর তাহারা কেহই চুরী করে নাই। সেই অর্থে তাহাদের সংসার চলিবার আর ভাবনা রহিল না।

-○○-



পুষ্পময়ী।

এক দেশে এক রাজা ছিলেন। রাজার বিস্তৃত রাজত্ব; অসীম ঐশ্বর্য্য। রাজার সুশাসনে দেশের লোক বড় সুখে ছিল। রাণীর ছেলে মেয়ে কিছু ছিল না। একদিন সকালে রাণী রাজবাড়ীর অন্দর-মহলের বাগানে বেড়াইতেছিলেন। তখন সকালের বাতাসে নানা ফুলের সৌরভ আসিতেছিল; প্রভাতের আলোকে পাখীরা জাগিয়া মধুর গান গাহিতেছিল। রাণী দেখিতে লাগিলেন, চারি দিকে কত ফুল ফুটিয়া বাগান আলো করিয়াছে। রাণী একটা গাছ হইতে একটা ফুল তুলিলেন; তুলিয়া ভাবিলেন—"আমার যদি এই ফুলের মত সুন্দর একটি মেয়ে হয়!"

ইহার কিছু দিন পরে রাণীর একটি মেয়ে হইল। মেয়ে সত্য সত্যই ফুলের মত সুন্দর— দেখিলেই ভালবাসিতে ইচ্ছা করে। রাণী আদর করিয়া মেয়ের নাম রাখিলেন,—পুষ্পময়ী। পুষ্পময়ী ফুটন্ত ফুলের মত রাজবাড়ী আলো করিয়া থাকিত। রাণী মেয়েকে চক্ষের আড়াল করিতেন না; মেয়ে এ ঘর হইতে ও ঘরে যাইলে, রাণী ভাবিয়া সারা হইতেন। রাজা ও রাণী মেয়েকে বড় ভালবাসিতেন।

এমনই সুখে কয় বৎসর কাটিয়া গেল। তাহার পর রাণীর পীড়া হইল—এত স্নেহের মেয়েকে ছাড়িয়া রাণী লোকান্তরিতা হইলেন।

রাণীর মৃত্যুর পর রাজা আবার বিবাহ করিলেন। জাঁকজমক করিয়া ছোট রাণীকে রাজবাড়ীতে আনা হইল। রাজবাড়ীতে সতীনের মেয়ে পুষ্পময়ীর আদর দেখিয়া ছোট

রাণীর বড় হিংসা হইত। ছোটরাণী সদাই ভাবিত,—কিসে সতীনের মেয়ে পুষ্পময়ীর অনিষ্ট করিবে। ছোটরাণী বাপের বাড়ীতে এক দুষ্ট যাদুকরের নিকট হইতে একখানা আয়না কিনিয়াছিল; সে আয়নাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিলে আয়না সত্য উত্তর দিত। ছোট রাণী একটা বাক্সে সেই আয়নাখানা লুকাইয়া রাখিত।

ছোট রাণীর মনে মনে বিশ্বাস ছিল যে, তাহার মত সুন্দরী আর কেহ নাই। ছোট রাণীর রূপের গর্ব্বের আর সীমা ছিল না। কেহ তাহার রূপের নিন্দা করিলে ছোট রাণীর তাহা সহ্য হইত না; কেহ তাহার রূপের প্রশংসা করিলে ছোট রাণীর আনন্দ আর ধরিত না। একদিন ছোট রাণী নানারূপ গহনা পরিয়া সেই আয়নাখানি বাহির করিল; আয়নার কাছে আপনার রূপের প্রশংসা শুনিবার আশায় আয়নাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আয়না! বল দেখি, জগতে কে সকলের অপেক্ষা অধিক সুন্দরী?" আয়না উত্তর করিল,—

"পুষ্পময়ী,—রাণী! তোর সতীনের মেয়ে,
এ জগতে রূপসী সে সকলের চেয়ে।"

আয়নার উত্তর শুনিয়া ছোট রাণীর মন হিংসায় জ্বলিতে লাগিল; সে কেবল ভাবিতে লাগিল,—কিসে পুষ্পময়ীর অনিষ্ট করিবে।

এই সময় রাজা একদিন মৃগয়া করিতে গেলেন। পুষ্পময়ীকে সাবধানে থাকিতে বলিয়া, ছোট রাণীর হাতে পুষ্পময়ীর ভার দিয়া, অনেক লোক জন, হাতী, ঘোড়া লইয়া, রাজা মৃগয়ায় বাহির হইলেন।

এ দিকে ছোট রাণী ভাবিল,—এই সুযোগে পুষ্পময়ীকে দূর করিতে হইবে। ছোট রাণী দুই জন জল্লাদকে ডাকিয়া বলিল যে, পুষ্পময়ীকে নগরের বাহিরে কোথাও লইয়া গিয়া কাটিতে হইবে,—কেহ যেন জানিতে না পারে। জল্লাদগণ প্রথমে কিছুতেই এ কাজ করিতে সম্মত হইল না। ছোটরাণী তাহাদিগকে অনেক অর্থ দিল; আর বলিল, কাজ শেষ করিয়া আসিলে আরও অনেক অর্থ দিবে। লোভে পড়িয়া জল্লাদগণ স্বীকৃত হইল তাহারা পুষ্পময়ীকে লইয়া চলিয়া গেল।

পথে পুষ্পময়ীকে ভাল করিয়া দেখিয়া ও তাহার কথা শুনিয়া জল্লাদ দুই জনের এক জন আর এক জনকে বলিল, "আমি এমন মেয়েকে কাটিতে পারিব না; তুই পারিস্ যদি তবে কাট্।" সে বলিল, "আমিও পারিব না।" তখন জল্লাদ দুই জন পুষ্পময়ীকে লইয়া নগরের বাহিরে গেল। নগরের বাহিরে বড় বন; তাহার পরেই আর এক রাজার রাজত্ব। সেই বনে পুষ্পময়ীকে ছাড়িয়া দিয়া, জল্লাদ দুই জন একটা কুকুর কাটিয়া তাহার রক্ত লইয়া গিয়া ছোট রাণীকে দেখাইল। ছোট রাণী ভাবিল,—"এত দিনে আপদ চুকিল।" সে জল্লাদ দুই জনকে অনেক পুরস্কার দিল।

কয় দিন পরে রাজা মৃগয়া করিয়া ফিরিলেন। এবার আর কেহ "বাবা! বাবা!" বলিয়া ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিল না। রাজা অন্দরমহলে ছুটিয়া গেলেন। ছোট রাণী কান্নার স্বরে রাজাকে বলিল যে, সর্পদংশনে পুষ্পময়ীর মৃত্যু হইয়াছে; তাহাকে নদীতে ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে। শুনিয়া রাজার দুঃখের আর সীমা রহিল না;—রাজা মেয়ের জন্য ব্যাকুল হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

৩

এ দিকে সেই নিবিড় বনে পুষ্পময়ী একাকিনী রহিল। পুষ্পময়ী বনের চারি দিকে দেখিতে লাগিল—কোথাও জনমানব নাই। কোথায় যাইবে স্থির করিতে না পারিয়া পুষ্পময়ী সেই বনের এক দিকে চলিল। কিছু দূর যাইয়া সে দেখিল,—ঘন বনের মধ্যে একখানি ছোট কুটীর। কুটীরে প্রবেশ করিয়া পুষ্পময়ী দেখিল, সাতটি ছোট ছোট বিছানা পাতা, সাতটি পাত্রে সাত জনের খাদ্য, সাত জনের মত সব সজ্জিত রহিয়াছে। পুষ্পময়ী একটা বিছানায় শয়ন করিল,—পথ হাঁটিয়া সে বড় শ্রান্ত হইয়াছিল; শুইতে না শুইতে ঘুমে তাহার চক্ষের পাতা মুদিয়া আসিল।

সেই কুটীরে সাত জন বামন বাস করিত। বনে একটা স্বর্ণের খনি ছিল; তাহারা ভিন্ন আর কেহ সে খনির সন্ধান জানিত না; তাহারা সেই খনি হইতে সোনা তুলিয়া বিক্রয় করিত। সমস্ত দিন খনিতে কাজ করিয়া বিকালে তাহারা গৃহে আসিয়া দেখিল যে, তাহাদের আঁধার ঘর আলো করিয়া একটি মেয়ে ঘুমাইতেছে! তাহারা ভাবিল, এ বুঝি কোন পরী হইবে!

পুষ্পময়ীর ঘুম ভাঙ্গিলে, পুষ্পময়ীর কাহিনী শুনিয়া তাহারা বলিল, "তুমি আমাদের এখানে থাক; তোমাকে কোথাও যাইতে হইবে না।"



সাত জন বামন।

তাহারা পুষ্পময়ীকে আপন সন্তানের মত ভালবাসিত। বনের কত মিষ্ট ফল, কত সুন্দর ফুল তাহারা নিত্য পুষ্পময়ীকে আনিয়া দিত। তাহারা সকালে খনিতে যাইত, বিকালে ফিরিয়া আসিত। আর পুষ্পময়ীকে প্রতিদিন বলিয়া যাইত,—"আমরা আসিয়া না ডাকিলে কিছুতেই ঘরের দুয়ার খুলিও না।" তাহারা চলিয়া গেলেই পুষ্পময়ী ঘরের দুয়ার বন্ধ করিত; আবার তাহারা ফিরিয়া আসিয়া ডাকিলে, তবে দুয়ার খুলিয়া দিত।

এমনই করিয়া কিছু দিন গেল।

ছোট রাণী স্বপ্নেও ভাবিত না যে, পুষ্পময়ী বাঁচিয়া আছে।

৪

একদিন ছোট রাণী সেই আয়নাখানি বাহির করিল; আয়নাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"বল ত আয়না! জগতে কে সকলের অপেক্ষা রূপসী?" আয়না উত্তর করিল,—

"পুষ্পময়ী,—রাণী! তোর সতীনের মেয়ে,
এ জগতে রূপসী সে সকলের চেয়ে।"

ছোট রাণী অবাক্ হইয়া গেল! সে কি! পুষ্পময়ী ত মরিয়াছে! ছোট রাণী অনেকক্ষণ বসিয়া ভাবিল; তাহার পর আবার আয়নাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"বল ত আয়না! পুষ্পময়ী এখন কোথায়?" আয়না উত্তর করিল,—

"সাতটি বামন যেথা করে কোলাহল,
পুষ্পময়ী সেই গৃহ করিছে উজ্জ্বল!"

ছোট রাণী খোঁজ লইয়া জানিল, নগরের বাহিরে বনে সাত জন বামন বাস করে। এক দিন খেল্‌না-বিক্রেতা সাজিয়া ছোট রাণী সেই বনে গেল। খুঁজিয়া বামনদের কুটীর বাহির করিয়া, কুটীরের সম্মুখে গিয়া সে হাঁকিতে লাগিল,—"চাই, ভাল চিরুণী চাই!" ভাল চিরুণীর কথা শুনিয়া বামনদের নিষেধ ভুলিয়া পুষ্পময়ী কুটীরের দুয়ার খুলিল; ছোট রাণীকে জিজ্ঞাসা করিল, "ভাল চিরুণী আছে?" ছোট রাণী একখানা খুব ভাল চিরুণী পুষ্পময়ীকে দিল। পুষ্পময়ীর বড় আনন্দ হইল।

চিরুণী দিয়াই ছোট রাণী চলিয়া গেল।

চিরুণীতে বিষ মাখান ছিল;—মাথায় দিয়াই পুষ্পময়ী অচেতন হইয়া পড়িল।

পুষ্পময়ী অচেতন হইবার অল্প ক্ষণ পরেই বামনেরা কুটীরে ফিরিয়া আসিল। তাহারা পুষ্পময়ীকে সচেতন করিবার জন্য নানা চেষ্টা করিতে লাগিল। এক জন তাহার মাথায় সেই চিরুণীখানা দেখিতে পাইল;—সে তখনই সেখানা ফেলিয়া দিল। তাহার পর অনেক কষ্টে পুষ্পময়ীর চেতনা হইল।

এবার বামনগণ পুষ্পময়ীকে বিশেষ করিয়া বলিল, যেন তাহারা চলিয়া গেলেই সে কুটীরের দুয়ার বন্ধ করে, আর তাহারা আসিয়া ডাকিলে তবে দুয়ার খুলিয়া দেয়;—তাহারা না ডাকিলে সে যেন কিছুতেই দুয়ার না খুলে।

এ দিকে ছোট রাণী ভাবিল, যে, এবার পুষ্পময়ী নিশ্চয়ই মরিয়াছে ; এই ভাবিয়া তাহার মনে আর আনন্দ ধরে না।

কিন্তু পুষ্পময়ী সেই বনে বামনদের কুটীরেই বাস করিতে লাগিল।

৫

কিছু দিন পরে এক দিন ছোট রাণী একখানি ভাল কাপড় পরিল ; নানাবিধ মণি মুক্তার গহনায় দেহ সাজাইল ; তাহার পর সেই আয়নাখানি বাহির করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আয়না ! বল দেখি আজ, জগতে কে সকলের অপেক্ষা রূপসী ?" আয়না উত্তর করিল,—

"পুষ্পময়ী,—রাণী ! তোর সতীনের মেয়ে,
এ জগতে রূপসী সে সকলের চেয়ে।"

শুনিয়া ছোট রাণী রাগে জ্বলিয়া গেল। তা'র পর সে এক ঝুড়ী ফল লইয়া ফল-বিক্রেতা সাজিয়া সেই বনে গেল। বামনদের কুটীরের সম্মুখে গিয়া সে হাঁকিল, "ভাল ফল নেবে গো !" পুষ্পময়ী আবার বামনদের নিষেধ ভুলিয়া দুয়ার খুলিল ;—জিজ্ঞাসা করিল, "কি ফল আছে ?" ছোট রাণী ঝুড়ী নামাইয়া ফল দেখাইতে লাগিল। পুষ্পময়ী পছন্দ করিয়া একটা আতা লইল। আতায় বিষ মাখান ছিল। আতা মুখে দিয়াই পুষ্পময়ী অজ্ঞান হইয়া পড়িল। তখন ছোটরাণী আনন্দিতা হইয়া চলিয়া গেল।

এ দিকে বামনগণ কুটীরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, পুষ্পময়ী অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া আছে,—যেন রৌদ্রের তাপে ফুল ম্লান হইয়া পড়িয়াছে।

এবার তাহারা আর পুষ্পময়ীকে বাঁচাইতে পারিল না।

সারা রাত্রি পুষ্পময়ীকে বাঁচাইবার জন্য নানারূপ চেষ্টা করিয়া, বামনগণ সকালে তাহার মৃতদেহ লইয়া শশ্মানে চলিল।

সেই সময় এক রাজা সেই বনে মৃগয়া করিতে আসিতেছিলেন। পুষ্পময়ীর পিতার রাজত্বের পার্শ্বেই তাঁহার রাজত্ব।

সাতটি ছোট ছোট মানুষ পরীর মত একটি ছোট বালিকার দেহ বহিয়া লইয়া যাইতেছে দেখিয়া,—ব্যাপার কি জানিতে রাজার ইচ্ছা হইল। রাজা বামনদিগকে দাঁড়াইতে বলিলেন। বামনগণ দাঁড়াইল।

রাজা চিকিৎসা-বিদ্যা জানিতেন ; তিনি পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, মেয়েটি তখনও

মরে নাই; বিষে অজ্ঞান হইয়া আছে। রাজা বনের কি একটা গাছের পাতার রস করিয়া পুষ্পময়ীর মুখে দিলেন। পুষ্পময়ী একটু একটু করিয়া চক্ষু মেলিল। ক্রমে ক্রমে পুষ্পময়ীর জ্ঞান হইল। পুষ্পময়ীর নিকট রাজা তাহার সকল কথা শুনিলেন; তখন তিনি তাহাকে সঙ্গে করিয়া রাজবাড়ীতে লইয়া যাইতে চাহিলেন। সে কথা শুনিয়া বামনদের যেমন আনন্দ হইল, তেমনই দুঃখ হইল। তাহারা বলিল, "আমাদের কুটীরে পুষ্পময়ীর কত কষ্টই হইয়াছে; এখন সে কষ্ট আর থাকিবে না; কিন্তু আমায়ের কুটীর এবার সত্য সত্যই অন্ধকার হইল!" রাজা তাহাদিগকে বলিলেন, "তোমরাও আমার সঙ্গে চল, আমার বাড়ীতে থাকিবে।" তখন বামনদের আনন্দের আর সীমা রহিল না।



রাজা বলিলেন,—"তোমরাও আমার সঙ্গে চল।"

সকলে রাজবাড়ীতে আসিলেন।

৬

তাহার পর বড় ঘটা করিয়া সেই রাজার ছেলের সঙ্গে পুষ্পময়ীর বিবাহ হইল। সে বিবাহে অনেক রাজা রাণী আসিলেন। পুষ্পময়ীর পিতা ও বিমাতাও আসিলেন।

বিবাহের পর ক'নের মুখ দেখিবার সময় ছোট রাণী দেখিল, ক'নে আর কেহই নয়—পুষ্পময়ী। রাগে ছোট রাণী সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

ঘরের দুয়ারেই একটা সাপ পড়িয়াছিল। ছোট রাণী যখন ঘর হইতে বাহির হইয়া যায়, তখন সেটার ঘাড়ে পা দিয়া ফেলিল। সাপ ছোট রাণীকে দংশন করিল। রাগে, হিংসায় ও সাপের বিষে জ্বলিতে জ্বলিতে ছোট রাণী মরিয়া গেল।



ভালুকের লেজ কাটা

তোমরা এখন দেখ, ভালুকের লেজ নাই; আর ভাব, বুঝি কোন কালেই ভালুকের লেজ ছিল না। সে কথাটা কিন্তু সত্য নহে। সে কালে ভালুকের লেজ ছিল। কেমন করিয়া সে লেজ গেল, আজ সেই গল্প বলিব। ভালুক তিন জাতীয়,—সাদা, মেটে, আর কাল। সাদা ভালুকেরা বড়লোক; মেটে ভালুকেরা মধ্যবৃত্ত গৃহস্থ লোক; আর কাল ভালুকেরা চাষা। সাদা ভালুকের যিনি কর্ত্তা, তিনি খুব বড়লোক; কাল ও মেটে ভালুকদের রাজারা সাদা ভালুকের রাজার অধীন। একটা পাহাড়ের বড় গহ্বরে সাদা ভালুকের রাজা বাস করেন। তাঁহার নাম "ভেলো"; তাহার রাণীর নাম "ভেলি"।

যেখানে সাদা ভালুকদের বাস, সে দেশে বড় বরফ—বার মাস বরফের শেষ নাই। একবার একখানা জাহাজ সেখানে গিয়া উপস্থিত হয়। জাহাজের লোকেরা পাহাড়ে উঠিয়া সব দেখিতেছিল; কি কথায় কথায় তাহারা হাসিয়া উঠিল। রাজা ভেলো সেই হাসি শুনিয়া বলিলেন,—"ও কি?" কেহই উত্তর দিতে পারিল না। তখন রাজা বলিলেন, "চল, দেখিতে যাই।" সকলে চেঁচাইয়া বলিল,—"চল, দেখিতে যাই।"

এ দিকে ভালুকের দল আসিতেছে দেখিয়া জাহাজের লোকেরা ভয়ে পলাইয়া গেল। তাহা দেখিয়া রাজা বলিলেন, "আমি উপরে যাইয়া দেখিয়া আসি, উহারা কি করিতেছিল।" আর সকলে বলিল, "আমরাও যাইব।" রাজা তাহাদের বারণ করিয়া একাকী উপরে গেলেন। একে পাহাড়ের গা ঢালু, তাহাতে আবার তাহার উপর বরফ পড়িয়াছে;—রাজা

যেই বসিলেন, অমনি সড়্ সড়্ করিয়া নিম্নে আসিয়া পড়িলেন। রাজার খুব আমোদ বোধ হইল। তিনি রাণীকে ডাকিতে পাঠাইলেন। রাজার আদেশে রাণী আসিলেন। তখন রাজা, রাণী, আর মন্ত্রী প্রভৃতি সকলে কেবল পাহাড়ের উপরে বসেন, আর নিম্নে আসিয়া পড়েন! এইরূপে সমস্ত দিন আমোদআহ্লাদে কাটাইয়া সন্ধ্যার সময় সকলে বাড়ী ফিরি



প্রত্যহ প্রাতে ভৃত্য রাজার লেজ আঁচড়াইয়া দিত। পর দিন সকালে চাকর রাজার লেজ আঁচ্ড়াইয়া দিতে আসিয়া দেখে, লেজ নাই! কি সর্ব্বনাশ! রাজা ত প্রথমে বিশ্বাসই করিলেন না; তাহার পর আয়না লইয়া দেখেন, ব্যাপার সত্য। তখন রাজা তাড়াতাড়ি রাণীর ঘরে যাইয়া দেখেন, রাণী লেজের শোকে কাঁদ-কাঁদ!

তখন রাজা ও রাণী মন্ত্রীদিগকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। প্রধান মন্ত্রী তিন জন আসিয়া উপস্থিত হইলে রাজা বলিলেন,—"আমাদের দিকে পিছন ফিরিয়া দাঁড়াও।" তাহারা বলিল, "তাহা হইলে আপনাদের অপমান করা হইবে।" রাজা বলিলেন, "যদি আমার কথা না শুন, তবে এখনই তোমাদের গলা কাটিব।" তাহারা ফিরিয়া দাঁড়াইলে রাজা দেখিলেন,—তাহাদেরও লেজ নাই; যেখানে লেজ ছিল, তাহারা কাপড় দিয়া সেখানটা ঢাকিয়া আসিয়াছে! তখন রাজা বলিলেন, "দেখ, কাল্ ঘসিয়া ঘসিয়া আমাদের ত লেজ গিয়াছে।

এখন উপায়?" মন্ত্রীরা ভাবিতে লাগিল। রাণী বলিলেন, "রাজ্যে ঘোষণা করিয়া দাও যে, এখন হইতে যাহারা রাজসভায় আসিবে, তাহাদিগকে লেজ কাটিয়া আসিতে হইবে; লেজ অসভ্যতার চিহ্ন।"

মন্ত্রীরা বলিল, "এ বেশ কথা।"





তার পর রাজার আজ্ঞা প্রচারিত হইল। পাহারাওয়ালা ভালুক গ্রামে গ্রামে ঘোষণা করিতে লাগিল, "লেজ কেটে ফেল।"

এখন, রাজসভায় যাইতে কাহার না ইচ্ছা হয়? সুতরাং সাদা ভালুকের রাজ্যে সকলেই অবিলম্বে লেজ কাটিয়া ফেলিল। সেই অবধি সাদা ভালুকদের লেজ নাই।

সাদা ভালুক-রাজ্যের এ খবর ক্রমে মেটে-ভালুকদের রাজ্যে গেল। মেটে ভালুকদের রাজা "নেবো" আর রাণী "নেবী" সে খবর শুনিলেন। রাণী নেবীর বড় গর্ব্ব ছিল যে, তিনি সাদা ভালুকদের রাণী ভেলির মাস্‌তুতো ভগিনীর মামাত ভ্রাতার খুড়তুতো ভগিনীর মেয়ে। খবর শুনিয়া তিনি রাজাকে বলিলেন, "সাদা ভালুকেরা লেজ কাটিয়াছে—আমাদের কাটিলে হয় না?" রাজা বলিলেন, "তুমি কি পাগল না কি? বাপ পিতামহের আমল হইতে

আমাদের লেজ; এ কি কাটিলে চলে?" রাণীর কিন্তু বড় ইচ্ছা, সাদা ভালুকদের মত লেজ কাটেন। শৃগাল রাজার ডাক্তার, রাণী শৃগালের সহিত পরামর্শ করিলেন।

এক দিন রাজবাড়ীতে বড় ভোজ। রাজা, রাণী, আর মন্ত্রী প্রভৃতি সব খাইতে বসিলেন। রাণীর শিক্ষামত এক জন চাকর রাজার পশ্চাৎ দিকে এক টব গরম জল রাখিয়া গেল। এখন, রাজা পাঁটা বড় ভালবাসেন। আর সে দিন আস্ত একটা পাঁটা রন্ধন হইয়াছে। পাঁটাটি পাতে পড়িতেই রাজার বড় আনন্দ হইল। আহ্লাদে তিনি যেমন লেজ নাড়িলেন, অমনই তাহা গরম জলের টবে পড়িল। রাজা যন্ত্রণায় চীৎকার করিয়া উঠিলেন। সকলে "কি?—কি?" করিয়া উঠিল। তাহার পর জলের টব দেখিয়া রাজা রাগ করিয়া বলিলেন, "এখানে কে গরম জল রাখিয়া গেল?" রাণী বলিলেন, "আজ যে শীত! তুমি আঁচাইবে বলিয়া চাকরেরা গরম জল রাখিয়া গিয়াছে।"

তখন ডাক্তার ডাকিতে লোক ছুটিল। শৃগাল আসিয়া রাজার লেজে ঔষধ দিয়া গেল।

পরদিন রাণী রাজাকে বলিলেন, "দেখ, তোমার লেজের ঘা সারিয়া গেলে, লেজে আবার লোম উঠিবে ত?" রাজা বলিলেন, "কেন উঠিবে না? আচ্ছা, শৃগালকে জিজ্ঞাসা করিব।"



শৃগাল আসিয়া উপস্থিত হইলে রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার লেজের ঘা শুকাইয়া গেলে লেজে লোম উঠিবে ত?" শৃগাল বলিল, "অবশ্য উঠিবে।" রাণী শৃগালকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, সে লোমের রং কিরূপ হইবে?" শৃগাল বলিল, "সাদা।"

রাজা বড় রাগ করিয়া বলিলেন, "কি ? আমার লেজের রং সাদা হইবে ? দূর হইয়া যাও।" শৃগাল প্রাণভয়ে পলাইয়া গেল। তখন রাজা পেচককে ডাকিতে পাঠাইলেন।

পেচক সে দেশের বড় ডাক্তার! অনেক ইন্দুর উপহার দিয়া তবে পেচককে আনা হইল। পেচক আসিয়া চক্ষে চশমা লাগাইয়া রাজার লেজের অবস্থা পরীক্ষা করিল; বলিল, "ঘা শীঘ্রই শুকাইয়া যাইবে।"

রাজা পেচককে বলিলেন, "ঘা ত শুকাইবে। এখন জিজ্ঞাসা করি,—ঘা শুকাইলে লেজে যে লোম উঠিবে, তাহার কি রং হইবে ?" পেচক পুস্তকাদি দেখিয়া বলিল, "সে লোমের রং আমার পালকের মত সাদা হইবে।"

রাজা পেচককেও দূর করিয়া দিলেন;—তাহার পর চাকরকে বলিলেন, "ছুরি, কাঁচি, দা, কুঠার, যাহা হয় লইয়া আয়।" চাকর ছুটিয়া যাইয়া একখানি দা আনিল।

রাজা রাগ করিয়া সেই দা দিয়া লেজ কাটিয়া ফেলিলেন। রাণীর মনের সাধ পূর্ণ হইল—তিনিও নিজের লেজটি কাটিয়া ফেলিলেন।

ইহার পর রাজা আজ্ঞা প্রচার করিলেন যে, এখন হইতে লেজওয়ালা কোন ভালুক রাজবাড়ীতে চাকরী পাইবে না। লেজ কাটিয়া না ফেলিলে, কেহ রাজসভাতেও আসিতে পাইবে না। মন্ত্রী ভালুক, সৈন্য ভালুক, কেরাণী ভালুক, সকলেই লেজ কাটিল। দেখাদেখি তাহাদের আত্মীয় স্বজনেরাও লেজ কাটিয়া ফেলিল। সেই অবধি মেটে ভালুকদেরও লেজ নাই।

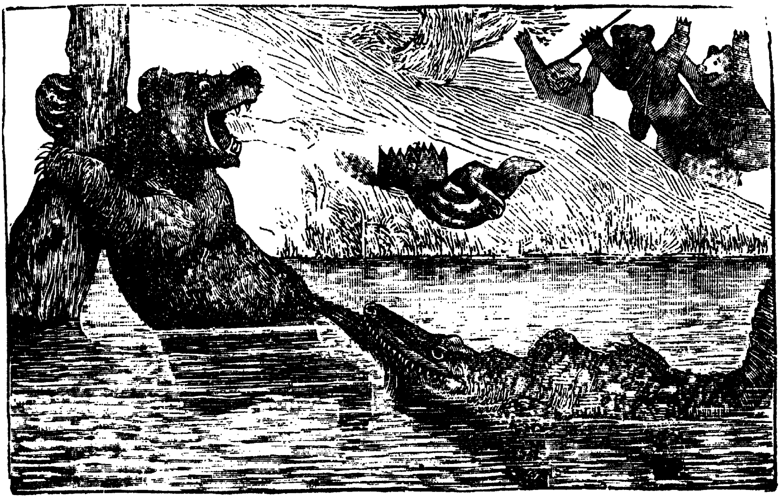
যে বনে কাল ভালুকেরা বাস করিত, সাদা ও মেটে ভালুকদের লেজ কাটার সংবাদ সে বনে গেল। কাল ভালুকদের রাজা "থেবো" আর রাণী "থেবী" সে খবর শুনিয়া বলিলেন, "তাহারা থাকে ঠাণ্ডা দেশে; তাহারা যা করে, তাহাই শোভা পায়। লেজ কাটিলে আমরা মাছি মশা তাড়াইব কি করিয়া ?" তাঁহারা লেজ কাটিলেন না।

রাজা থেবো কাঁকড়া বড় ভালবাসিতেন। একটা শৃগাল নিত্য তাঁহাকে কাঁকড়া যোগাইত। রাজা একদিন কাঁকড়া ধরা শিখিবার জন্য একটা ভালুককে শৃগালের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। সে শিখিয়া আসিয়া রাজাকে বলিল যে, "শৃগাল যাইয়া নদীর কূলে

কাঁকড়ার গর্ত্তের ভিতর লেজটি দিয়া বসিয়া থাকে। কাঁকড়া আসিয়া লেজ কাম্‌ড়াইয়া ধরে, তখন শৃগাল লেজ টানিয়া লয়। এমনি করিয়া সে প্রতিদিন এক এক ঝুড়ি কাঁকড়া ধরে।"

রাজা বলিলেন, "বাঃ! এ ত বড় সহজ উপায়! আমি কালই কাঁকড়া ধরিতে যাইব।"

পরদিন সকালে উঠিয়া রাজা দুই মন্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া নদীর তীরে কাঁকড়া ধরিতে গেলেন। রাজার মোটা লেজ কাঁকড়ার গর্ত্তে ঢুকিল না; সুতরাং তিনি নদীর কূলে লেজ পাতিয়া বসিয়া রহিলেন। কাঁকড়া আর আসেই না! বসিয়া বসিয়া রাজা বিরক্ত হইয়া উঠিলেন; এমন সময় তাঁহার বোধ হইল, যেন কিসে তাঁহার লেজ কামড়াইয়া ধরিয়াছে। রাজা লেজ টানিলেন, লেজ আসিল না। রাজা ভাবিলেন, বুঝি খুব বড় কাঁকড়া; তিনি বুঝিতে পারিলেন না যে, বড় কুমীরে তাঁহার লেজ কামড়াইয়া ধরিয়াছে।



কুমীর রাজাকে জলে টানে, রাজা কুমীরকে ডাঙ্গায় টানেন। রাজা একটা গাছ জড়াইয়া ধরিলেন। রাজার চীৎকার শুনিয়া মন্ত্রীরা ছুটিয়া আসিল। টানাটানিতে রাজার লেজ ছিঁড়িয়া গেল!

অমন কাঁকড়া পলাইল ভাবিয়া বড় দুঃখিত হইয়া রাজা বাড়ী আসিলেন। রাজা বাড়ী আসিলে রাণী দেখিলেন, রাজার গাত্রে রক্তের দাগ!—ভাল করিয়া দেখিয়া রাণী দেখিলেন, রাজার লেজ নাই। লেজ নাই শুনিয়া রাজার দুঃখের আর সীমা রহিল না। রাজা কাঁদিতে কাঁদিতে বিছানায় শুইয়া পড়িলেন।

রাজা শুইয়া ভাবিতেছেন কি করি, এমন সময় তিনি দেখিলেন, রাণী আপনার লেজটি কাটিয়া, সেই কাটা লেজটি হাতে করিয়া আসিতেছেন! মেজের উপর লেজটি ফেলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে রাণী বলিলেন, "তোমারই যদি লেজ গেল, তবে আমারও যাক্!"

দেখিতে দেখিতে, রাজার সাত ছেলে আপন আপন কাটা লেজ লইয়া উপস্থিত হইল। লেজগুলি মেজের উপর ফেলিয়া তাহারাও কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "বাবা ও মা যখন লেজহীন হইলেন, তখন আমরাও লেজ চাই না।"

তখন রাজা, রাণী ও সকলে একত্র হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

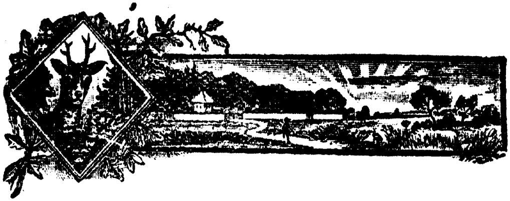
গোলমাল শুনিয়া বাড়ীর চাকরেরা ছুটিয়া আসিল। ব্যাপার কি বুঝিয়া প্রভুভক্ত ভৃত্যগণ আপনাদের লেজ কাটিয়া সেগুলা রাজার ঘরের সম্মুখে গাদা করিয়া রাখিয়া গেল।

ক্রমে সমস্ত রাজ্যে সংবাদ প্রচারিত হইয়া গেল। শুনিয়া প্রজারা ভাবিল, রাজার ও রাণীর যদি লেজ না থাকিল, তবে আমরাও আর লেজ রাখিব না! রাজ্যের নানা প্রদেশ হইতে রাজভক্ত প্রজারা আসিয়া আপনাদিগের লেজ কাটিয়া রাজবাড়ীর সম্মুখে গাদা করিতে লাগিল। সেখানে ভালুকের লেজে একটা ছোট পাহাড় প্রস্তুত হইয়া গেল!

সেই অবধি কালো ভালুকদের লেজ নাই।

এখন বোধ হয় তোমরা বেশ বুঝিতে পারিতেছ, ভালুক লাঙ্গুলহীন হইল কেন?





খোঁড়া ছেলে।

আমেরিকার স্থানে স্থানে অনেকটা স্থান ব্যাপিয়া লম্বা ঘাসের বন আছে। গৃহপালিত নানা পশুর ব্যবসায় করিতে এক জন ইংরাজ সেইরূপ একটা স্থানে যাইয়া বাস করেন। তাঁহার স্ত্রী শিশুপুত্র "উইলি"কে লইয়া তাঁহার সহিত গিয়াছিলেন। তাঁহাদের বাসস্থানের চারি দিকে দশ ক্রোশের মধ্যে অন্য গ্রাম ছিল না। সে দিকে দস্যুভয় ছিল। কাজেই "কাপ্তেন" (এই ইংরাজ-ব্যবসায়ীকে লোকে "কাপ্তেন" বলিত) সর্ব্বদাই বিশেষ সতর্ক থাকিতেন। উইলির বয়স যখন আট বৎসর, তখন একদিন রাত্রিকালে সহসা বাহিরে গোলমাল শুনিয়া কাপ্তেনের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। উঠিয়াই কাপ্তেন বুঝিলেন, বাড়ীতে ডাকাত পড়িয়াছে। তিনি তাড়াতাড়ি বন্দুক কয়টি ঠিক করিয়া লইলেন। গোলমালে চাকরেরাও উঠিয়াছিল। কাপ্তেন দুই জন চাকরকে দুইটা বন্দুক দিলেন ও স্বয়ং একটি বন্দুক লইয়া দাঁড়াইলেন।

সহসা দস্যুদিগের আঘাতে দ্বার ভাঙ্গিয়া গেল। দস্যুরা গৃহে প্রবেশ করিল। অসীম-সাহসে কাপ্তান ও তাঁহার চাকর দুই জন গুলি চালাইলেন; শেষে দস্যুদল পলায়ন করিল। কিন্তু একটা বড় দুর্ঘটনা ঘটিল। গোলমাল শুনিয়া উইলি বারান্দায় আসিয়াছিল। দস্যুদের একটা গুলি উইলির বামপদে লাগিয়াছিল। তাহাতে কাপ্তানের ও তাঁহার স্ত্রীর দুঃখের আর অবধি রহিল না।

উইলির বাম পদ কাটিয়া ফেলিতে হইল। প্রায় এক বৎসর নানা অসুখে ভুগিয়া উইলি ক্রমে বেশ সবল ও সুস্থ হইল। কাপ্তান তাহাকে একটি সুন্দর ঘোড়া কিনিয়া

দিলেন। উইলি আদর করিয়া ঘোড়ার নাম রাখিল, "রোসাবেল্"। রোসাবেলের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া প্রায়ই সে বেড়াইয়া বেড়াইত।

ইহার কয় বৎসর পরেই সেই বনের মধ্যে রেলপথ স্থাপিত হইল। কাপ্তেনের বাড়ী হইতে প্রায় এক ক্রোশ দূরে একটা ষ্টেশন হইল। উইলি প্রায়ই ষ্টেশনে যাইত। রেলগাড়ী তাহার নিকট নূতন জিনিস—দেশবিদেশের যাত্রীপূর্ণ গাড়ী দেখিতে তাহার কত আনন্দ! ক্রমে তাহার সহিত ষ্টেশন-মাষ্টারের পরিচয় হইল। এই নিঃসঙ্গ প্রবাসে ষ্টেশন-মাষ্টার তাঁহার পুত্রের বয়সী এই ছেলেটিকে পাইয়া বড় আনন্দিত হইলেন। তিনি উইলিকে বিশেষ স্নেহ করিতে লাগিলেন।

বনে কোথায় কোন্ পাখী পাওয়া যায়, উইলি সব জানিত। ষ্টেশন-মাষ্টার ও উইলি প্রায়ই শিকারে যাইতেন। দুই জনে অনেক পাখী শিকার করিতেন। এক দিন শিকারে যাইবার সময় দূরে ঘাসের মধ্যে একটা নেকৃড়ে বাঘ দেখিয়া ষ্টেশন-মাষ্টার উইলিকে বলিলেন, "উইলি! এ বনে অনেক নেকৃড়ে বাঘ আছে; তোমার ভয় করে না?"

উইলি বলিল, "না; আমার ভয় করে না। তবে বাবা বলিয়াছেন যে, শীতকালে এই সব নেকৃড়ে বাঘ ভীষণ হইয়া উঠে। তাঁহার আদেশ মত আমি যেখানেই যাই, সন্ধ্যার পূর্ব্বে বাড়ী ফিরি। আর নেকৃড়ে বাঘ দেখিলে রোজাবেল্ এমনই লাথি ছুড়ে যে, বাঘ ভয়ে পলাইতে পথ পায় না!"

ইহার পর একদিন অপরাহ্নে উইলি বসিয়া আছে, এমন সময় খুব মেঘ করিয়া আসিল; আর দেখিতে দেখিতে ঝড় বৃষ্টি আরম্ভ হইল। সে ঝড় বৃষ্টিতে ঘরের বাহির হওয়া যায় না। ষ্টেশন-মাষ্টার বলিলেন, "উইলি! ঝড় বৃষ্টি থামিবার পূর্ব্বেই সন্ধ্যা হইবে। অন্ধকারে আজ আর তুমি বাড়ী যাইও না, এখানেই থাক। তোমার বাবা জানেন, তুমি এখানে আসিয়াছ; তিনি ভাবিত হইবেন না।"

তখনকার একখানা ট্রেণ চলিয়া গিয়াছে, আর একখানা ট্রেণ আসিবার অনেকটা বিলম্ব আছে।

সহসা একবার বিদ্যুৎ চমকাইলে ষ্টেশন-মাষ্টার ও উইলি উভয়েই দেখিলেন, মাঠের অপর দিক হইতে পাঁচ জন অশ্বারোহী ষ্টেশনের দিকে আসিতেছে। তাহাদের নাকের নিম্ন হইতে মাথার উপর ঘুরাইয়া রুমাল বাঁধা—দেখিলে চিনিতে পারা যায় না। এই ঝড়

বৃষ্টির সময় তাহাদিগকে আসিতে দেখিয়া, তাহাদিগকে দস্যু বলিয়া ষ্টেশন-মাষ্টারের সন্দেহ হইল। আর একবার বিদ্যুৎ চম্‌কাইলে ষ্টেশন-মাষ্টার দেখিলেন, তাহারা ষ্টেশনের খুব কাছে আসিয়াছে।

তাহার পরেই তাহারা আসিয়া ষ্টেশনের দ্বারে ঘা দিতে লাগিল। ষ্টেশন-মাষ্টার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে ?"

এক জন উত্তর করিল, "আমরা যাত্রী। দ্বার খুলিয়া দাও।"

ষ্টেশন-মাষ্টার বলিলেন, "এখনও ট্রেণ আসিতে বিলম্ব আছে। এখন দ্বার খুলিবার নিয়ম নাই।"

এই কথা শুনিয়া তাহারা ষ্টেশন-মাষ্টারকে গালি দিতে দিতে দ্বারে বড় জোরে আঘাত করিতে লাগিল।

তখন ষ্টেশন-মাষ্টার উইলিকে বলিলেন, "উইলি! ষ্টেশনে ডাকাইত পড়িয়াছে। আমার কাছে এই মাসের আয় প্রায় ১০০০৲ টাকা আছে। ইহারা সেই টাকা লুটিয়া লইবে, তাহা ছাড়া পরের ট্রেণখানা ষ্টেশনে আসিলেই, যাত্রীদের মারিয়া ধরিয়া তাহাদের যাহার সঙ্গে যাহা থাকিবে কাড়িয়া লইবে। তুমি এই ঘরের পশ্চাদ্দ্বার খুলিয়া বাহিরে যাও—বাগানের চালাঘরে তোমার ঘোড়া বাঁধা আছে। তাহাতে চড়িয়া তুমি তোমার পিতাকে ও তোমাদের জন কতক চাকরকে লইয়া আইস ;—সঙ্গে বন্দুক আনিও। আমার এই 'আঁধারে লণ্ঠন' ও মুগুরটা লইয়া যাও। আমি নিজের জন্য ভীত নহি। কিন্তু কোম্পানীর টাকা যাইবে—তাহা ছাড়া হয় ত কত যাত্রী মারা পড়িবে। আমি সেই জন্যই ভীত। আমি এই ঝড় বৃষ্টির মধ্যে অন্ধকার রাত্রে তোমাকে গৃহে ফিরিতে নিষেধ করিয়াছিলাম ; কিন্তু এখন এখানে থাকা অপেক্ষা অন্ধকারে যাওয়াও নিরাপদ ; হয় ত দস্যুরা আমাদের উভয়কেই মারিয়া ফেলিবে। উইলি! তুমি যাইতে পারিবে কি ?"

অশ্রুর উচ্ছ্বাসে উইলির কণ্ঠরোধ হইয়া আসিতেছিল। সে বলিল, "আমি যাইব। কিন্তু আপনি কি করিবেন? দস্যুরা ত আপনাকে মারিয়া ফেলিতে পারে ?"

ষ্টেশন-মাষ্টার বলিলেন, "আমার যাহা হইবার হইবে, সে জন্য ভাবি না। এখানে থাকা আমার কাজ, আমি প্রাণের ভয়ে কর্ত্তব্যে অবহেলা করিয়া পলাইব না।"

৩

উইলি আর কোন কথা না বলিয়া লণ্ঠন ও মুগুর লইয়া পশ্চাতের বাগানে গেল। সেখান হইতে ঘোড়া লইয়া সে ধীরে ধীরে রাস্তায় গিয়া তাহার পৃষ্ঠে আরোহণ করিল। তাহার পর ঘোড়ার গায়ে আদর করিয়া থাবা দিয়া বলিল, "রোসাবেল! ছুটিয়া বাড়ী চল।" রোসাবেল্ গৃহাভিমুখে ছুটিয়া চলিল। সৌভাগ্যক্রমে সেই ঝড় বৃষ্টিতে দস্যুরা ঘোড়ার পদশব্দ শুনিতে পাইল না।

তখনও বৃষ্টি পড়িতেছে। থাকিয়া থাকিয়া আকাশের এক দিক হইতে আর এক দিক পর্য্যন্ত বিদ্যুৎ চম্‌কাইতেছে, আর সঙ্গে সঙ্গে বজ্রনাদে চারি দিক যেন কাঁপিয়া উঠিতেছে।

প্রায় অর্দ্ধেক পথ যাইয়া উইলি বুঝিল, রোসাবেল্ যেন কিছু চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। সে প্রথমে কোন কারণ বুঝিতে পারিল না। তাহার পর পশ্চাৎ দিকে চাহিয়া বিদ্যুদালোকে সে দেখিল, দশ বারটা নেকড়ে বাঘ রোসাবেলের পশ্চাতে পশ্চাতে ছুটিতেছে; কয়েকটা একেবারে কাছে আসিয়া তাহাকে কাম্‌ড়াইবার চেষ্টা করিতেছে। বুঝি রোসাবেলের পায়ে দুই একটা কামড়ও দিয়াছে!

প্রথমে উইলির বড় ভয় হইল। কিন্তু তাহার পরেই তাহার মনে হইল, সৎকার্য্যের জন্য যাইতেছে, তাহার নিশ্চয়ই কোনও বিপদ হইবে না। এই বিশ্বা[স] তাহার মনে দ্বিগুণ বল সঞ্চারিত হইল। সে রোসাবেল্‌কে আরও জোরে চালাই[ল।] ছুটিবার পূর্ব্বে রোসাবেল্ সজোরে লাথি ছুড়িল,—লাথি লাগিয়া একটা নেকড়ে বা[ঘের] মাথা ভাঙ্গিয়া গেল। সেই সময় আর একটা নেকড়ে বাঘ লাফাইয়া উঠিতেছিল—মুগু[র] ঘায় উইলি তাহার একটা পা ভাঙ্গিয়া দিল। রোসাবেল্ বায়ুবেগে গৃহাভিমুখে ছুটিয়া চলিল

নেকড়ে বাঘের স্বভাব এই যে, ক্ষুধার সময় তাহারা মৃত বা আহত স্বজাতীয়কেও আহার করে। রোসাবেলের লাথিতে যে নেকড়েটার মৃত্যু হইয়াছিল, অন্য নেকড়েগুল[া] তাহাকেই টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া খাইতে লাগিল। ততক্ষণ রোসাবেল গৃহে পঁহুছিল। দ্বার হইতে উইলি চীৎকার করিয়া বলিল, "বাবা! আমি আসিয়াছি। ষ্টেশনে ডাকাইত পড়িয়াছে। ষ্টেশন-মাষ্টারের বড় বিপদ। আপনি লোক জন লইয়া চলুন।"

শ্রমে ও উদ্বেগে উইলির মাথা ঘুরিতেছিল। কাপ্তান আসিয়া তাড়াতাড়ি দ্বার খুলিয়া উইলিকে অশ্বপৃষ্ঠ হইতে নামাইলেন। উইলি অবসন্ন হইয়া মূর্চ্ছিতবৎ হইল।



রোসাবেল বায়ুবেগে গৃহাভিমুখে ছুটিয়া গেল।

এ দিকে উইলি চলিয়া গেলেই ষ্টেশন-মাষ্টার তাড়াতাড়ি তাঁহার ষ্টেশনের অব্যবহিত পূর্ব্বে যে ষ্টেশনে ট্রেণ থামিবে, সেখানে টেলিগ্রাফ করিলেন,—"ষ্টেশনে ডাকাইত পড়িয়াছে। ট্রেণের যাত্রীদের বিপদের সম্ভাবনা। সাবধান! লোক পাঠাইবেন।"

তাঁহার টেলিগ্রাম্ পাঠান শেষ হইতে না হইতে দ্বার ভাঙ্গিয়া দস্যুদল গৃহে প্রবেশ করিল। এক জন তাঁহাকে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিল। তাহার পর দস্যুরা তাঁহার হাত বাঁধিয়া তাঁহাকে পার্শ্বের গুদাম-ঘরে রাখিয়া আসিয়া, লৌহ-সিন্দুকটা ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

গুদাম-ঘরে ষ্টেশনের দা, কাঁচি প্রভৃতি থাকিত। ঘরে মিট্‌মিট্ করিয়া একটা আলো জ্বলিতেছিল। যে কোণে দা প্রভৃতি থাকিত, ষ্টেশন-মাষ্টার গড়াইয়া গড়াইয়া সেই কোণে উপস্থিত হইলেন। তাহার পর একখানা দা দেওয়ালে রাখিয়া তিনি কোন রূপে তাহাতে হাতবাঁধা দড়ি ঘষিতে লাগিলেন। দড়ি কাটিল। তখন তিনি দা খানা লইয়া পা-বাঁধা দড়িটাও কাটিয়া ফেলিলেন। কিন্তু বাহিরে আসিলে দস্যুরা তখনই তাঁহাকে মারিয়া ফেলিবে,—তিনি একাকী কিছুই করিতে পারিবেন না। তাই তিনি গুদামঘরেই চুপ করিয়া রহিলেন। তাঁহার মনের উদ্বেগের বর্ণনা করা অসম্ভব।

কিছু ক্ষণ পরে দূরে ট্রেণের হুইস্‌ল শুনা গেল। ষ্টেশন-মাষ্টারের ভয় হইল—যদি তাঁহার টেলিগ্রাম না পঁহুছিয়া থাকে, তবে দস্যুরা যাত্রীদিগের সর্ব্বস্ব লুটিয়া লইবে, হয় ত বা কাহাকেও খুন করিবে! হুস্ হুস্ করিতে করিতে ট্রেণ আসিতে লাগিল। সেই সময়ে ষ্টেশন-মাষ্টার অদূরে অশ্বপদধ্বনি শুনিতে পাইলেন। তাঁহার আশা হইল—কাপ্তেন লোক জন লইয়া আসিতেছেন।

* * * * * *

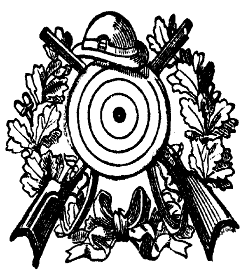
ট্রেণ ষ্টেশনে পঁহুছিলেই দস্যুদল ট্রেণের দিকে ছুটিয়া গেল। কিন্তু ট্রেণ হইতে বিশ পঁচিশ জন সশস্ত্র লোককে নামিতে দেখিয়া তাহারা পলায়নের উদ্যোগ করিল। ঠিক সেই সময় লোক জন সহ কাপ্তেন আসিয়া পশ্চাৎ দিক হইতে তাহাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিলেন। ষ্টেশন-মাষ্টার বাহিরে আসিলেন। দস্যুদল ধৃত হইল।

তখন ট্রেণের গার্ড ষ্টেশন-মাষ্টারকে বলিলেন,—"আপনার বুদ্ধিতে আজ দস্যুদল ধৃত হইল। টেলিগ্রাম পাইয়া আমরা প্রস্তুত হইলাম। তাহার পর ট্রেণ আসিলে, বিপদের কথা শুনিয়া কয়েক জন যাত্রীও আমাদিগকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইলেন। তখন আমরা সাহসে ভর করিয়া ট্রেণ চালাইয়া আসিলাম। কিন্তু এখানে আমরা যাঁহাদের সাহায্য পাইলাম, তাঁহাদিগকে যোগাড় করিলেন কিরূপে?"

ষ্টেশন-মাষ্টার তখন সকল কথা বলিলে, যাত্রীরা কাপ্তেনকে উইলির সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন করিতে লাগিল। কাপ্তেন তখন সেই ঝড়ের মধ্যে অন্ধকারে উইলির গৃহে গমন, নেকৃড়ে বাঘের আক্রমণ প্রভৃতি সব কথা বলিলেন। শুনিয়া বিস্ময়ে ও কৃতজ্ঞতায় যাত্রীদিগের হৃদয় পূর্ণ হইল।

অনেক যাত্রী সে ট্রেণে না গিয়া সেখানেই রহিল। তাহারা কাপ্তেনের বাড়ী গিয়া আপনারা উইলিকে ধন্যবাদ দিয়া আসিয়া পরের ট্রেণে আপন আপন গন্তব্য স্থানে গেল।

কাপ্তেনের খোঁড়া ছেলের যশ চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িল।





শঠে শাঠ্য।

মঙ্ক কাহাকে বলে জান? য়ুরোপে এক ধর্ম্মসম্প্রদায় আছে; সেই সম্প্রদায়স্থ লোকেরা বিবাহ করেন না, অনেকে একত্র বাস করেন—ধর্ম্মের আলোচনায় দিনযাপন করেন। লোকে তাঁহাদিগকে মঙ্ক বলে। অনেক ধনী ব্যক্তি তাঁহাদিগকে নিয়ম মত অর্থসাহায্য করেন। সেই সকল নিয়মিত "বার্ষিক" ও তদ্ভিন্ন মধ্যে মধ্যে লোকে তাঁহাদিগকে যে অর্থ দান করে, তাহাতে কোন কোন মঙ্ক-দল বেশ ধনশালী হইয়া উঠেন।

এক দিন এক মঙ্ক একটা ছোট অশ্বতরে আরোহণ করিয়া বহু দূর পথ হইতে আবাসে ফিরিতেছিলেন। তিনি বার্ষিক আদায় করিতে গিয়াছিলেন। সঙ্গে প্রচুর অর্থ ছিল—প্রায় পাঁচ হাজার টাকা। টাকার থলিটা জিনের নিম্নে লুকান ছিল। দারুণ গ্রীষ্ম; কয় দিন বারিপাত হয় নাই; মাঠে শস্যক্ষেত্রে সবুজ শস্যের শীষগুলি শুকাইয়া যাইতেছে, মাটি ফাটিয়া গিয়াছে, পথ ধূলিপূর্ণ। আকাশে কোথাও মেঘের চিহ্নমাত্র নাই, প্রখর রবিকর যেন চারি দিকে অগ্নিবৃষ্টি করিতেছে। আরোহী ও অশ্বতর, উভয়েই শ্রান্ত। পথে যে দুই এক জন লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইতেছে, তাহারা নমস্কার করিলেই মঙ্ক বলিতেছেন, "তোমার মঙ্গল হউক।"

সে দিন শুক্রবার। শুক্রবারে মঙ্কগণ অনাহারে থাকিতেন; কেবল ধর্ম্মালোচনা করিতেন। একে এই দারুণ রৌদ্র, তাহাতে সমস্ত দিন উপবাস। মঙ্ক বড়ই শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। ক্রমে যখন অপরাহ্ন হইল, তখন সন্ধ্যার পূর্ব্বে মঠে পঁহুছিবার জন্য মঙ্ক দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত শ্রান্ত অশ্বতরটিকে দ্রুত চালাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

অল্প দূর অগ্রসর হইয়া মঙ্ক দেখিতে পাইলেন, পথের পার্শ্বে একটা গাছের ডালে ঘোড়া বাঁধিয়া এক জন লোক গাছতলায় বসিয়া আহার করিতেছে। মঙ্ককে যাইতে দেখিয়া সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল ও তাঁহাকে নমস্কার করিয়া বলিল, "আপনাকে শ্রান্ত দেখিতেছি,—অনুগ্রহ করিয়া কিছু আহার করুন।"

মঙ্ক বলিলেন, "বৎস! আজ শুক্রবার; আজ আমি উপবাসী থাকিব। ইহাই আমাদের নিয়ম।"

লোকটি অনায়াসে বলিল, "এখানে আর কেহ নাই। কেহই জানিতে পারিবে না।"

"বৎস! লোককে প্রলোভন দেখান বড় দুষ্কর্ম্ম।"

পথিক আর কিছু বলিল না। মঙ্ক অশ্বতরকে চালিত করিলে সে আবার বলিল, "যদি একটু অপেক্ষা করেন, তবে আপনার সঙ্গে যাই।"

মঙ্ক অশ্বতরটি থামাইলে পথিক তাড়াতাড়ি আহার শেষ করিয়া অশ্বে আরোহণ করিল। পথিক ও মঙ্ক এক সঙ্গে যাইতে লাগিলেন। তখনও অদূরস্থ পাহাড়ের দিক হইতে উষ্ণ বাতাস আসিতেছিল; তখনও মঙ্কের মঠ খানিকটা দূর।

খানিকটা পথ যাইয়া পথিক বলিল, "আপনি কি ধনী?"

মঙ্ক উত্তর করিলেন, "বৎস! সন্ন্যাসী কি ধনী হয়?"

"শুনিয়াছি, আপনাদিগকে খুব শ্রম করিতে হয়?"

"ধর্ম্মের জন্য সব কষ্টই সহ্য করা কর্ত্তব্য। কষ্ট না করিলে ধর্ম্ম করা হয় না।"

কিছু ক্ষণ পরে পথিক আবার বলিল, "কিন্তু শুনিয়াছি, অনেক ধনী আপনাদিগকে 'বার্ষিক' দিয়া থাকেন। আমি আরও শুনিয়াছি, এক এক জন মঙ্ক যাইয়া সেই 'বার্ষিক' আদায় করিয়া লইয়া আসেন।"

মঙ্ক বলিলেন, "সে কথা সত্য।"

"যদি টাকা লইয়া আসিবার সময় কোনও আদায়কারী মঙ্ক দস্যুহস্তে পড়েন, তবে ত বড় বিপদ হয়?"

"বিপদ বটে; তবে দস্যুরও বিপদ হইতে পারে।"

"আচ্ছা, আজ যেমন পথে আপনার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল, তেমনই যদি

সংগ্রাহকের সহিত একজন দস্যুর দেখা হয়, আর দস্যু বলে,—'টাকা দিবে ত দাও, নহিলে এই পিস্তল দিয়া তোমায় গুলি করিব,'—তাহা হইলে কি হয়?"

লোকটা সত্য সত্যই একটা দোনলা পিস্তল বাহির করিল।

মঙ্কের আর বুঝিতে বাকি রহিল না যে, তিনি দস্যুর হস্তে পড়িয়াছেন। তিনি একবার চারি দিকে চাহিলেন। যত দূর দেখা যায়, তাহার মধ্যে আর কেহই নাই। দুই পার্শ্বে শস্যক্ষেত্র; তাহার মধ্যে ধূলিধূসর রাস্তাটি সেই সবুজ দৃশ্যের মধ্যে একটি শ্বেত রেখার মত বোধ হইতেছে; দূরে পাহাড়ে অপরাহ্নের রবিকর পড়িয়াছে।

ক্ষণমাত্র চিন্তা করিয়া মঙ্ক বলিলেন, "তাহা হইলে অবশ্য দস্যুকে টাকা দিতে হয়।" তিনি জিনের নিম্ন হইতে টাকার তোড়াটা বাহির করিয়া দস্যুকে দিলেন। এত সহজে টাকা পাওয়া যাইবে, দস্যু তাহা ভাবে নাই। সে আনন্দে এক গাল হাসিল।

ক্রমে সূর্য্যাস্তের সময় হইল। মঙ্ক ও দস্যু যেখানে উপস্থিত, সেখান হইতে অদূরে রাস্তার মোড়—দুই দিকে দুইটা রাস্তা। মঠে যাইতে হইলে দক্ষিণে যাইতে হয়। মঙ্ক দস্যুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, টাকা না দিলে কি তুমি সত্যই আমাকে খুন করিতে?"

দস্যু বলিল, "হাঁ।"

তত ক্ষণে উভয়ে রাস্তার মোড়ে উপস্থিত হইলেন। দস্যু বামদিগের পথে অশ্ব চালাইতে উদ্যত হইল। মঙ্ক তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "আমার একটা কথা শুন।"

দস্যু জিজ্ঞাসা করিল, "কি?"

"দেখ, মঠে সাহসী বলিয়া আমার খ্যাতি আছে। আজ যদি অক্ষতশরীরে মঠে ফিরিয়া যাই, তবে কেহ বিশ্বাস করিবে না যে, পথে দস্যুতে আমার নিকট হইতে টাকা কাড়িয়া লইয়াছে।"

"যদি বলেন তবে না হয় আপনাকে খুন করি।"

"সেকি? কেহ ইচ্ছা করিয়া মরিতে চাহে?"

"তবে যেখানে গুলি করিলে আপনার মৃত্যু হইবে না, আপনার শরীরের এমন কোনও স্থানে গুলি করি?"

"না, তাহারও আবশ্যক নাই। আমি যদি হাত বাড়াইয়া টুপিটা ধরি, তবে টুপিটার মধ্য দিয়া গুলি চালাইতে পার? ঠিক টুপিটায় মারিতে পারিবে ত?"



মঙ্ক ও দস্যু

"তা আর পারিব না? আমি অব্যর্থলক্ষ্য" বলিয়া দস্যু গুলি করিল। মঙ্কের হস্ত কম্পিত হইল, গুলি টুপির এক পার্শ্ব ভেদ করিয়া গেল।

মঙ্ক বুঝিলেন, লোকটার লক্ষ্য কেমন ঠিক! তিনি বলিলেন, "এ গুলিটা বড় পাশ

দিয়া গিয়াছে। যদি ঠিক মধ্য দিয়া একটা গুলি চালাইতে পার, তবে আমি মঠে গিয়া বলি,—'ঠিক মাথা ছুঁইয়া গুলি গেল, আমি অজ্ঞান হইয়া পড়িলাম।'—তাহা পারিবে?"

"পারিব। আপনি টুপি ধরুন।"

মঙ্ক টুপি ধরিলেন। দস্যু লক্ষ্য করিল। 'দম্' করিয়া পিস্তলের আওয়াজ হইল। দূরে পাহাড়ে সে শব্দের প্রতিধ্বনি শুনা গেল। এবার গুলি ঠিক টুপির মধ্য দিয়া গিয়াছে। দস্যুর নিকট আর একটিও টোটা ছিল না। পাছে মঙ্ক তাহা বুঝিতে পারিয়া কোন গোলযোগ করেন, সেই আশঙ্কায় সে ব্যস্তভাবে বলিল, "এখন আমি চলিলাম।"

মুহূর্ত্তমধ্যে পকেট হইতে একটা গুলিভরা পিস্তল বাহির করিয়া মঙ্ক বলিলেন, "তোমার পিস্তলের দুইটা গুলিই ছাড়িয়াছ; আমার পিস্তল পোরা আছে! এখন আমাকে কি দিবে দাও।"

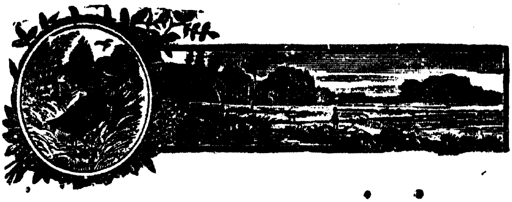
দস্যু অবাক হইয়া গেল। ভয়ে তাহার মুখ বিবর্ণ হইল। সে আর বাক্যব্যয় না করিয়া টাকার তোড়া মঙ্ককে ফিরাইয়া দিল।

তোড়াটি লইয়া মঙ্ক বলিলেন, "এ ত আমার টাকা আমায় ফিরাইয়া দিলে। এখন তোমার আপনার মঙ্গলকামনায় আমাদের মঠে কিছু দাও।"

দস্যু বলিল, "আমার নিকটে কিছুই নাই।" কিন্তু মঙ্ক ছাড়িবার পাত্র নহেন। তিনি পিস্তল তুলিলেন। প্রাণভয়ে দস্যু আপনার নিকট ধনরত্ন যাহা কিছু ছিল, সব দিল।

সে সব লইয়া হৃষ্টচিত্তে মঙ্ক মঠে চলিয়া গেলেন।





ঠাকুর্দ্দার প্রায়শ্চিত্ত।

আমার মুখে গোঁফ দাড়ী নাই; তাহার উপর এখন আবার মাথায় টাক পড়ায় আমার নাতীরা প্রায়ই বলে, আমাকে দেখিলেই তাহাদের ওলের কথা মনে পড়ে। নাতীদের সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে পারি না, তাই কেবল তাহাদের ওল ও কচুপোড়া খাইবার ব্যবস্থা দিয়াই চুপ করিয়া থাকি।

যখন আমার দাড়ী ও গোঁফ ছিল, তখন দাড়ীর এ দিক লম্বা, ও দিক সরু, এ দিক ছুঁচলা ও দিক মোটা করিবার দিকে আমার বড় ঝোঁক ছিল। আমি আজও দাড়ী গোঁফ ভালবাসি। আমি দাড়ী গোঁফ ভালবাসি, অথচ আমার মুখে দাড়ী গোঁফ নাই, ইহার কারণ কি, সেই কথাই আজ তোমাদিগকে বলিতেছি।

যেবার আমি ও আমার সহপাঠীরা ওকালতী পরীক্ষায় পাস হই, সেই বৎসরই আমার সহপাঠীদের এক জন ওকালতী করিতে পশ্চিমে গিয়াছিলেন। পর বৎসর পূজার ছুটীর সময় তিনি আমাকে ও আর কয় জন বন্ধুকে তাঁহার কাছে যাইবার নিমন্ত্রণ করেন। আমরা পাঁচ জন বন্ধু একদিন রাত্রে রওনা হইলাম। দেশ বেড়াইতে কাহার না ইচ্ছা হয়?

হাবড়া ষ্টেশনে যাইয়া দেখি, সব গাড়ীই লোক বোঝাই; কেবল একটা কামরায় এক জন বৃদ্ধ একখানা বেঞ্চে বিছানা পাতিয়া শুইবার উদ্যোগ করিতেছেন, আর বেঞ্চগুলা খালি। আমরা পাঁচ জন সেই কামরায় উঠিলাম। বৃদ্ধ শয়ন করিলেন। আমাদের মধ্যে এক জন গান গাহিতে লাগিলেন। একে গাড়ীর শব্দ, তাহাতে আবার গান; ঘুমাইতে না পারিয়া বৃদ্ধ বলিলেন, "বাপু সকল, একটু ঘুমাও না কেন?" আমাদের মধ্যে এক জন

বলিলেন, "আমরা ঘুমাইব না। আপনার দরকার হয়, আপনি ঘুমান।" তিনি বলিলেন, "বাবা! তোমরা এত গোলমাল করিলে ঘুমাই কেমন করিয়া?" যিনি গান গাহিতেছিলেন, তিনি বলিলেন, "দেখিতেছেন ত, আমরা গোলমাল করিব। দরকার হয়, অন্য কামরায় যাউন। আমাদের বিরক্ত করিবেন না।" আমাদের ব্যবহারে নিতান্ত বিরক্ত হইয়া বৃদ্ধ বলিলেন, "আজকালকার ছেলেরা এমনই হইয়াছে বটে!"

আর কোথায় যাইবে! আমরা তাঁহার উপর একবারে খড়্গহস্ত হইয়া উঠিলাম। আমরা তাঁহাকে ঠাট্টা করিতে লাগিলাম; গোলমাল করিতে লাগিলাম। শেষে আমাদের এক জন তাঁহার গাত্রে চুরুটের ছাই ঝাড়িয়া দিলেন। বিছানা পুড়িয়া যাইবার ভয়ে বৃদ্ধ তাড়াতাড়ি উঠিয়া বিছানাটা তুলিলেন—আর তাঁহার ঘুমান হইল না। সারারাত্রি আমরা গোলমাল করিতে লাগিলাম। বৃদ্ধ সমস্ত রাত্রি ঘুমাইতে না পারিয়া সকালে জিনিসপত্র লইয়া অন্য কামরায় চলিয়া গেলেন।

সে দিন সমস্ত দিন গাড়ী চলিল। সন্ধ্যার সময় আমরা যে স্থানে পঁহুছিলাম, সেখানে গাড়ী বদল করিতে হয়।

আমরাও সেখানে নামিলাম, আর বৃষ্টিও আরম্ভ হইল। আবার বিপদ যখন আইসে, তখন একক আইসে না। শুনিলাম, আমাদের গাড়ী আসিতে বিলম্ব হওয়ায় একখানা গাড়ী চলিয়া গিয়াছে, পরের গাড়ীর জন্য আমাদিগকে তিন ঘণ্টা অপেক্ষা করিতে হইবে। আমাদের ত চক্ষুঃস্থির! কথাটা সত্য কি না, জানিবার জন্য আমরা ষ্টেশন-মাষ্টারের নিকট গেলাম। তিনি যখন বলিলেন, সত্যই আমাদিগকে তিন ঘণ্টা অপেক্ষা করিতে হইবে, তখন আমরা অগত্যা যাত্রীদিগের বিশ্রামগৃহে গমন করিলাম। আমরা যাইয়া দেখি,—সেই বৃদ্ধ মেঝেয় বিছানা পাতিয়া শুইয়া আছেন। আমাদের মধ্যে এক জন অত্যন্ত উদ্ধত-ভাবে বলিলেন, "কি মহাশয়, আপনি এখানেও!" বিরক্ত হইয়া বৃদ্ধ বলিলেন, "দেখ, বাপু, আজকাল তোমরা লেখাপড়া শেখ, কেবল ভদ্রতাটাই শেখ না!" যিনি বৃদ্ধকে সম্ভাষণ করিয়াছিলেন, তিনি ত চটিয়াই লাল! তিনি এক গ্লাস জল আনিয়া বৃদ্ধের জুতায় ঢালিয়া দিলেন। জ্বালাতন হইয়া বৃদ্ধ বিছানা গুটাইয়া লইয়া গেলেন, বারান্দায় বসিয়া, বৃষ্টির ছাট ভোগ করিতে লাগিলেন; তাহার পর গাড়ী আসিলে আমরা কোন্ কামরায় উঠিলাম দেখিয়া অন্য কামরায় উঠিলেন।

গাড়ী ছাড়িবার ঘণ্টাখানেক পরেই আমরা আমাদের গন্তব্য স্থানে পঁহুছিলাম। সে যে বৃষ্টি, সে আর কি বলিব!—ষ্টেশনে আবার কেবল একখানি ঘোড়ার গাড়ী আছে। আমরা তাড়াতাড়ি যাইয়া সেই গাড়ীখানি ভাড়া করিয়া বন্ধুর গৃহে রওনা হইলাম। বৃদ্ধ কোথায় রহিলেন, কে জানে?

আমরা বন্ধুর গৃহে উপস্থিত হইলে, বন্ধু আমাদিগকে অত্যন্ত আদর করিয়া অভ্যর্থনা করিলেন। তাহার পর তিনি বলিলেন, "আজ আমার বাবার আসিবার কথা ছিল; তিনি আসিলেন না কেন?" ষ্টেশনে আর গাড়ী নাই, আমাদের নিকট এই কথা শুনিয়া তিনি দুই জন চাকরকে ষ্টেশনে পাঠাইলেন। আমরা ঘরে বসিয়া গল্পগুজব করিতে লাগিলাম; আর পিতার প্রতীক্ষায় বন্ধু ঘর আর বারান্দা করিতে লাগিলেন। তাহার পর—আমরা আসিবার প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে—সেই ঝুপঝুপনি বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে বন্ধুর পিতা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি বারান্দায় উঠিতেই বন্ধু তাঁহাকে প্রণাম করিলেন; আর আমরা পরস্পরের দিকে চাহিতে লাগিলাম। কি সর্ব্বনাশ!—ইনি যে সেই বৃদ্ধ!

বন্ধু তাঁহাকে কাপড়চোপড় বদলাইতে লইয়া গেলেন। আমরা বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম, কি করি? এক জন প্রস্তাব করিলেন, দাড়ী গোঁফ কামাইয়া ফেলিলে বৃদ্ধ আর আমাদিগকে চিনিতে পারিবেন না। শেষে তাহাই স্থির হইল। বন্ধু আসিলে তাঁহাকে সকল কথা বলা হইল। আমাদের মধ্যে এক জন নিত্য নিজে দাড়ী কামাইতেন। তিনি বহুকষ্টে আমাদের মুখগুলাকে গোঁফদাড়ীহীন করিয়া বৃক্ষলতাশূন্য মরুভূমি করিয়া তুলিলেন। একে রাত্রি, তাহাতে তাড়াতাড়ি,—কাহারও কাহারও মুখ এক আধটু কাটিয়াও গেল। তখন কতকটা নিশ্চিন্ত হইয়া আমরা আহারান্তে শয়ন করিতে যাইলাম। সে রাত্রে বৃদ্ধের সহিত আমাদের আর সাক্ষাৎ হইল না।

পর দিন সকালে বৃদ্ধ আমাদিগকে দেখিতে আসিলেন। মুখগুলা বোধ হয় চেনা চেনা ঠেকিল,—তিনি কিছু ক্ষণ ধরিয়া আমাদের দিকে চাহিয়া রহিলেন; তাহার পর একটু হাসিয়া বলিলেন, "আমি চিনিতে পারিব না ভাবিয়া কি দাড়ী গোঁফ কামাইয়া ফেলিয়াছ?" আমরা মাথা নীচু করিয়া রহিলাম। তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "এখন হইতে রেলে কোথাও যাইবার সময় যদি দেখ, কামরায় একটা বুড়া আছে, তবে তাহাকে একটু

ঘুমাইতে দিও; বুড়া বয়সে ঘুমাইতে না পাইলে বড় কষ্ট হয়। আর তাহার জুতা ভিজাইয়া দিও না। ভিজা জুতা পায়ে দিলে সর্দ্দি হয়। জানই ত, বুড়া মানুষ সামান্য পীড়ায় মরে। তখন বুড়া মারিয়া খুনের দায়ে পড়িতে হয়!" তিনি হাসিতে লাগিলেন। তাঁহার মুখে রাগের চিহ্নমাত্র নাই। তাহার পর আমার পিঠ চাপড়াইয়া তিনি বলিলেন, "দেখ, আমার বাড়ীতে আমাকে দেখিয়া তোমরা যদি এত লজ্জিত হও, তবে আমার আর এখানে থাকা হয় না। একটা অন্যায় কায যদি করিয়াই থাক, এত লজ্জা কেন? তোমরা আমার



পুত্রতুল্য, তোমাদের উপর কি আমার রাগ থাকে?" আমাদের তখন যে কি কি কষ্ট হইতে লাগিল,—তাহা আর কি বলিব।

আমরা দশ দিন বন্ধুর গৃহে অতিথি ছিলাম। সে দশ দিন বৃদ্ধ যে আমাদের কিরূপ যত্ন করিয়াছিলেন, তাহা আর বলিতে পারি না। তিনি আমাদের যত যত্ন করিতেন, তাঁহার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিয়াছি মনে করিয়া, আমাদের ততই অনুতাপ হইত।

দশ দিন পরে আমরা তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া ফিরিয়া আসিলাম। সেই হইতে আমরা কেহ আর দাড়ী গোঁফ রাখি নাই। দাড়ী গোঁফ হারাণই আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইল।

এখন যে আমাকে দেখিলে আমার নাতীদের ওলের কথা মনে পড়ে, সে তাহাদের ঠাকুর্দ্দার পাপের প্রায়শ্চিত্তফলে।

সম্পূর্ণ।